আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

আগামী ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। একাত্তরে যেসকল শহীদের আত্মত্যাগে আমরা পেয়েছি প্রিয় জন্মভূমি 'লাল-সবুজ' এর বাংলাদেশ তাঁদের সবার প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা। বিজয়ের শুভেচ্ছা রইল সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি। -সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১১ || সোমবার || পৌষ ২৭ || ১৪২৯ || জমাদিউল আঃ ১৮ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 11 || 12 December || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



আর্জেন্টিনা-ক্রোয়েশিয়া ফ্রান্স-মরক্কো সেমি ফাইনালে

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমি ফাইনালে উঠলো আর্জেন্টিনা-ক্রোয়েশিয়া এবং ফ্রান্স-মরক্কো। গত ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম খেলায় এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট দল, গতবারের রানার্সআপ ক্রোয়েশিয়া সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে পরাজিত করে সেমি ফাইনালে উঠেছে। অপরদিকে আরেক চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা অপর শক্তিশালী দল নেদারল্যান্ডকে পরাজিত করে সেমি ফাইনালে উঠে। ১০ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির অনুষ্ঠান ১৮ ডিসেম্বর

বিজয় দিবস স্মরণে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচী গৃহীত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: আগামী ১৬ ডিসেম্বর শুক্রবার বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। দিবসটি স্মরণে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

সহিংসতার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছে হোয়াইট হাউজ

রাজনৈতিক সহিংসতায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশে প্রাক-নির্বাচনী সহিংসতা পুঙ্খানুপুঙ্খ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হোয়াইট হাউজ। গত শুক্রবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভবন হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

মেসির রাতে হিরো মার্টিনেজ

মতিউর রহমান চৌধুরী



দোহা, কাতার: লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম। ৮৮ হাজার ২৩৫ জন দর্শকে ঠাসা। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা আর নেদারল্যান্ডস লড়ছে। শুরুটা খুব ঢিমেতালে। কোনো নাটকীয়তা নেই। মনে হচ্ছিল যেন মেসি চাচ্ছেন নিষ্ঠুর পেনাল্টি শুট আউটে নিয়ে যেতে। কিছুটা বিরক্তিও ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দৃশ্যপট বদলে যায়। ৩৫ মিনিটে সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মেসির অসাধারণ এক পাস থেকে গোল করেন মোলিনা। তখন এই সর্বাধুনিক স্টেডিয়ামটি যেন নাচছিল। আর্জেন্টাইন (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

আ.লীগের যৌথ সভায় শেখ হাসিনা
মারতে এলে এবার হাত ভেঙে দিতে হবে

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সেই পঁচাত্তর থেকে একুশ বছর শুধু মার খেয়েছি। ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত শুধু মার খেয়েছি। আর নয়, এবার যে হাত (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)



গণসমাবেশে বিএনপির ১০ দফা ঘোষণা

যুগপৎ আন্দোলন, সাত এমপির পদত্যাগ

ঢাকা ডেস্ক: নানা নাটকীয়তা, উৎকণ্ঠার পর শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশ। শনিবার (১০ ডিসেম্বর) রাজধানীর গোলাপবাগ মাঠে দলটির সবশেষ বিভাগীয় (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge-Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন এবং প্রতিক্রিয়া

শাহাব উদ্দীন

'মাছের পচন ধরে মাথা থেকে'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানে বক্তাদের অসামানঞ্জস্য বক্তব্য শুনে তাই মনে হয়েছিলো। বিগত প্রায় ৩০ বছর ধরে প্রবাসে কোন রাজনৈতিক দলের সভায় যাই না। কারণ তাদের অন্ধ ও অনুকরণীয় বক্তব্য বর্তমানের সাথে খুবই বেমানান মনে হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য শুনে মনে হয়োছিলো সেদিন, কোন একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলনে এসেছি। আমার মতো অনেক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়ার টানে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সে কারণে আমারও উপস্থিতি ছিলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ'র পক্ষ থেকে গত ২৬ নভেম্বর ২০২২ লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেলের বর্ণিল আয়োজন ছিলো এক খন্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিরাট বাজেট (৬০/৭০ হাজার ডলার) নিয়ে অপরাজেয় বাংলা, গ্রন্থাগার, মধুর ক্যান্টিন, ম্যাগাজিন সহ মঞ্চের দুপাশে এলইডি প্রজেক্টরের মাধ্যমে কার্জন হল, সলিমুল্লাহ হল, সারি সারি জামরুল, কৃষ্ণচুড়া সহ বিভিন্ন দৃষ্টি নন্দন বৃক্ষরাজীর মোহনীয় পরিবেশ। ৫২ থেকে ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের কথাগুলো চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের প্রাঙ্গণকে অবিকল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যপটে উপস্থাপন করার চেষ্টার আন্তরিকতার কোন ঘাটতি ছিলো না। সেজন্য আয়োজকরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

শতবর্ষের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যাঞ্জেলর অধ্যাপক ড. আকতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত এম এ মুহিত এবং নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম এবং কী নোট স্পীকার ছিলেন এমিরাটস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সরোয়ার সহ সাবেক শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের চমৎকার আয়োজনে কী নোট স্পীকারের বক্তব্য ছাড়া কোন অতিথি বক্তাদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় যেমন ১৯২০/২১ সালের প্রথম দিকে যখন ঢাকায় পিছিয়ে পড়া মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়, তখন হিন্দু প্রভাবশালী জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রবল বিরোধীতার সম্মুখিন হয়। তাদের বিরোধীতা সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সলিমুল্লাহ (তার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল আছে)। বিশেষ করে ঢাকার নবাব পরিবারের অবদান ছিলো অতুলনীয়। তাঁদের সাহসিকতা ও দানকৃত ৬৫০ একর ভূমির ওপর ১৯২১ সালের ২১ জুলাই মাত্র ১২টি বিভাগ, ৩টি ফ্যাকাল্টি, ৩টি আবাসিক হল, ৬০জন শিক্ষক এবং ৮৭৭জন ছাত্র নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন লীলা নাগ ও নবাব ফজিলাতুননেছা। আজ শতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট মহিরূহে পরিণত। ৮৪টি ভিভাগ, ১৩টি ফ্যাকাল্টি, ১৯টি আবাসিক হল, ৪টি হোস্টেল, ২ হাজারের বেশী শিক্ষক এবং ৪৬ হাজারের বেশী শিক্ষার্থী ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য বুরো, গবেষণা কেন্দ্র, ইন্সটিটিউট এবং এফিলিয়েটেড কলেজ।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বখ্যাত অধ্যাপক এবং পৃথিবী জোড়া সোনার মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমারোহে ধন্য। যেমন- সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস, শিকাগো শহরের উইলিস টাওয়ারের নক্সা প্রনয়নকারী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান, ভারত বর্ষের শ্রেষ্ট ইতিহাসবীদ আর সি মজুমদার, বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ট আধুনিক কবি জীবনান্দ দাস, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বিজ্ঞানী আতাউল করীম সহ শত-সহস্রাধিক বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছেন ছাত্র-শিক্ষক যাদের নাম বলে শেষ করা যাবে না। দেশে-বিদেশে যেখানেই এলামনাই আছেন, স্বীয় মেধা-মনন ও রুচি-সংস্কৃতিতে ভাস্বর। বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে শহীদুল্লাহ কায়সার জে সি দেব, মুনির চৌধুরী সহ বিশ্ববদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবি এবং শিক্ষার্থীদের আল বদর বাহিনী দ্বারা হত্যা একাত্তুরের ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন, ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ইত্যাদি বহু ঐতিহাসিক স্পর্শকাতর বিষয়কে আমন্ত্রিত অতিথিরা এড়িয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় এলমনাই ও সচেতন প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উপরোন্ত প্রধান অতিথি বিভিন্ন বিতর্কিত রাজনৈতিক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, দেশের মেধাবীরা বিদেশ চলে আসায় অনেক ক্ষতি হয়েছে (তাঁর ভাষায় ব্রেইন ড্রেইন)। উনি কি জানেন, 'ব্রেইন ড্রেইন, ইজ দ্যা বেটার দ্যান, ব্রেইন ইন দ্যা ড্রেন'। দেশ থেকে এই মেধাবীরা বেরিয়ে আসার কারণে সারা পৃথিবীর মেধাবীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে বহির্বিশ্বে আমাদের মুখ উজ্জল করেছে। কারণ, আমাদের দেশের মেধার কোন মুল্য নেই। সবকিছুই দলীয় ও বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে। ঘুষ, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, তোষামোদকারী এবং অসৎ লোকদের দৌরাত্বে আজ মেধাবীরা কোনঠাসা অথবা বিদেশ পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। তারা বিদেশে এসে কঠোর পরিশ্রম করে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডের ভীত মজবুত করে। আর দেশের দূর্নীতিবাজ, লুটেরা গোষ্ঠী হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে দেশের মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলছেন। তথাকথিত শিক্ষিতদের কতটুকু নৈতিক স্খলন হলে একজন সচিব জাল মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট নিয়ে সুবিধা ভোগের পর ধরা পড়ে চাকুরীচ্যুত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের প্রথমেই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদানের কথা বলেই একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধে চলে আসেন এবং একজন নেত্রীও নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন সেই কথাও তুলে ধরেন। তাঁর আর কিছু মনে হয় জানা ছিলো না। যা নিছক ইতিহাস বিকৃতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১-এ স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ধরে ৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করলে ছাত্র সমাজই প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিলে সেলিম, দেলোয়ার, জয়নাল, রাউফুল বসুনিয়া, শাজাহান সিরাজ, ডা. মিলন সহ অংসখ্য সাথীদের রক্তের বিনিময়ে ৯০ সালে স্বৈরাচারের পতন হয়েছিলো।

জাতির শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিনির্মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃথিবীর এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই যেখানে আত্নত্যাগী ছাত্রদের অবদান রয়েছে, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম, স্বৈচারের পতন ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা সহ দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে বুকের রক্ত দিয়েছে। কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সম্মানকে দূর্নীতি ও দলীকরণের জন্য অযোগ্যরা বড় বড় চেয়ার দখল করার কারণে সেই সম্মান ম্লান হয়ে যাচ্ছে। যেমন- বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তমনা ও গণতন্ত্রের তীর্থ ভূমি। কিন্তু আজ ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন নেই। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের রাজনীতি করার অধিকার নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলরের কাছ থেকে শিক্ষার্থীদের শুনতে হয় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বঙ্গভবনে না আসার স্থুল হাসির গল্প। জ্ঞান ও শিক্ষার মাপ কাঠিতে বিশ্ববিদালয়ে অবস্থান আশানুরূপ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পুঁথিগতভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সনদ নেয়ার কারখানা নয়। এখান থেকে বের হবে জ্ঞানের সৃজনশীলতা, বিকশিত মানব সম্পদ, সৎ ও চরিত্রবান মানবিক মানুষ। এগুলো যদি বিশ্লেষন করা হয় তাহলে দেখা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের রাজনৈতিক চরিত্রগুলোর প্রতিচ্ছবি। পাশাপাশি এই বিশাল অবয়বের বিশ্ববিদ্যলয়ে শিক্ষক ও গবেষকদের আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা, জার্ণাল বিশ্বমানের গবেষণাপত্রে কয়টি ছাপা হয়েছে? উত্তর অতিব নগন্য, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং-এ স্থান ৯৭৭। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ২৬৩। এই র‍্যাংকিং দেখতে পাবেন ইউএস নিউজ এন্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ওয়েব সাইটে।

অনুষ্ঠানে আলোচকরা উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললে, মাননীয় ভিসি সাহেব উত্তরে বলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে, গবেষণাধর্মী নয়। কিন্তু এটা তো তিনি ১০০ বছর আগের উত্তর দিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই ব্যাখ্যাটা খুবই বেমানান, কেউ সহজভাবে নিয়েছেন বলে আমার মনে হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো গবেষণার কেন্দ্র। জ্ঞান-বিজ্ঞান, মান-বিকতায় বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে হবে। তাই আসুন শতবর্ষ পূর্বে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার পি. জে. হার্টগ, প্রফেসর জি. এইচ. ল্যাঙলি, স্যার এ. এফ. রহমানের হাত ধরে যাত্রা শুরুর পর স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, বোস অধ্যাপক আব্দুল মতিন, প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, প্রফেসর আব্দুল মান্নান সহ অসংখ্য গুণী পন্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের মেধায় বিকশিত এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দলমতের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত আগাছার জঞ্জাল পরিষ্কার করে, নৈর্ব্যাক্তিকভাবে চোখের মনির মতো লালন করে, বিশ্বমানের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে আগামী প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলে, লক্ষ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ বিনির্মানে এগিয়ে নিয়ে যাই।

সাবেক ছাত্রনেতা



বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

ঢাবি এলাকা থেকে ১০ জনকে পিটিয়ে পুলিশে দিলো ছাত্রলীগ

ঢাকা : বিএনপি'র ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় ব্যাপক শোডাউন দিতে দেখা গেছে ছাত্রলীগকে। এ সময় সংগঠনটির নেতাকর্মীরা ছাত্রদল সন্দেহে অন্তত ১০ জনকে পিটিয়ে পুলিশে দিয়েছে। এ ছাড়াও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের তল্লাশি করতে দেখা যায়। সমাবেশকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই ছাত্রলীগের এমন মহড়া চলছে। সংগঠনটির শীর্ষ নেতাদের দাবি- গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও ছাত্রদল যাতে কোনো ধরনের নৈরাজ্য চালাতে না পারে তার জন্যই তাদের এমন অবস্থান। গতকাল সকাল থেকে তারা ক্যাম্পাসের আশপাশের সন্দেহভাজন পথচারীদের মুঠোফোন চেক করে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে। এতে কারও 'বিএনপি সংশ্লিষ্টতা' প্রমাণ হলেই তাকে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদল সন্দেহে অন্তত ১০ জনকে প্রথমে পিটিয়ে, পরে পুলিশের হাতে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের কর্মীরা। নীলক্ষেত সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণের সামনে এ ঘটনা ঘটে।



ছবিতে বা থেকে ছোট বোন তুসি, মা রুমা, বাবা শামিম, আলবি এবং বড় বোন তন্বীকে। ছবি: পারিবারিক অ্যালবাম

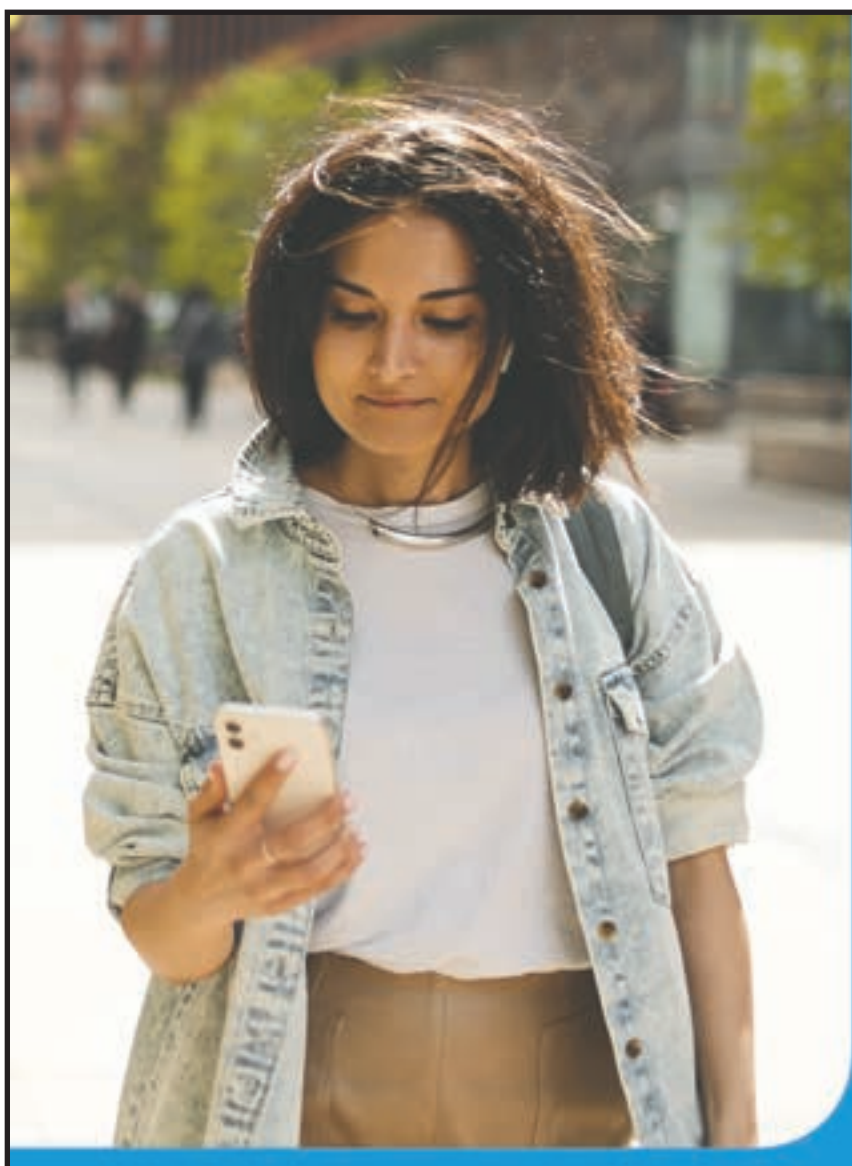
আলবি'র ইউনিভার্সিটি অব আরিজোনায় ফুল ব্রাইট স্কলার্শীপ লাভ

হাকিকুল ইসলাম খোকন: অত্যন্ত মেধাবী, সৎ আদর্শবান শিক্ষার্থী খালিদ বিন ওয়ালিদ আলবি ফুলব্রাইড স্কলার্শীপে ইউনিভার্সিটি অব আরিজনায় পড়াশুনা করবে। সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অব আরিজোনায় পড়ার জন্য খালিদ বিন ওয়ালিদ আলবি চার বছরের স্নাতক (সন্মান) কোর্সে বৃত্তির জন্য আবেদন করলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তা মঞ্জুর করেন। পরবর্তীতে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস গত অক্টোবর মাসে ৫ বছরের জন্য শিক্ষার্থীরূপে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভিসা প্রদান করেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ আলবি আগামী ১২ ডিসেম্বর সোমবার টার্কিশ এয়ার ওয়েজে ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুল হয়ে নিউইয়র্কের জেএফকে এয়ারপোর্টে ১২ ডিসেম্বর সোমবার বিকাল সাড়ে ৬টায় পৌছে এবং ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় নিউইয়কের জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে আরিজোনার ফিনিক্স-এ পৌঁছবে দুপুরে ।

উল্লেখ্য, খালিদ বিন ওয়ালিদ আলবি ২০১৩ সালে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের বসন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি সম্পন্ন করেছে, ২০১৬ সালে জেএসসি সম্পন্ন করেছে বাজিতপুরের আফতাব উদ্দীন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এবং ২০১৯ সালে একই কলেজ থেকে এসএসসি সম্পন্ন করে। অত:পর ২০২১ সালে ঢাকার সরকারি বিজ্ঞান কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি সম্পন্ন করে। আলবি পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি সব পরীক্ষাতেই জিপিএ গোল্ডেন-৫ পেয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদ আলবি'র বাবা মাজহারুল ইসলাম শামীম বাজিতপুর রাজফুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এন্ড কলেজের অধ্যাপক এবং মা খাদিজাতুল কুবরা রুমা সমাজকর্মী। তার বড় বোন জান্নাতুল ফেরদৌস তন্বী বাজিতপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্নাতক (সন্মান) এর শিক্ষার্থী এবং ছোট বোন ফাতেমাতুজ জহুরা তুসি বাজিত-পুর বেগম রহিমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison

বিজয়ের শুভেচ্ছা

Utshob Group

৫০ বছর পেরিয়ে গেছে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। দীর্ঘ সংগ্রাম এবং একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়।



উৎসব গ্রুপের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যারা আমাদের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র দিতে আত্মত্যাগ করেছে তাদের সকলের প্রতি। বাঙালীর গৌরবকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে এবছর **১৬ই ডিসেম্বর**, বিজয় দিবসের দিন, পৃথিবীর রাজধানী খ্যাত **"১৫৪০ ব্রডওয়ে, টাইমস স্কয়ার, নিউইয়র্ক সিটি"**-এর বিশাল এলএডি স্ক্রিনে আমরা উপস্থাপন করবো মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে।

বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করতে ১৬ই ডিসেম্বর, **টাইমস স্কয়ারে** আসুন, বিশাল স্ক্রিনে বাংলাদেশ দেখুন, ছবি তুলুন, ভিডিও করুন, বিজয়ের গৌরব ছড়িয়ে দিন সারা বিশ্বময়।

সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত

প্রতি চার মিনিট পরপর বিশাল স্ক্রিনে
ভেসে উঠবে বাঙালীর গৌরব
গাঁথা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

utshob.com · INFINITE · GLOBAL PROCESS POINT · MANAGEOLOGY · Utshob Agro · Khuhsurat · FASHION BLITZS

DESHBIDESHE · ÉNERVÉ BY UTSHOB · utshob courier · UTSHOB FOUNDATION · Utshob HEALTH CARE · NEXT · ÉLAN

9174852179, 866-633-6345 www.utshobgroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি, পরিস্থিতি মোকাবিলায় সতর্ক পদক্ষেপ জরুরি

বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে; বিশেষ করে চলমান অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেই ২০২৩ সাল থেকে কিছু বড় প্রকল্পের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে এবং ২০২৭ সালে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছার পর পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত চলবে।

উল্লেখ্য, আগামী বছর থেকে চীন, ভারত এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের ঋণের সুদসহ আসল পরিশোধ শুরু হবে। এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে রাশিয়া থেকে নেওয়া ঋণের রেয়াত কাল শেষ হয়ে ২০২৭ সালে শুরু হবে মূল ঋণের কিস্তি। এছাড়া ২০২৮ সালে শুরু হবে মেট্রোরেল প্রকল্পের ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম। এর বাইরে বর্তমানে অন্যান্য খাতে নেওয়া ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে গিয়ে চাপে পড়েছে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। অবশ্য স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ আগামী জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। জুনের পর ওইসব ঋণ পরিশোধ শুরু হলে রিজার্ভে চাপ আরও বাড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনেও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে বাংলাদেশ বেশ চাপে পড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত ঋণের পরিমাণ বাড়ায় সুদসহ আসল পরিশোধের পরিমাণও বেড়েছে। ২০২০ সালে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের আসল ২৮৭ কোটি ডলার এবং সুদ বাবদ ৮৬ কোটি ডলার পরিশোধ করা হয়েছিল। গত বছরে একই খাতে আসল ও সুদ বাবদ ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে ৫৩০ কোটি ডলার। দেখা যাচ্ছে, ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বেড়েছে ১৫৭ কোটি ডলার। আশঙ্কার বিষয় হলো, এখন প্রতিবছরই পরিশোধের এ হার বাড়তে থাকবে। এ অবস্থায় বেশি সুদ ও কঠিন শর্তযুক্ত ঋণ গ্রহণে সরকারের বিরত থাকা উচিত। একইসঙ্গে ঋণ পরিশোধে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ও আয়ের মূল্যায়নও জরুরি। অপ্রিয় হলেও সত্য, বর্তমানে এ জায়গাটায় কোনো স্বচ্ছতা ও মূল্যায়ন নেই। মনে রাখা দরকার, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চাপ এলে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হবে। শুধু তাই নয়, টাকার মান দুর্বল হওয়াসহ বিনিয়োগ কমে যাওয়া এবং মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিসহ নানা ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এজন্য সতর্ক ব্যবস্থা হিসাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছেন কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ।

স্বস্তির বিষয় হলো, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়েছে। এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তি পুনঃতফসিলকরণের জন্য আবেদন করারও প্রয়োজন হয়নি। অর্থনীতিবিদদের মতে, সরকারের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ৪০ শতাংশ পর্যন্ত উদ্বেগজনক নয়। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার হার বর্তমানে জিডিপির তুলনায় ১১ দশমিক ৯ শতাংশ। শ্রীলংকার ক্ষেত্রে এটি ৪১ শতাংশ ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ৩৯ শতাংশ। তবে শ্রীলংকার অর্থনীতি দেউলিয়া হওয়ার পর আমাদের বাজেটে ঋণ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী 'বিদেশি ঋণ' ঝুঁকি-সীমার নিচে রাখার নির্দেশ দেওয়ায় বৈদেশিক ঋণের প্রতি ঝোঁক অনেকটা কমে এসেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে হয়। তারপরও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত বলে মনে করি আমরা।



মুক্তির আকাঙ্খা অপূর্ণই রয়ে গেছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মানুষের সভ্যতা আজ যত বড় সংকটের মুখোমুখি হয়েছে, তেমনটি অতীতের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানে ইচ্ছা গিয়ে যখন তখন হানা দিচ্ছে, দুর্বল দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করছে, দখল করছে বাজার, ঋণ দিয়ে জালে আবদ্ধ করছে এবং বিপন্ন করছে প্রকৃতি ও পরিবেশকে। শ্রেণিবিভাজনের সত্যকে অবলুপ্ত করে দিতে চাইছে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। ছড়িয়ে দিচ্ছে মাদকাসক্তি। বিস্তৃততি ঘটাচ্ছে বিশ্বযুদ্ধের। পদদলিত করছে বিশ্বজনমতকে। হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংস ইত্যাদিকে পরিণত করেছে নিত্যনৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক ঘটনাতে। সাম্রাজ্যবাদের মুখে এখন আর কোনো মুখোশ নেই। জাতিসংঘ তার হাতের পুতুল, অধিকাংশ রাষ্ট্রই তার হুকুমের চাকর। ঋণ, পরামর্শ, ভীতি প্রদর্শন, আগ্রাসন- কোনো ব্যাপারেই রাখঢাক, হায়া-শরম নেই। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ এখন নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত। কোনো কিছুই আজ আর অকলুষিত নেই। এমনকি নির্মল খেলাধুলাও পরিণত হয়েছে টাকার খেলায়।

আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি। যুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু স্বাধীনতা তো দেখা যাচ্ছে না। ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতার হিসাব পরে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাই নেই- না অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, না জীবনের ক্ষেত্রে। ওদিকে রাষ্ট্র যে স্বাধীন, তাও বলার উপায় নেই। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সংগ্রামে অতি তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিল, এখন রাষ্ট্র চলে তাদের অঙ্গুলি সঞ্চালনে। দেশের শাসক শ্রেণি নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ করার ব্যাপারে। আর মুক্তি? সে তো সুদূরপরাহত।

পুঁজিবাদ যে মানুষের মুক্তিদাতা নয়, সে তো পরীক্ষিত সত্য। পুঁজিবাদ ব্যক্তিকে নিরন্তর উৎসাহিত করে মুনাফা করতে। যার ফলে ব্যক্তি কেবল মুনাফাই চেনে, মনুষ্যত্ব চেনে না এবং মুনাফা অর্জনকেই ভাবে চরিতার্থতার একমাত্র উপায়। সভ্যতা অনেক এগিয়ে আজ করাল গ্রাসে পড়ে গেছে বিবেকহীন ও রক্তপিপাসু এক দানবের।

আমরাও ওই দানবের অধীনেই রয়েছি। যে জন্য স্বাধীন হয়েও স্বাধীন হইনি। মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করেও মুক্ত হতে পারিনি। মুক্তির সংগ্রামটা একাত্তরে শুরু হয়নি। সেটা তখনও ছিল, যখন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছিলাম। স্বাধীনতাই ছিল নিকটবর্তী লক্ষ্য, কিন্তু স্বাধীনতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটা ছিল বলেই।

মুক্তির জন্য তাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রাম একই সঙ্গে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক। মুক্তিযুদ্ধটা ছিল কার বিরুদ্ধে? একসময় ছিল ব্রিটিশ, পরে এলো পাকিস্তানিরা, কিন্তু তাদের অবস্থানগত পরিচয় ছিল এক ও অভিন্ন। তারা ছিল শাসক শ্রেণি। আজকে যখন আমরা আমাদের দেশে মুক্তিসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি, তখনও শত্রু ওই একই- শাসক শ্রেণি। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণির ভেতর নানা দল-উপদল-কোন্দল, লাঠালাঠি সবই আছে। কিন্তু তারা এক এবং অভিন্ন বটে, তারা হচ্ছে শতকরা সেই পাঁচজন, যারা সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ-নিপীড়ন চালায়; জনগণকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। সেটা তাদের ঐক্যের একটা ভিত্তি বটে।

শাসক শ্রেণি আরও এক জায়গাতে খুবই একতাবদ্ধ, সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদের তোষণ। তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি পুঁজিবাদী এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত। তারা মনে করে, তাদের ক্ষমতায় থাকা না-থাকা জনসমর্থনের ওপর যতটা নয়, তার চেয়ে অধিক পরিমাণে নির্ভর করে আমেরিকার সমর্থনের ওপর এবং নব্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের কৃপায়। মুক্তিসংগ্রাম আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি থাকবে এবং প্রতিপক্ষ যে স্বদেশি শাসক ও তাদের বিদেশি প্রভু- এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলে যা তৈরি হবে, সেটা বিভ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মৌলবাদীরাও এখন ক্ষ্যাপা। একসময় তারা বন্ধু ছিল পরস্পরের। মৌলবাদী বলতে যাদের বোঝানো হয়, তারা আসলে ফ্যাসিবাদী; ধর্মকে ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের উপায় ও আচ্ছাদন হিসেবে। পুঁজিবাদী ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী উভয়েরই প্রকৃত শত্রু ছিল সমাজতন্ত্রীরা। সমাজতন্ত্রকে জব্দ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুষ্ট করেছে। তালেবানরা ছিল পাকিস্তানে গড়ে ওঠা মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসার খরচ আসত সিআইএর কাছ থেকে। পরে এরা যে অস্ত্র পেয়েছে, তাও মার্কিনিদেরই। সমাজতন্ত্রের ভয়টা যখন কেটে গেছে, তখনই পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। পরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মনে হবে তারা পরস্পরের ভীষণ শত্রু। তা শত্রু বটে, কিন্তু উভয়েই যে ফ্যাসিবাদী ও পুঁজিবাদী, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতায় উভয় পক্ষই বিশ্বাসী। আগামী দিনে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন যদি প্রবল হয়, তাহলে পিতা-পুত্র যে এক হয়ে যাবে- সেটিও ধ্রু সত্য।

> **বুশ ও বিন লাদেন যে আসলেই পরস্পরের মিত্র ছিল, তা বেশ পরিস্কারভাবেই বোঝা যায় যখন তারা একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করেছে সেটি লক্ষ্য করি। কুস্তিতে দুই পক্ষ লাগে, কুস্তি যখন করছে তখন একজন পারে তো অপরজনকে দুহাতে উপরে তুলে মাটিতে ফেলে শেষ করে দেয়। সেটি একটা লড়াই বটে। কিন্তু কুস্তিগীর তার কোনো ক্ষমতা দেখাতেই পারে না যদি প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক কুস্তিগীর না থাকে।**

বুশ ও বিন লাদেন যে আসলেই পরস্পরের মিত্র ছিল, তা বেশ পরিস্কারভাবেই বোঝা যায় যখন তারা একে অপরকে কীভাবে সাহায্য করেছে সেটি লক্ষ্য করি। কুস্তিতে দুই পক্ষ লাগে, কুস্তি যখন করছে তখন একজন পারে তো অপরজনকে দুহাতে উপরে তুলে মাটিতে ফেলে শেষ করে দেয়। সেটি একটা লড়াই বটে। কিন্তু কুস্তিগীর তার কোনো ক্ষমতা দেখাতেই পারে না যদি প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক কুস্তিগীর না থাকে। বুশের দরকার ছিল লাদেনকে, লাদেনের দরকার ছিল বুশকে। লাদেন আমেরিকাবাসীকে ভয় দেখিয়েছে, টুইন টাওয়ার উড়িয়ে দিয়েছে। বুশ লাদেনের তৎপরতাকে কাজে লাগিয়েছিল; আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়া দখল করে নেয়; সিরিয়া, ইরানের দিকে হাত বাড়ায়। তাদের ভাষাও এক- বুশ বলেছিল, সে নেমেছে ক্রুসেডে; লাদেন বলেছিল, সে করছে জেহাদ- দুটোই ধর্মযুদ্ধ বটে। দুজনের মল্লযুদ্ধ আরও এক দিক দিয়ে ছিল খুবই দরকারি। এই মল্লযুদ্ধে বিশ্বকে পুঁজিবাদের পক্ষে-বিপক্ষে ভাগ হয়ে যাওয়া থেকে বিরত রেখে খ্রিষ্টান-মুসলমানে ভাগ করে দেওয়ার কাজে সুবিধা পায়; যে মানুষ এ কালের সংকটে বিব্রত-বিপর্যস্ত, তাকে ঠেলে নেওয়া সম্ভব হয় মধ্যযুগের অভিমুখে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম তাই মৌলবাদীরা করবে না; মৌলবাদী অবস্থান থেকেও সেটি করা সম্ভব হবে না। লড়াইটা করবে গণতন্ত্রীরা। করবে তারা, যারা শোষণ-নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য বদ্ধপরিকর। যারা বিশ্বাস করে স্বাধীনতায়, সাম্যে এবং মৈত্রীতে।

মুক্তি ততটাই দূরে, ওই সংগ্রামের পক্ষে সংঘবদ্ধ ও তীব্র হওয়াটা যতটা দূরবর্তী। আন্দোলন ছাড়া মুক্তি নেই। সেই আন্দোলন দেশের ভেতরে হবে, হবে বাইরেও; হবে তা একই সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। সারা পৃথিবীতে মানুষ আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। সে আন্দোলনে আমাদের দেশের মুক্তিকামী মানুষকে থাকতে হবে, যেমন থাকবে তারা তাদের নিজের দেশের আন্দোলনেও।

এই সত্য কখনোই ভোলা যাবে না, আন্দোলনের জন্য সংগঠন আবশ্যক। আন্দোলনে প্রাণ থাকবে, স্বতঃস্ফূর্ততাও কাজ করবে কিন্তু তাদের ধরে রাখা ও বিকশিত করার জন্য সংগঠন চাই। এটি লেনিন থেকে অনেক বিপ্লবীই জানতেন। যে জন্য তাঁরা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। আমাদের ভূখন্ডে তেমন সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার কারণে বিপ্লব হয়নি এবং মুক্তিও আসেনি। পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। সমষ্টিগত মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা তাই অপূর্ণই রয়ে গেছে।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ফজর	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫১
সূর্যোদয়	৭.১০	৭.১১	৭.১২	৭.১২	৭.১৩	৭.১৪	৭.১৪
জোহর	১১.৫০	১১.৫১	১১.৫১	১১.৫২	১১.৫২	১১.৫৩	১১.৫২
আসর	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৯	২.৪৯	২.৫০
মাগরিব	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩০	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩২
এশা	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

খাদ্য নিরাপত্তাকে দিতে হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

আবদুল লতিফ মন্ডল

গত ২৭ নভেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সচিব সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সচিবদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশে বর্তমানে ১৬ লাখ টন খাদ্য মজুত রয়েছে। খাদ্যের মজুত যাতে কমে না যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' এদিকে ১ ডিসেম্বর জেনেভায় গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান ওভারভিউ রিপোর্ট ২০২৩ প্রকাশের সময় জাতিসংঘের শীর্ষ জরুরি ত্রাণ কর্মকর্তা মার্টিন গ্রিফিথ বলেছেন, আগামী বছর তীব্র খাদ্য সংকটে পড়বে বিশ্বের ৫৩ দেশের ২২২ মিলিয়ন, তথা ২২ কোটির বেশি মানুষ।

গত অক্টোবরে প্রকাশিত 'গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-২০২২' অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর ৪৪টি দেশে খাদ্য সংকটের কারণে ক্ষুধার মাত্রা 'গুরুতর' বা 'ভয়ংকর' পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর আগে পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংস্থা-জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) প্রধানরা এক যৌথ সতর্কবার্তায় বলেছেন-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা, খাদ্যের উৎপাদন হ্রাস, পরিবহণব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাসহ নানা কারণে আগামী দিনে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট আরও তীব্র হবে।

এর প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে। এতে মানুষের মধ্যে পুষ্টির সংকট আরও প্রকট হবে, যা বিশ্বের একটি অংশকে মহামারির দিকে নিয়ে যাবে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, বাংলাদেশ তার বাইরে নয়। এফএওর অন্য একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের ৪৫টি দেশে ঘাটতিজনিত মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা এখন সবচেয়ে বেশি।

এর মধ্যে ৩৩টি আফ্রিকা মহাদেশে, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানসহ ৯টি এশিয়া মহাদেশে, দুটি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এবং একটি ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত। তাই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সময়োচিত।

জাতিসংঘের বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা কমিটির সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাদ্য নিরাপত্তা তখনই বিরাজমান, যখন সবার কর্মক্ষম, স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনমুখী জীবনযাপনের জন্য সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্তির ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা নির্ধারণের তিনটি নিয়ামক হলো-এক. খাদ্যের প্রাপ্যতা, দুই. খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা, তিন. খাদ্যের পুষ্টিমান ও নিরাপত্তা।

খাদ্যের প্রাপ্যতা নির্ধারণে ওইসব ফ্যাক্টর মূল্যায়ন করা হয়, যেগুলো খাদ্যের সরবরাহ ও সহজলভ্যতাকে প্রভাবিত করে। এগুলো হলো-খাবার সরবরাহে প্রাচুর্য, কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয়, কৃষি অবকাঠামো, খাদ্য উৎপাদনে অনিশ্চয়তা, দুর্নীতি ও খাদ্য অপচয়।

ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপে যে ছয়টি অনুসূচক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো-একটি খানার সার্বিক ব্যয়ে খাবারের ব্যয়ের পরিমাণ, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত, মাথাপিছু জিডিপি, কৃষিপণ্য আমদানিতে ট্যারিফের হার, খাদ্য নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এবং কৃষকের আর্থিক সহায়তা লাভের সুযোগ। খাদ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তার নির্দেশক বিশ্লেষণ করা হয় খাদ্যের বহুমুখীকরণ, পুষ্টিমান ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের উপস্থিতি, প্রোটিনের মান এবং নিরাপদ খাদ্য দ্বারা।

দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় প্রথমেই আসে খাদ্যের সরবরাহ ও সহজলভ্যতার বিষয়টি। খাদ্যের মোটামুটি ১১টি উপাদান থাকলেও দেশে খাদ্য বলতে মূলত চাল থেকে তৈরি ভাতকে বোঝায়। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য চালের উৎপাদন কৃষি খাতের (শস্য উপখাত, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাত এবং বন উপখাত নিয়ে কৃষি খাত গঠিত) উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ২০০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি খাতের ৬.৫৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হার হ্রাস পেয়ে পরবর্তী এক দশকে গড়ে ৩.৭ শতাংশে দাঁড়ায় (অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০)।

২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ দশমিক ১৭ শতাংশ। এ খাতে প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখী হারের সরাসরি প্রভাব পড়ে শস্য উপখাতের প্রধান ফসল ও আমাদের প্রধান খাদ্য চাল উৎপাদনের ওপর। দেখা দেয় চালের মোট উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি হারে অস্থিতিশীলতা। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও অন্যান্য রিপোর্টে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছর বাদ দিলে ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত চাল উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হার নেতিবাচক থেকে ১.৩০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সরকারি তথ্য মোতাবেক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ (২০২০ সালে)। অর্থাৎ এ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চাল উৎপাদন প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশি ছিল। ওয়ার্ল্ডোমিটারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিগত পাঁচ বছরে দেশে যখন জনসংখ্যা বেড়েছে ৫ দশমিক ২৯ শতাংশ, তখন খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৪ দশমিক ১৪ শতাংশ। এদিকে দীর্ঘ খরা ও ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের কারণে চলতি আমন ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (১ কোটি ৬৩ লাখ টন) অর্জনের সম্ভাবনা নেই বলেই অভিজ্ঞজনরা মনে করছেন।

আর খাদ্যশস্যের দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা গমের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চললেও পণ্যটির উৎপাদন ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের ১৯ লাখ ৮ হাজার টন থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১১-১২ লাখ টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গমের এ উৎপাদন দেশের চাহিদার (কম-বেশি ৭০ লাখ টন) ছয়ভাগের একভাগ। অর্থাৎ গমের ক্ষেত্রে দেশ প্রায় পুরোপুরি আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছে।

দেশে উৎপাদিত খাদ্যশস্য চাহিদা মেটাতে না পারায় এগুলোর আমদানি ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। চলতি অর্থবছরে সরকারি-বেসরকারি খাতে ১৯ লাখ টন চাল আমদানির উদ্যোগ নেওয়া হলেও আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য বেড়ে যাওয়া, বিশ্বব্যাপী পরিবহণ ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া এবং দেশে ডলার সংকট তীব্র আকার ধারণ করায় খাদ্যশস্য আমদানিতে গতি আসেনি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য মোতাবেক, চলতি অর্থবছরের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি খাত মিলে মাত্র ৫ লাখ ১৪ হাজার ৪৩ টন চাল আমদানি হয়েছে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন স্বল্পতা এবং আমদানিতে শ্লথগতির কারণে সব শ্রেণির চালের দাম অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মোতাবেক বিপুল চাহিদার বিপরীতে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৯ লাখ ১৪ হাজার ৩৯ টন গম আমদানি হয়েছে। আটার দাম অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে। বাজারে মোটা চালের চেয়ে আটার দাম বেশি হওয়ায় চালের ওপর চাপ বেড়েছে।

খাদ্যশস্যের বাইরে যেসব খাদ্যপণ্যে দেশ প্রায় পুরোপুরি আমদানির্ভর হয়ে পড়েছে, সেগুলোর শীর্ষে রয়েছে ভোজ্যতেল, চিনি ও ডাল। গত জুনে কৃষি মন্ত্রণালয়ে 'ভোজ্যতেলের আমদানিনির্ভরতা কমাতে কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক বৈঠকে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা রয়েছে প্রায় ২৪ লাখ টন। এর বিপরীতে স্থানীয়ভাবে সরিষা, তিল ও সূর্যমুখী ফসল থেকে উৎপাদিত ভোজ্যতেলের পরিমাণ ৩ লাখ টন, যা চাহিদার ১২ শতাংশ। এর অর্থ, দেশে চাহিদার ৮৮ শতাংশ ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়।

দেশে গত দুই বছরে যেসব পণ্যের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ভোজ্যতেল। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে এক লিটার সয়াবিন তেলের দাম ছিল ১০০ টাকা, যা বর্তমানে ১৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক, দেশে বছরে কম-বেশি ২০ লাখ টন চিনির চাহিদার বিপরীতে সরকার নিয়ন্ত্রিত চিনিকলগুলোয় উৎপাদনের পরিমাণ ৫০-৬০ হাজার টন। অর্থাৎ চিনিতে আমরা পুরোপুরি আমদানিনির্ভর।

এক বছর আগে সরকারি পর্যায়ে এক কেজি চিনির দাম ছিল ৬৫ টাকা। বর্তমানে পণ্যটির কেজিপ্রতি সরকার নির্ধারিত দাম ১০৮ টাকা। 'গরিবের প্রোটিন' হিসাবে খ্যাত ডালের যখন বার্ষিক প্রয়োজন কম-বেশি ২৬ লাখ টন, তখন দেশে উৎপাদিত ডালের পরিমাণ কম-বেশি ৯ লাখ টন। ফলে বছরে প্রায় ১৭ লাখ টন ডাল আমদানি করতে হয়।

খাদ্য নিরাপত্তার দ্বিতীয় নিয়ামক হচ্ছে খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষমতা। খাদ্যের সহজলভ্যতা খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় না। খাদ্যের সহজলভ্যতার সঙ্গে দরকার খাদ্য কেনার আর্থিক সংগতি। দুবছরের বেশি সময় ধরে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের অর্থনীতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং কর্মসংস্থানে মূল ভূমিকা পালনকারী বেসরকারি খাতে চাকরিচ্যুতি, বেতন/মজুরি হ্রাস এবং অন্যান্য কারণে মানুষের আয় কমেছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ পরিচালিত 'স্টেট অব দ্য গ্লোবাল ওয়ার্কপ্লেস ২০২১' অনুযায়ী, করোনার সময় বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৫৫ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। এর ফলে দেশে দারিদ্র্যহার বেড়েছে। সরকারি হিসাবমতে, ২০১৯ সালে দারিদ্র্যহার ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে। করোনাকালীন তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সরকার এখন পর্যন্ত জনগণকে জানায়নি দেশে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কত।

এদিকে দেশের কয়েকটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যেমন-সিপিডি, পিপিআরসি, বিআইজিডির মতে, করোনা মহামারির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে দারিদ্র্যহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ থেকে ৪২ শতাংশে। একদিকে দারিদ্র্যহার বৃদ্ধি, অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এ বিরাটসংখ্যক দরিদ্র মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

খাদ্য নিরাপত্তা নির্ধারণে তৃতীয় নিয়ামক পুষ্টিমানসম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান আন্তর্জাতিক মানদন্ডের অনেক নিচে। নারী ও শিশুসহ দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টি সমস্যা প্রকটভাবে বিদ্যমান। এর কারণ আর্থিক অসচ্ছলতা ও খাদ্যের ত্রুটিপূর্ণ জৈবিক ব্যবহার।

অসামর্থ্যরে কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে আমিষজাতীয় খাদ্য কেনা প্রায়ই সম্ভব হয় না। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বর্তমানে মধ্যবিত্তের পক্ষেও আমিষজাতীয় খাদ্য কেনা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এতে পুষ্টিহীনতা বাড়ছে। খাদ্যের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে পুরুষের তুলনায় নারী ও শিশুর প্রয়োজনীয় খাবার না পাওয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ রন্ধন পদ্ধতি।

এসব কারণে 'গ্লোবাল ফুড সিকিউরিটি ইনডেক্স' বা 'বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা সূচক-২০২০'-এ ১১৩ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪তম। শুধু বৈশ্বিকভাবেই নয়, সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে।

আগামী বছর বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট সৃষ্টির আশঙ্কার প্রেক্ষাপটে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যথাসম্ভব নিশ্চিতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে চাল, গম এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্য আমদানি ত্বরান্বিত করতে হবে।

দুই. আসন্ন বোরো মৌসুমে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফলন পেতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তিন. মানুষের, বিশেষ করে নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-ক. জমি স্বল্পতার কারণে আমাদের চাল ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে। খ. চালসহ কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষিজমি অকৃষি খাতে চলে যাওয়া যথাসম্ভব বন্ধ করতে হবে।

গ. চালসহ কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক বরাদ্দকৃত ৫ হাজার কোটি টাকা কৃষি খাতের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ঘ. খাদ্যের পুষ্টিমান বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে এবং বাজারে অনিরাপদ খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। ঙ. কৃষি খাতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কৌশলগুলো বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

লেখক: সাবেক খাদ্য সচিব, কলাম লেখক

এদিকে দেশের কয়েকটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা যেমন-সিপিডি, পিপিআরসি, বিআইজিডির মতে, করোনা মহামারির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে দারিদ্র্যহার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ থেকে ৪২ শতাংশে। একদিকে দারিদ্র্যহার বৃদ্ধি, অন্যদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং গত ৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে এ বিরাটসংখ্যক দরিদ্র মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।



বিজয়ের মাস

মুক্তিবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের ভাবনা

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির পলিটিকস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের অধ্যাপক এবং পুলিৎজার বিজয়ী গবেষক গ্যারি জে ব্যাস-এর বই দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড আ ফরগটেন জেনোসাইড। বইটির মুক্তিবাহিনীবিষয়ক অধ্যায়ের এটি আংশিক অনুবাদ।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের মধ্যে মুক্তিবাহিনী দাবি করে, তারা ১৫ হাজারের মতো পাকিস্তানি সেনাকে মেরে ফেলেছে। সেই সঙ্গে সেনাদের মনোবল এমনভাবে ভেঙে দিয়েছে যে সন্ধ্যার পর নিজেদের শিবির থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছিলেন তাঁরা।

ইসলামাবাদে ভারতীয় মিশন এ বিষয়ে সন্তুষ্টির সঙ্গে উল্লেখ করে, জোরালো আক্রমণে পাকিস্তানী সেনাদের ব্যাপক ক্ষতি, পরিবহন ও জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থা বিপর্যস্ত এবং ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের মনোবল নষ্ট হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে, প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া জুলাইয়ের শেষ দিকে ঢাকা সফরের আশা করেছিলেন। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর হুমকিতে তা বাতিল করতে বাধ্য হন। ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, 'ইতিহাস এটাই দেখায় যে স্বাধীনতার জন্য এমন লড়াইয়ে বাধা আসতে পারে, কিন্তু সব সময়ই তা জয়ী হয়।'

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল সমস্যাপূর্ণ। প্রভাবশালী ভারতীয় কর্মকর্তা পি এন হাকসার আশা করেছিলেন, আওয়ামী লীগের নেতারা আরও দূরদৃষ্টি, খোলাখুলি মনোভাব ও সাংগঠনিক বিচক্ষণতা দেখাবেন। বিদ্রোহের পরিকল্পনাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হাকসার বলেন, তাঁদের আরও ভালো এবং আরও ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন।

ভারতীয় ও বাঙালী সেনা এবং রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে তুমুল বিতর্কে জড়াতেন। একজন ভারতীয় মন্ত্রী সতর্ক করে বলেন, 'আমাদের বন্ধুদের মনমানসিকতা আমাদের থেকে এরই মধ্যে আলাদা হতে শুরু করেছে।' ভারতীয় কর্মী জয়প্রকাশ নারায়ণ 'বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার সদস্য ও মুক্তিফৌজদের সঙ্গে আমাদের বড় ভাইসুলভ আচরণের বিপদ' সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কর্মকর্তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ভান করাটা কোনো সামান্যতম গুণও না।' তিনি আরও বলেন, 'দক্ষিণ ভিয়েতনামে আমেরিকানরা যে আচরণ করেছে, আমাদের তা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার। ওই খারাপ আমেরিকানদের কথা আপনার মনে আছে?'

ভারতীয় ও বাঙালি উভয় নেতারা জানতেন, দক্ষ স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরা সামরিক দিক থেকে গুরুতর সমস্যায় রয়েছেন। এর অনিবার্য ফল হলো, এ যুদ্ধে



ভারতীয় সেনাদের আরও প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। হোঁচট খেয়ে চলা বিদ্রোহ ইন্দিরা গান্ধীর ওপর এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে চাপ বাড়িয়ে তোলে। স্বাধীনতাকামীরা সংখ্যায় অনেক ছাড়িয়ে যান; তাঁদের অনেকের কাছে ছিল শুধু ছুরি ও হ্যান্ড গ্রেনেড; তাঁরা পাকিস্তানি সেনা ইউনিটের ওপর আক্রমণ চালাতে আগ্রহী ছিলেন না।

এমনকি তুলনামূলকভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহীরাও পাকিস্তানের কামানবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন বেমানান। নিজেদের ভারী বা ট্যাংকবিধ্বংসী কামান না থাকায় এই স্বাধীনতাকামীদের পাকিস্তানি সেনাদের উৎকৃষ্টতর অস্ত্র শক্তির কাছে পিছু হটতে হয়। তাঁরা ভারতীয় সেনাদের সমর্থন চাইছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট পাচ্ছিলেন না। নারায়ণ যুক্তি দেন, সুপ্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খল গেরিলাদের সাফল্য পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, 'তাঁদের সহায়তা করতে কাউকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।'

পাকিস্তানের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করতে গিয়ে অনেক সময় ধরা পড়ছিলেন বিদ্রোহীরা। তাঁরা মরিয়াভাবে ভারত থেকে আরও অস্ত্র ও গোলাবারুদ চান। বিদ্রোহী কর্মকর্তারা ভারী কামান, বিমান-বিধ্বংসী গোলা ও ট্যাংক-বিধ্বংসী গ্রেনেডের অনুরোধ জানান। তাঁদের সবকিছুরই দরকার ছিল: বন্দুক, মর্টার, ওয়াকিটকি, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী টেলিফোন সেট, মানচিত্র, হাতখরচ (দুর্নীতি-অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া এড়াতে), চিকিৎসাসামগ্রী, বাইনোকুলার। কিন্তু যুদ্ধকালে ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়লে তাতে অনিবার্যভাবে যে বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, তা নিয়ে ভারতকে দৃশ্যত চিন্তিত মনে হয়েছে।

এদিকে বাঙালী স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের ভারতের তত্ত্বাবধানে থাকার বিষয়ে বিরক্তি ছিল। যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগজনক এক পর্যালোচনায় আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ভারতের সেনাবাহিনীর কার্যকলাপে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, 'মুক্তিফৌজ যেভাবে অবহেলিত হয়েছে, ওই রকম অবহেলার শিকার কোনো সাহসী বাহিনীকে কখনো হতে হয়নি।'

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আরও প্রশিক্ষণশিবির ও অস্ত্রশস্ত্র চাইত। পাকিস্তানী সাঁজোয়া বহরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া স্বাধীনতাকামীরা দিনে পেতেন ১০টি করে গুলি, যা 'জঙ্গলে যাওয়া কোনো অপেশাদার শিকারির' জন্যও যথেষ্ট নয়। অভিযানে যাওয়ার জন্য গোলাবারুদ পেতে কয়েক দিন ধরে অপেক্ষা করতেন কর্মকর্তারা। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ছিল না যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রত্যেকেরই ছিল অভাব–রেশন, পোশাক, পাকিস্তানি মুদ্রা (পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়), তাঁবু, সাবান, সিগারেট ও জুতা। মিজানুর রহমান চৌধুরী লেখেন, 'নিজেদের অসুস্থ সহকর্মীদের জন্য ওষুধ জোগাড় করতে আমি সেক্টর কমান্ডারদের ভিক্ষুকের মতো বিভিন্ন মানুষের কাছে ধরনা দিতে দেখেছি।'

ভারতের সামরিক লক্ষ্য

এমন পরিস্থিতির মূলে ছিল ভারতীয় ও বাংলাদেশিদের লক্ষ্যের পার্থক্য। যেখানে নভেম্বর পর্যন্ত ভারত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না এবং স্বাধীনতাকামীদের সহায়তা করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল; সেখানে বাঙালীরা দেশের স্বাধীনতার জন্য পুরোদমে যুদ্ধ চাইছিলেন। যুক্তিসংগত কারণে অনেক বাঙালি ভেবেছিলেন, হয়তো ভারত সারা পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণের ঝুঁকি নেওয়ার পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের একটা অংশকে শুধু বিচ্ছিন্ন করতে এবং সেখানে একটা বাংলাদেশি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মুক্তিফৌজ ভারতকে ধাপে ধাপে তাদের যুদ্ধের আরও গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

মে মাসের শেষ দিকে মেজর জেনারেল জ্যাকব-ফার্জ-রাফায়েল জ্যাকব (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেডনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চলে যেতে ফেডারেল মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

বিএনপির চলমান আন্দোলন বাস্তবতা ও করণীয়

মুহাম্মদ মেহেদী হাসান

সরকার পতন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের মাঠে বিএনপি, এরই টেস্ট রিহার্সেল হিসেবে সারা দেশে গণসমাবেশ করছে দলটি। জনসমর্থনে বলীয়ান বিএনপি অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবেই একের পর এক গণসমাবেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলছে। রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেবে, বর্তমান সময়ে এ দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলটির নাম বিএনপি। চলমান আন্দোলনে সহস্র বাধাবিপত্তি, ক্ষয়ক্ষতি, ক্ষমতাসীন দল ও পুলিশের হামলা-মামলা, গ্রেফতার, বিরোধীদের উসকানি, খুন ও নানামুখী ভয়ভীতি উপেক্ষা করে প্রতিটি গণসমাবেশে সমুদ্র স্রোতের উত্তালতার মতো জনগণের সক্রিয় উপস্থিতিই এই দলটির নির্ভেজাল জনপ্রিয়তার বাস্তব সাক্ষী। আগের আন্দোলনের ব্যর্থতাকে আমলে নিয়ে ব্যর্থতার রিভাইজ দিয়ে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে চলছে বিএনপি। প্রতিটি সমাবেশেই দলের নেতাকর্মীরা যেন নতুনভাবে উজ্জীবিত হন। দলীয় আন্দোলন সংগ্রাম যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আগের তুলনায় নেতাকর্মীরা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। সরকারের কোনো ফাঁদে পা না দিয়ে বিচক্ষণতার সাথে আন্দোলন পরিচালনা করছে হাইকমান্ড। দীর্ঘ ১৩ বছর পর এ যেন এক নতুন বিএনপিকে দেখতে পাচ্ছে জনগণ।

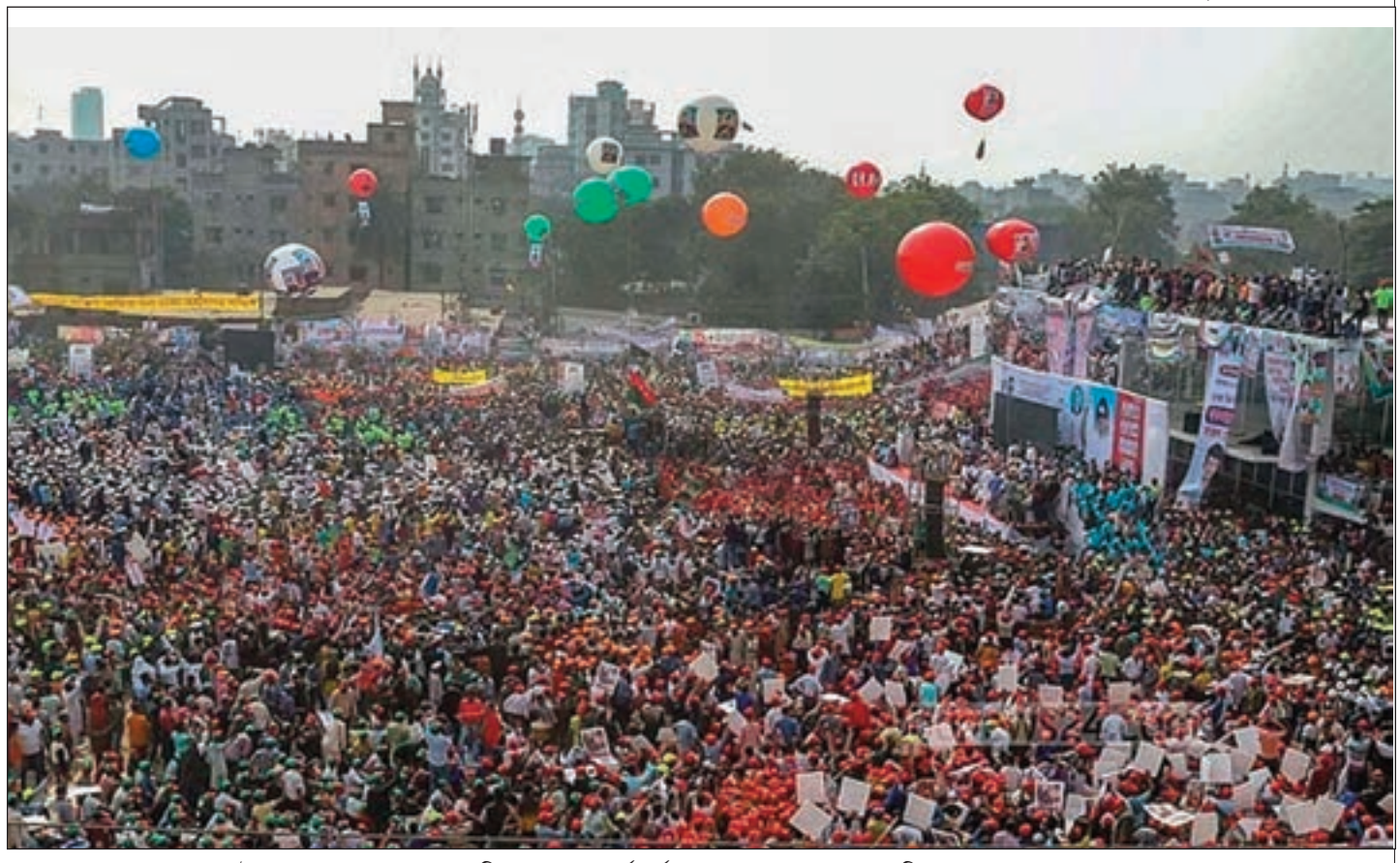
চলমান আন্দোলন

বছরের শুরু থেকেই খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর দাবিতে মোট ৭১টি সাংগঠনিক জেলায় সমাবেশ করে বিএনপি। নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিয়ে কর্মীদের আন্দোলন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিএনপি। এরই ধারাবাহিক অংশ হিসেবে গত ২২ আগস্ট থেকে জ্বালানি মূল্য, পরিবহন ভাড়াসহ দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলন শুরু করে বিএনপি। কর্মসূচির অংশ হিসেবে উপজেলা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা সমাবেশ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয়া হয়। মূলত আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে জনমুখী দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ধারাবাহিক এই কর্মসূচিতে একেবারে সাধারণ মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ পায় দলটি। কয়েকটি উপজেলা ছাড়া প্রায় প্রতিটি উপজেলার সমাবেশে আপামর জনতার উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো; বিশেষ করে কুমিল্লা হোমনা উপজেলার বিশাল এক সমাবেশ যা বিভিন্ন জেলার সমাবেশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কর্মসূচি বাস্তবায়নে হাইকমান্ড ছিল সিরিয়াস। তাই কর্মসূচি পালন করতে না পারায় সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।

একের পর এক কর্মসূচি দিয়ে আন্দোলনের মাঠে সরব বিএনপি। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কর্মসূচি শেষে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী ঢাকার ১৬টি স্থানে নানামুখী বাধা ও উসকানি উপেক্ষা করে বিপুল জনসমাগম করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। লক্ষ্য ছিল 'জ্বালানি তেল ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং ভোলা ও নারায়ণগঞ্জে তিনজন বিএনপি কর্মীর হত্যার প্রতিবাদ'। মূলত আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে সারা দেশে প্রোগ্রাম করে নিজেদের ঝালাই করে নিয়েছে বিএনপি, নিজেদের গোছানো রাজনৈতিক মাঠের ফসল বোনার কাজে সফল বিএনপি। এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় ধাপের কর্মসূচি গ্রহণ করে বিএনপি, গত ২৮ সেপ্টেম্বর দলীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সারা দেশে ৯টি বিভাগে গণসমাবেশ করার ঘোষণা দেয় বিএনপি। সব ধরনের বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে একের পর এক গণসমাবেশ সফল করে এ দলটি। বারোই অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া গণসমাবেশ যথাক্রমে-১২ অক্টোবর চট্টগ্রাম, ১৫ অক্টোবর ময়মনসিংহ, ২২ অক্টোবর খুলনা, ২৯ অক্টোবর রংপুর, ৫ নভেম্বর বরিশাল, ১২ নভেম্বর ফরিদপুর ও ১৮ অক্টোবর সিলেটে গণসমাবেশ সম্পন্ন করা হয়েছে, ২৬ নভেম্বর কুমিল্লায়, ৩ ডিসেম্বর রাজশাহীতে হয়েছে এবং ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় হচ্ছে মহাসমাবেশ। কেন এই গণসমাবেশ? উত্তরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন- 'নিত্যপণ্যসহ সব ধরনের জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, দলের পাঁচ নেতাকর্মীকে হত্যার প্রতিবাদ এবং দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের মাঠে বিএনপি আর এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে এ গণসমাবেশ'। এ ছাড়াও বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে নয়াপল্টনে বিএনপি ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও কৃষকদলের নিয়মিত সমাবেশ চলমান।

বাস্তবতা

আগেই উল্লেখ করেছি, বিএনপি এখন আন্দোলনের মাঠে, সব ধরনের বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে দলীয় নেতাকর্মীরা কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন করছে। কর্মীরা রক্ত ঝরিয়েছে, অসংখ্য নেতাকর্মী আহত হয়েছে, হামলা মামলার শিকার হয়েছে, অনেকেই কারারুদ্ধ হয়েছে। মামলায় জর্জরিত হয়ে অনেকেই এলাকা ছাড়া; এমনকি আন্দোলন সফল করতে গিয়ে অনেকে জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। বিএনপির গতানুগতিক কর্মসূচিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে, দলীয় স্বার্থের উপরে উঠে জনগণের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশাকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলন করছে। এতে আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বেড়েছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস জনজীবনে, বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো আন্দোলনে এই শ্রেণীর মানুষদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে। জনসম্পৃক্ত আন্দোলনে সম্প্রতি পাঁচ নেতাকর্মীর আত্মত্যাগ সাধারণ মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে। ফলে প্রতিটি গণসমাবেশ রূপ নিয়েছে গণজোয়ারে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এখন পরিবর্তন চায়; তাই তারা পরিবর্তনমুখী। স্বেচ্ছায় সমাবেশে অংশগ্রহণ করে, প্রায় প্রতিটি সমাবেশে দুই দিন আগ থেকেই পরিবহন ধর্মঘট শুরু হয়। সমাবেশ পণ্ড করতে নানামুখী ষড়যন্ত্র হলেও কোনো বাধাই নেতাকর্মীদের মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না; বরং বাধা যত এসেছে গণসমাবেশে নেতাকর্মীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই দিন আগেই নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থল ও আশপাশে হাজির হয়েছে। চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ডের মাঠ থেকেই বিভাগীয় গণসমাবেশের সূচনা। নানামুখী বাধা উপেক্ষা করে চট্টলাবাসী সমাবেশ সফল করেছে। অঘোষিত পরিবহন ধর্মঘট দিয়েও ময়মনসিংহ বিভাগীয় সমাবেশে জনতার ঢল থামানো যায়নি। হেঁটে বহুদূর থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশ সফল করেছে। খুলনাতেও একই চিত্র, আগের রাতেই দলের হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকরা-পাটি, ত্রিপল-পলিথিনের বিছানা পেতে সমাবেশস্থলে



অবস্থান নেয়। আগে থেকেই ১০ জেলার স্থলপথ ও জলপথ বন্ধ ছিল, পথে পথে বাধা, হুমকি, সীমাহীন দুর্ভোগ, কোথাও কোথাও পুলিশি হয়রানি, সমাবেশ চলার সময়েও দিনভর শহরে ছিল সরকারি দলের নেতাকর্মীদের মহড়া। সব ধরনের বাধা ডিঙিয়ে নগরের 'সোনালী ব্যাংক চত্বরে' গণসমাবেশ সফল করে বিএনপি। বাস ধর্মঘটে অচল ছিল রংপুর তার পরও ৫০ মাইল পর্যন্ত হেঁটে সমাবেশে যোগ দিয়েছিল লোকজন। চতুর্থ বিভাগীয় এই গণসমাবেশে ৩৬ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘটসহ সব রকম প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে আগের রাতেই সমাবেশস্থল 'কালেক্টর ঈদগাহ মাঠ' পূর্ণ করেছে নেতাকর্মীরা। দক্ষিণাঞ্চলে বাধার শঙ্কায় আগের রাতেই সমাবেশ সফল করতে বরিশালে এসেছেন নেতাকর্মীরা। স্থলভাগ ও জলভাগ বন্ধ করেও জনতার স্রোত আটকানো যায়নি নগরীর 'বঙ্গবন্ধু উদ্যানে'। সমাবেশের আগে ও পরে পাঁচ শ' নেতাকর্মী আটক হয়েছে। আটকের ঘটনা ঘটেছে প্রায় প্রতিটি সমাবেশে। শহরে খাবারের হোটেল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, এমনকি নেট কানেকশনও বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিল ফরিদপুর, তাই তিন ঘণ্টা আগে থেকেই সমাবেশ শুরু হয়ে যায়। নৌকার ঘাঁটিতে ব্যাপক শোডাউন দেখিয়েছে নেতাকর্মীরা, প্রায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি নিয়ে সফল প্রোগ্রাম। আগামী দিনে বিএনপির পক্ষে বার্তা দিয়েছে ফরিদপুরবাসী। সিলেটে পরিবহন ধর্মঘট আমলেই নেয়নি নেতাকর্মীরা। বাস বন্ধ থাকলেও শুধু সুনামগঞ্জ থেকেই প্রায় আট হাজার বাইকের বিশাল শোডাউন নিয়ে নেতাকর্মীরা সিলেট সমাবেশে যোগ দেয়। সমাবেশের আগেই সিলেটে জনতার জোয়ার লক্ষ করা গিয়েছিল। নগরীর 'আলিয়া মাদরাসা মাঠ' মানুষে কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ায় আশপাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজন নেতাদের বক্তব্য শুনেছেন। ২৬ নভেম্বর কুমিল্লায় বিএনপির গণসমাবেশ। সবচেয়ে বড় গণসমাবেশ করার রেকর্ড বিএনপির ঘাঁটি খ্যাত কুমিল্লার নেতাকর্মীদের। আগের মতো কোনো বাধাই হয়তো সমাবেশ পন্ড করতে পারছে না। ৩ ডিসেম্বর রাজশাহী গণসমাবেশ করে আগামী ১০ ডিসেম্বর রাজধানীতে চূড়ান্ত রাজনৈতিক শোডাউন করছে বিএনপি। গণসমাবেশকে জনসমুদ্রে পরিণত করতে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় গণসমাবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে দলটি।

এ দিকে ১০ ডিসেম্বরকে ঘিরে পুলিশ ও রথ্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে, তৎপরতা বাড়াচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। আন্দোলন-সংগ্রাম বা গণসমাবেশ কেন্দ্র করে কঠোর অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এরই মধ্যে দেশজুড়ে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়িয়েছে সংস্থাগুলো। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) সূত্রে জানা গেছে, ১০ ডিসেম্বরকে সামনে রেখে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ডিএমপির সবপর্যায়ের পুলিশ সদস্যের ছুটি না দিতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিএনপির থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাদের ওপর নজরদারি করা হচ্ছে। বিশেষ করে আন্দোলন করতে গিয়ে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনায় ইতোমধ্যে যেসব নেতাকর্মী মামলার আসামি হয়েছেন তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। যারা আসামি হয়েছেন তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হতে পারে। সব মিলিয়ে ১০ ডিসেম্বর নিয়ে ব্যাপক সতর্ক পুলিশ। ছুটি নিতে পুলিশ সদস্যদেরও নিরুৎসাহিত করেছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

করণীয়

গণসমাবেশে লাখ লাখ জনতার উপস্থিতি দেখে আনন্দে উদ্বেলিত হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা রাজনীতির খেলার মাঠে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তারা খুব ভালো করেই জানে, কিভাবে রাজনৈতিকভাবে বিরোধীপক্ষকে মোকাবেলা করতে হয়। সুতরাং বিএনপিকেও জনগণের পালস বুঝতে হবে এবং সে আলোকে ময়দানে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। জনগণের বড় একটা অংশ এখন পরিবর্তন প্রত্যাশী। তারা আগামী ১০ ডিসেম্বরের দিকে তাকিয়ে আছে। জনগণের প্রত্যাশা বিএনপি আশানুরূপ কিছু একটা করবে। অবশ্য বিএনপি মহাসচিব বলেছেন- ঢাকা দখলের চিন্তা আপাতত নেই বিএনপির। তারা অন্যান্য বিভাগীয় গণসমাবেশের মতো করেই একটা মহাসমাবেশ করবে মাত্র।' যদিও আন্দোলনের কৌশল স্পষ্ট করা উচিত নয়, এমনটিই হয়তো করেছেন মির্জা ফখরুল। গণতন্ত্র মঞ্চের সাথে বিএনপির বৈঠকের পর মান্না সাহেব বলেছিলেন- "আমরা ভেবেছিলাম, বিএনপি এবারের আন্দোলন নিয়ে সিরিয়াস, কারণ সারা দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়। কিন্তু আজ আলাপ করে বুঝলাম, বিএনপি এখনো গতানুগতিক কৌশলেই আগাতে চাইছে। তারা একটি সমাবেশ করেই ক্ষান্ত হবে। এর বাইরে তাদের আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই।" ধরে নিচ্ছি, মান্না সাহেবের ধারণা ভুল-ও হতে পারে। বিএনপি তার কাছে সব খোলাসা না-ও করতে পারে। কিন্তু ১০ ডিসেম্বর আসার বহু আগেই যেভাবে মিডিয়ায় এবং মান্না সাহেবদের মুখ থেকে সমান্তরালভাবে বিএনপির আগামী আন্দোলন পরিকল্পনাকে সাদামাটা ও হালকা প্রমাণ করার প্রয়াস চলছে তা পুরো আন্দোলন প্রক্রিয়াকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে।

যেহেতু ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালেও আন্দোলন করে ফসল ঘরে তুলতে না পারার একটি ক্ষত এবং অনাস্থা রয়ে গেছে, তাই আগামীর আন্দোলনের সফলতার জন্য বিএনপি যে বিষয়গুলো আমলে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারে- (এক) ক্ষমতাসীন দলের কোনো ধরনের উসকানির ফাঁদে পা না দিয়ে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রেখে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন চলমান রাখতে হবে। সঙ্গতকারণেই সরকার ও শাসকদল নানাভাবে আন্দোলন দমন করতে চাইবে, উসকানি ও হামলা মামলার মাধ্যমে চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করতে চাইবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বিএনপির গায়ে আগুন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তকমা এঁটে দিয়ে আন্দোলনকে কলুষিত করতে চাইবে। (দুই) বিগত আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণগুলো যথাযথ পর্যালোচনা করে চূড়ান্তভাবে মাঠে নামতে হবে, তাহলে আন্দোলনে গুণগত পরিবর্তন আসবে এবং জনসম্পৃক্ততা বাড়বে। (তিন) সরকারবিরোধী সব মত ও দলের সাথে আলোচনা চলমান রাখতে হবে, কারণ- সরকার বিরোধী শিবির যত বড় হবে সরকার পতনের আন্দোলন তত তাড়াতাড়ি সফলতার মুখ দেখবে। (চার) দুর্নীতি ও দুঃশাসনে জনজীবনে যে আর্থিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে, দ্রব্যমূল্যের কশাঘাতে জর্জরিত সাধারণ মানুষের সমস্যাকে আগের মতো ইস্যু করে আন্দোলন চাঙ্গা করতে হবে। তাহলেই আন্দোলনে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বাড়বে। (পাঁচ) দরিদ্র ও বেকারদের সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে লাখ লাখ তরুণ বেকারদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে তাদের যথার্থ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। কেননা বর্তমানে যোগ্যতাসম্পন্ন লাখ লাখ যুবক বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত, চাকরির আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। (ছয়) ছাত্রদল ও যুবদলকে সুসংগঠিত করে দেশব্যাপী তাদের কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে হবে এবং কমিটি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে কমিটি দিতে হবে যাতে কেউ অভিযোগে বা অভিমানে দূরে সরে না যায়। যুবদলের গেল কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও দেশব্যাপী প্রতিটি ইউনিটে কমিটিতে দিতে তারা ব্যর্থ। ছাত্রদলকে চাঙ্গা করে মাঠে ব্যস্ত রাখতে হবে কেননা ছাত্রদল বিএনপির ভ্যানগার্ড। (সাত) হাইকমান্ডকে বিবৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কারো অহেতুক কথায় পরিবেশ নষ্ট না হয়; কেউ যেন দূরে সরে না যায়।

পৃথিবীতে কোনো বিপ্লবই সংখ্যাধিক্যের বিচারে হয়নি বরং পৃথিবীতে যত বিপ্লবই সংগঠিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট মানুষদের আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থ মনোভাব আর তাদের রক্তের উপরই বিজয় অর্জিত হয়েছে। বিএনপি লাখ কোটি মানুষের দল; তারা পথসভা ডাকলে জনসভা হয়ে যায়! সুতরাং বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মী ও হাইকমান্ড যদি আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে রাজপথে সক্ষমতার জানান দেয় তাহলে সংখ্যায় কম হলেও বিজয় সুনিশ্চিত।

লেখক: সাবেক সভাপতি, ডিবেট বাংলাদেশ

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

আজ আপনাদের অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে এই লেখাটি লিখছি। আমরা প্রতি সপ্তাহে ইমিগ্রেশনের কেস ফাইল করার ব্যাপারে অনেক চিঠি পেয়েছি। এ বিষয়ে আমরা এর আগেও লিখেছি কিন্তু আমাদের সম্মানিত পাঠকদের দিকে লক্ষ্য করে আর তাদের প্রশ্নের উত্তরে আবারও ইমিগ্রেশনের কেস ফাইল করা সম্পর্কে লিখছি।

ইমিগ্রেশনে কেস ফাইল করতে গিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকলে ইউএসসিআইএস এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। এছাড়াও কোন কেস ফাইল করার আগে ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। কেস ফাইল করার আগে কয়েকটি স্তর উল্লেখ করছিঃ

উপযুক্ত ফরম

একটি ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের জন্য আলাদা আলাদা ফরম পূরণ করতে হবে। সে কারণে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উপযুক্ত ফরম বা ফরমসমূহ নির্ধারণ করা এসব ফরম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর আরো নিশ্চিত হতে হবে যে সাম্প্রতিক ভার্সনে ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রায়ই ফরম সংশোধন করে থাকে। নতুন ভার্সন প্রবর্তন করার পর পুরনো ভার্সনের ফরম আর এই গৃহিত হয় না। যদি কেউ পুরনো ফরম ব্যবহার করেন তবে তার কেস প্রত্যাখ্যান হবে এবং তা ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইউএসসিআইএস ওয়েব সাইট থেকে ফরমটি নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চত হতে হবে। ইউএস সিটিআইএ-স'র কাছে আবেদন করে মেইলেও ফরম পাওয়া যেতে পারে।

ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিম্নের নির্দেশাবলী ভালো করে জানতে ও পড়তে হবেঃ

সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে ফরম পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফরমেই নির্দেশাবলী দেয়া থাকে। ফরমে দেয়া নির্দেশনাবলী আবেদনকারীকে ভালো করে পড়ে নিয়ে সেটা অনুকরণ করতে হবে। প্রত্যেক ফরমের নিচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসঃ

প্রত্যেক আবেদনের নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। প্রত্যেক ফরমে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা আছে। নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথাও বলা আছে ফরমে। উদাহরণস্বরূপঃ ফরমে জন্ম সনদ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার জন্ম সনদ কখনো রেজিষ্টার করা হয় নি। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার জন্ম সনদের পরিবর্তে জন্মের দুটি এফিডেভিট সাপোর্টিং হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে। অথবা অন্য ভাষার সঙ্গে অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদের কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে। ফরমের সঙ্গে অরিজিন্যাল কপি পাঠালে সেটা রেকর্ডের অংশ বলে গণ্য হবে এবং ইমিগ্রেশন সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেরত দেবে না।



সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো কাগজের একদিকে লিখিত হতে হবে।

ইমিগ্রেশন ফিঃ

প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন তখনই গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। যদি নির্দিষ্ট ফি'র অধিক প্রদান করা হয়, তখন সেক্ষেত্রে আপনার আবেদন ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যেমন আই-১৩০ ফরমের জন্যে সে সময়ের সঠিক ফি পাঠাতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি সঠিক ফি না পাঠিয়ে কম ফি পাঠান তার ইমিগ্রেশন সেটা আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। ইমিগ্রেশন মাঝে মধ্যে ফি সংশোধন করে। আবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসি-সআইএস ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন ফাইল করতে হবে?

ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, সঠিক ঠিকানায় আবেদন মেইল করা হচ্ছে কিনা। ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সঠিক ঠিকানা পাওয়া যাবে। আপনার নিজ ঠিকানা অনুযায়ী আবেদন করার ঠিকানা নির্ধারিত হবে। ইউএস পোষ্ট অফিস অথবা এক্সপ্রেস মেইলেও আবেদন করা যাবে। অনেক সময় এক্সপ্রেস মেইলের ঠিকানা ইউএস পোস্ট অফিসের ঠিকানা থেকে পৃথক হয়। একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে আমাদের। উদাহরণঃ আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনি আপনার মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে দুটি আই-১৩০ ফরম পূরণ করতে হবে। সেই সাথে ইমিগ্রেশন ফি'র জন্য দুটি পৃথক চেক পাঠাতে হবে। আপনি এক সঙ্গে উভয় ফরম মেইল করতে চাইলে আপনাকে উভয় ফরম আলাদা করে পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

আমরা আগেও উল্লেখ করেছি যে, অধিকাংশ ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ করা সহজ। তবে প্রয়োজনে একজন প্রফেশনাল বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা শ্রেয়। ফরম, ফি এবং মেইলিং ঠিকানা নির্দিষ্ট থাকে না। মাঝে মাঝে পরিবর্তণ হয়। কোন প্রফেশনালের সঙ্গে পরমার্শ করলে আপনার সময় বাঁচবে। সেই সাথে জটিলতা এড়ানো যাবে। ভুল এবং বেঠিক তথ্য দিলে কতিপয় সুবিধা থেকে আপানি বঞ্চিত হতে পারেন।

ইউএসসিআইএস'র ওয়েব সাইটে সাধারণ তথ্য এবং ধাপে ধাপে প্রক্রিয়া সম্পার্কে জানার যাবে। তবে আপনার পরিস্থিতি যদি ব্যতিক্রমী হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইমিগ্রেশন প্রফেশনালের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমরা বলে থাকি।

প্রয়োজনে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ প্রফেশনালের সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হলে তাতে করে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উত্তম বলে আমরা মনে করি। এ ক্ষেত্রে আরো একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তবে তা থেকে হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইউএস সিটিজেন অব স্টেটের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশ যেদিন আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল



চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল

আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডকে ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ২-১ গোলে হারিয়েছিল। এর কয়েক বছর আগে আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে। এটি একটি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল। একেবারে অর্জেন্টিনার কোল ঘেষে। এর অধিবাসীরা অধিকাংশই ইংরেজ। এরা ইংরেজী ভাষায় কথা বলে ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত। ফকল্যান্ডের জনগনের মতামতকে তোয়াক্কা না করে আর্জেন্টিনার তখনকার সামরিক সরকার আকস্মিকভাবে ১৯৮২ সালে দ্বীপটি দখল করে নিয়েছিল। তখন তারা এর স্প্যানিশ নামকরন করেছিল মালভিনাস। এর রাজধানী পোর্ট স্ট্যানলির নাম রেখেছিল পুয়ের্তো আর্হেন্তিনো। প্রায় আড়াই মাস আর্জেন্টিনা এ দ্বীপটি নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল। এর পর ব্রিটিশরা পাল্টা আঘাত করলে আর্জেন্টিনা আর পেরে ওঠেনি। কিন্তু ব্রিটিশদের বেশ ক্ষয় ক্ষতি করতে পেরেছিল।



তারা ব্রিটেনের বেশ কয়েকটি রণতরী ডুবিয়ে দিয়েছিল। বৃটেনের যুবরাজ প্রিন্স এন্ডরুও (বর্তমান রাজা চার্লসের ছোটভাই) এ যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। ফকল্যান্ড যুদ্ধের পর ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা প্রথমবারের মত ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল। তখন আর্জেন্টিনার অনেকেই ডিয়েগো ম্যারাডোনাকে আহ্বান জানিয়েছিল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফকল্যান্ড যুদ্ধ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে। ম্যারাডোনা বলেছিলেন তারা বিশ্বকাপে ফুটবল খেলতে এসেছেন, রাজনীতি করতে নয়। ফুটবল আর রাজনীতি এক নয়। ম্যারাডোনা রাজনীতি না করলেও ইংল্যান্ডের সেই ম্যাচে যা করেছেন ইতিহাসে তা অমর হয়ে আছে। এই ম্যাচে তিনি হাত দিয়ে গোল করছেন। এরপর মাঝমাঠ থেকে চার/পাচ জন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে একক প্রচেষ্ঠায় অবিস্মরনীয় এক গোল করেছেন। প্রথম গোলটি ভিডিওতে বার বার দেখেও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না যে এটি হ্যান্ডবল ছিল কিনা। যদিও ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক পিটাল শিলটন দৃঢ়তার সাথে বলে আসছিলেন যে সেসময় তিনিই ম্যারাডোনার সবচেয়ে কাছে ছিলেন এবং তিনি নিশ্চিত দেখেছেন যে গোলটি হাতে হয়েছে। এরপর ম্যারাডোনা নিজেই এই বিতর্ক শেষ করে দেন। তিনি যখন বলেন যে ওটা ছিল ঈশ্বরের হাত তখন সবাই যা বোঝার বুঝে গেছে। দ্বিতীয় গোলটি শেষ পর্যন্ত ম্যারাডোনার শটেই হয়েছে কিনা সন্দেহ থাকলেও ফুটবলের নিয়ম অনুযায়ী এটা ম্যারাডোনার ক্রেডিটেই যায়। এ নিয়ে অবশ্য কেউ প্রশ্নও তোলেনি। দ্বিতীয় গোলটি ভাল করে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায় যে ম্যারাডোনা যদিও মূলত বা পায়ের খেলোয়াড় তিনি ডান প্রান্ত দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন এবং তার ডান পায়ের ব্যাকলিফট দেখলে মনে হয় না যে শেষ পর্যন্ত তার শটেই বলটি জালে প্রবেশ করেছে। ইংল্যান্ডের গ্যারী লিনেকার এরপর একটি গোল শোধ করেন এবং আর্জেন্টিনা শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেও তিনি অনুরূপ আরেকটি গোল করেছিলেন। সে গোলটি অবশ্য এতটা আলোচিত হয়নি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয়ের সংবাদটি বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় যেদিন ছাপা হয় সেদিন আরও একটি খবর ছাপা হয়েছিল। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জয়। বিশ্বকাপ ১৯৮৬ চলাকালে ইংল্যান্ডে চলছিল বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বাছাই পর্ব আইসিসি ট্রফি প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশ সেখানে আর্জেন্টিনাকে আট উইকেটে হারিয়েছিল। খেলা দুটি একই দিন না হলেও সেসময় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এতটা উন্নত না হওয়ায় বাংলাদেশের পত্রিকায় সংবাদ দুটি একই দিন ছাপা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আর্জেন্টিনা ১২২ রান সংগ্রহ করে। বাংলাদেশ সহজেই এই রান টপকে আট উইকেটে জয়ী হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন রকিবুল হাসান। আজ তিন যুগ পরে ১৯৮৬ সালের পর আর্জেন্টিনা যখন তৃতীয় বারের মত বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্য এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেটে পেয়েছে আরও একটি ল্যান্ডমার্ক সাফল্য। শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সে সময়ের সাথে এবারের পার্থক্য হচ্ছে তখন আর্জেন্টিনার পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন ছিল একতরফা। আর্জেন্টিনার কেউ তখন বাংলাদেশকে চিনতো না। এখন আর্জেন্টাইনরা বাংলাদেশকে চেনে। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে সাপোর্ট দেয়। আর্জেন্টিনার টিভিতে বাংলাদেশ নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। আমি নিশ্চিত যে আর্জেন্টিনার খুব কমসংখ্যক মানুষই ক্রিকেট সম্পর্কে জানে। তারা জেনেছে যে কয়েক হাজার মাইল দূরের একটি দেশ বাংলাদেশে তাদের প্রচুর সমর্থক রয়েছে তাই তারাও বাংলাদেশকে সমর্থন দিচ্ছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশ ক্রিকেটের সমর্থনে তারা একটি ফেসবুক পেইজ খুলেছে।

খেলাধূলায় পারস্পরিক সমর্থনের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে। উভয় দেশের মানুষ পরস্পরকে আরও বেশী করে জানবে। বাংলাদেশের মানুষ এতদিন আর্জেন্টিনাকে সমর্থন দিলেও আর্জেন্টিনা সম্পর্কে খুব কমই জানতো। তারা শুধু ফুটবল দলটিকেই চেনে। আর্জেন্টিনার রাজধানীর নাম জিজ্ঞেস করলে অধিকাংশ লোকই বলতে পারবে না। এখন জানবে। বন্ধুত্বের নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। ব্রাজিলের পর ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ আর্জেন্টিনা। আয়তনের তুলনায় দেশটির জনসংখ্যা যথেস্ট কম। ইতিমধ্যে কিছু বাংলাদেশী আর্জেন্টিনাতে গিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। বাংলাদেশের জন্য জনশক্তি রপ্তানীর একটি সম্ভাবনাময় দেশ হতে পারে এটি। এজন্য আমাদের ভাবমূর্তিকে উজ্জল রাখতে হবে। এরই মধ্যে শুনছি আর্জেন্টিনা সমর্থকদের ফেসবুক পেইজে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য করে অনেক বাংলাদেশী তাদের মর্মাহত করেছেন। এরকম করলে জায়গা হবে না কোথাও। বাংলাদেশ রাস্ট্রটি ছোট। ভাগ্যান্বেষনে আমাদের বিভন্ন দেশে যেতে হয়। ফুটবলের মাধ্যমে যে বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছে দীর্ঘ চলিশ বছরের যে অর্জন এটি যেন নস্ট না হয়।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সভাসমাবেশ ঠেকাতে ধরপাকড় ও নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ

কল্লোল মোস্তফা

নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আন্দ্রেয়াস শেডলার লিখেছেন, নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ বা ইলেকটোরাল অথোরিটারিয়ানিজমে জনপ্রতিনিধি ও সরকারপ্রধান নির্বাচিত করার জন্য নিয়মিতই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও ন্যায্যতার উদার গণতান্ত্রিক নীতিমালাকে এমন ব্যাপক ও পদ্ধতিগতভাবে লঙ্ঘন করা হয় যে নির্বাচন বিষয়টি 'গণতন্ত্রের হাতিয়ার'-এর বদলে কর্তৃত্ববাদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনে সর্বজনীন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি এবং বিরোধী দলগুলোকে অংশ নিতে দেওয়া হলেও সব মিলিয়ে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় এত মারাত্মক, ব্যাপক ও পদ্ধতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বিস্তার করা হয় যে তখন আর তাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে না।

কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় যেসব উপায় অবলম্বন করে নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে: বৈষম্যমূলক নির্বাচনী আইন, বিরোধী দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনের মাঠ থেকে দূরে রাখা, তাদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারবঞ্চিত করা, তাদের গণমাধ্যমে অংশগ্রহণ ও অর্থ সংগ্রহে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, সমর্থকদের ভোটাধিকারে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নানা উপায়ে বাধা প্রদান, ভয়ভীতি কিংবা প্রলোভনের মাধ্যমে পক্ষ ত্যাগ করানো কিংবা স্রেফ ভোট জালিয়াতি করা। (তথ্যসূত্র: দ্য পলিটিক্স অব আনসার্টেইনিটি সাসটেইনিং অ্যান্ড সাবভার্টিং ইলেক্টোরাল অথরিটারিয়ানিজম, ২০১৩ বাই আন্দ্রেয়াস শেডলার)

গবেষকেরা দেখিয়েছেন নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের দিন ছাড়াও নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তারের নানা পদ্ধতি রয়েছে, যেমন ইনস্ট্রুমেন্টাল ম্যানিপুলেশন, ইনফরমেশনাল ম্যানিপুলেশন ইত্যাদি। ইনস্ট্রুমেন্টাল ম্যানিপুলেশন হলো সরাসরি নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এমন সব কাজ কারবার, যার মধ্যে রয়েছে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশ ও প্রচারণায় বাধা দেওয়া, ভোটের আইনকানুন ও ভোটার রেজিস্ট্রেশনের ওপর প্রভাব বিস্তার, ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ ব্যয় ইত্যাদি।

অন্যদিকে ইনফরমেশনাল ম্যানিপুলেশন হলো নির্বাচনের আইনকানুন, ভোটার বা প্রতিপক্ষের ওপর প্রত্যক্ষ কোনো কার্যক্রম না চালিয়ে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও স্থাপনা ব্যবহার করে সরকারি দলের নির্বাচনী প্রচারণা চালানো, সরকারি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতাসীন দলের সভা সমাবেশ ও প্রচারণায় ব্যবহার করা, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলোয় পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণা ও তথ্য প্রচার ইত্যাদি। (তথ্যসূত্র: ইলেক্টোরাল স্ট্র্যাটেজিস আন্ডার অথরিটারিয়ানিজম: এভিডেন্স ফ্রম দ্য ফরমার সোভিয়েত ইউনিয়ন, ২০১৯ বাই মেগান হাউসার)

বাংলাদেশে নির্বাচনের বহু আগে থেকেই সারা বছর ধরে এ ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টাল ও ইনফরমেশনাল ম্যানিপুলেশন জারি থাকে। এর অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া না হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে সভাসমাবেশ করার পথে সব ধরনের বাধা তৈরি করা হয়। তার জন্য ক্ষমতাসীন দল, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়। সাম্প্রতিক কালে বিরোধী দল বিএনপির বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে এবং ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠেয় বিভাগীয় সমাবেশ উপলক্ষে যেভাবে বাধা তৈরি করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা সরকারের কর্তৃত্ববাদী আচরণেই অংশ।

প্রথম আলোয় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, ১০ ডিসেম্বর ঘিরে রাজধানী ঢাকাকে 'অবরুদ্ধ' করার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার। এ পরিকল্পনা অনুসারে, ১০ ডিসেম্বর ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকা কার্যত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়া হবে, যাতে কয়েক স্তরের বাধা ভেদ করে বিএনপির পক্ষে বড় জমায়েত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়লেও পরিস্থিতি যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে, এটা প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলে বোঝানোর জন্য সরকার তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।(সূত্র: বিএনপির সমাবেশ 'সফল' হতে দেবে না সরকার, ৬ ডিসেম্বর ২০২২, প্রথম আলো)

এর আগে ১ ডিসেম্বর থেকে সারা দেশে পুলিশের বিশেষ



অভিযান শুরু হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিশেষ অভিযানের কারণ হিসেবে জঙ্গি দমন, মহান বিজয় দিবস, খ্রিষ্টানদের বড়দিন ও খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণ উদ্‌ যাপন নিরাপদ-নির্বিঘ্ন করার কথা বলা হলেও বিএনপি অভিযোগ করেছে, এ বিশেষ অভিযান আসলে ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিভাগীয় গণসমাবেশ সামনে রেখেই চালানো হচ্ছে। দলটি বলছে, তালিকা ধরে তাদের মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও সংগঠকদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা মহানগর ও আশপাশের জেলার নেতারা অভিযানের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। প্রায় প্রতি রাতে বিভিন্নজনের বাড়িঘরে অভিযান চালানো হচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিশেষ অভিযানের প্রথম পাঁচ দিনে (৫ ডিসেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত) সারা দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ হাজার ৮৯৫ জনকে। (সূত্র: ১০ ডিসেম্বর ঘিরেই বিশেষ অভিযান, প্রথম আলো, ৭ ডিসেম্বর ২০২২)

এর আগে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে লোকসমাগম ঠেকাতে সরকারের ইঙ্গিতে গণপরিবহনের ধর্মঘট ডেকে সমাবেশের জন্য নির্দিষ্ট শহরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। (সূত্র: বিএনপির সমাবেশের শহরে গণপরিবহন রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে উঠেছে?, বিবিসি বাংলা অনলাইন, ১৭ নভেম্বর ২০২২)

এ রকম পরিস্থিতি যে এবারই প্রথম হচ্ছে, তা নয়, এর আগেও বিভিন্ন সময় এমন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষেও নির্বাচনের বেশ আগে থেকেই বিরোধী দলের ওপর নানাভাবে চাপ তৈরি করা হয়েছিল। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা যেন নিজ এলাকায় থেকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে না পারেন, সে উদ্দেশ্যে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে থেকেই কল্পিত অপরাধের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা দেওয়া হতে থাকে।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানী ঢাকায় উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা না ঘটলেও ঢাকা মহানগরের ৫০টি থানা এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বেআইনি জমায়েত, পুলিশের ওপর হামলা, ককটেল বিস্ফোরণ এবং নাশকতার চেষ্টা চালানোর অভিযোগে শুধু সেপ্টেম্বর মাসেই ৫৭৮টি মামলা করা হয়। এসব মামলায় বিএনপির কয়েক হাজার নেতা-কর্মীকে আসামি করে তাদের ধরতে 'বিশেষ অভিযান' শুরু করে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

ফলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হলেও বিএনপির নেতা-কর্মীরা পালিয়েই বেড়াতে বাধ্য হন। সেপ্টেম্বর ছাড়াও ২০১৮ সালের অক্টোবর, নভেম্বরেও নাশকতার মামলা হয়েছে। অক্টোবরে ৭৬টি ও নভেম্বরে ৪৩টি নাশকতা মামলার তথ্য পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এসব মামলায় বিএনপি-জামায়াত ও এর অঙ্গসংগঠনের ১ হাজার ৫০৯ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। (সূত্র: এক ভয়ংকর সেপ্টেম্বর!, ২০ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো)

কোনো দেশে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু নির্বাচনের দিন সুষ্ঠু ভোট হলেই হবে না, নির্বাচনের আগের বছরগুলোতেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ-অর্থ-অবকাঠামো-আইন-প্রশাসনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে

অথচ সভা-সমাবেশ করা কিংবা রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি যেকোনো দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম শর্ত। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতন্ত্র থাকার কথা বলা হলেও ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। আসলে গত তিন দশকে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো বাংলাদেশকে শাসন করেছে, তারা যে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের বস্তুগত স্বার্থের সঙ্গে এসব গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া ও আকাঙ্ক্ষার মৌলিক বিরোধ রয়েছে। এ কারণে আন্দোলনের চাপে পড়ে বিভিন্ন সময় তারা অবাধ নির্বাচন, আইনের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে নানান প্রতিশ্রুতি দিলেও ক্ষমতায় গিয়ে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি, যার প্রতিক্রিয়ায় তাদের অনিয়ম, দুর্নীতি, লুণ্ঠনের সব পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো দেশে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু নির্বাচনের দিন সুষ্ঠু ভোট হলেই হবে না, নির্বাচনের আগের বছরগুলোতেও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ-অর্থ-অবকাঠামো-আইন-প্রশাসনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। আর এসব বিষয় নিশ্চিত করতে হলে দেশের সংবিধান ও আইনকানুনের সংস্কার, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এটা ঠিক যে ভোটের দিনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হলে সারা বছরের গণতন্ত্রের লড়াই করাও মুশকিল হয়ে যায়।

ভোটের দিন যদি ইচ্ছামতো ভোট লুটে নেওয়া যায়, তাহলে সারা বছরের গণতন্ত্র কায়েমের জন্য শাসকগোষ্ঠীর ওপর চাপ তৈরি করা বিরোধী দলগুলোর জন্য কঠিন হয়ে যায়। কাজেই লড়াইটা দুই ফ্রন্টেই চালাতে হবে–ভোটের দিনের গণতন্ত্রের জন্য যেমন লড়তে হবে, তেমনি সারা বছরের গণতন্ত্রের অ্যাজেন্ডাকেও সেই লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে স্থির করতে হবে।

দুনিয়ার গণতান্ত্রিক দেশগুলো তো বটেই, অনেক কর্তৃত্ববাদী দেশও বহু আগেই নির্বাচনের দিনের ভোট জালিয়াতির বিতর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অন্তত এইটুকু পরিপক্বতা অর্জন করতে পেরেছে যে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মধ্যেও ভোটের দিন ব্যাপকহারে সরাসরি ভোট জালিয়াতি করা সম্ভব হয় না। ফলে এসব দেশে রাজনৈতিক বিতর্কের জায়গাটা নির্বাচনের দিনের গণতন্ত্রকে ছাড়িয়ে সারা বছরের গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে পেরেছে।

বাংলাদেশের জনগণের দিক থেকে আফসোসের ব্যাপার হলো স্বাধীনতার ৫০ বছরের বেশি সময় পার হয়ে এসেও ভোটের দিনের জালিয়াতি এখনো বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা, ফলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির লড়াই ভোটের দিনের গণতন্ত্রের প্রশ্ন অতিক্রম করে সারা বছরের গণতন্ত্র ও অধিকারের লড়াইয়ের দিকে মনোযোগ দিতে পারছে না।

লেখক: লেখক ও প্রকৌশলী, সর্বজনকথা সাময়িকীর নির্বাহী সম্পাদক

মেসির রাতে হিরো মার্টিনেজমেসির রাতে হিরো মার্টিনেজ

মতিউর রহমান চৌধুরী



ঢাকা ডেস্কঃ : লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়াম। ৮৮ হাজার ২৩৫ জন দর্শকে ঠাসা। কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা আর নেদারল্যান্ডস লড়ছে। শুরুটা খুব ঢিমেতালে। কোনো নাটকীয়তা নেই। মনে হচ্ছিল যেন মেসি চাচ্ছেন নিষ্ঠুর পেনাল্টি শুট আউটে নিয়ে যেতে। কিছুটা বিরক্তিও ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দৃশ্যপট বদলে যায়। ৩৫ মিনিটে সবকিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মেসির অসাধারণ এক পাস থেকে গোল করেন মোলিনা।

তখন এই সর্বাধুনিক স্টেডিয়ামটি যেন নাচছিল। আর্জেন্টাইন সমর্থকদের উল্লাসে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মেসির আনন্দ দেখে কে! মোলিনাকে জড়িয়ে ধরা ছবিটা নিশ্চয় আপনারা দেখেছেন। নেইমারের চোখে তখনো পানি। তিনি কাঁদছেন। পেনাল্টি শুট আউট তার সব আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। চলতি বিশ্বকাপে তিনি এখন অতীত। আর্জেন্টাইনরা যেন জ্বলে উঠলেন। তারা পেনাল্টি পেয়ে গেলেন। পেনাল্টিতেই মেসির পা থেকে গোল আসলো। যদিও আশঙ্কা ছিল- মেসি হয়তো পেনাল্টি মিস করার পথেই হাঁটবেন। সব ধারণা অমূলক, ভুল। মেসি গোল করলেন। গোল করালেন। গোটা স্টেডিয়াম তখন আনন্দে ভাসছে। তখন কমলা রঙটা বিবর্ণ হয়ে যায়। কে জানতো এই খেলার ফলাফল পেনাল্টি শুট আউটে যাবে! নেদারল্যান্ডস দু'গোলে পিছিয়ে থেকেও যেভাবে লড়াই করেছে- এটা ঐতিহাসিক, স্মরণীয়। খেলার শেষ মুহূর্তে ফ্রি-কিক থেকে যেভাবে নেদারল্যান্ডস বলটা আর্জেন্টিনার জালে পাঠায় তা আসলেই অবাক করে দেয়ার মতো। এখানে বলে রাখি, দর্শকদের ৮০ ভাগই ছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থক। খেলার ফলাফল দেখে সবাই তাজ্জব, হতবাক। এর আগেই উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার আর্জেন্টাইন ভক্ত মেসি মেসি বলে চিৎকার করছিলেন। নেদারল্যান্ডস যখন অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে খেলায় ফিরে আসে তখন মেসির অবস্থা কী ছিল? মাঠের অবস্থাটাই বা কেমন? অবস্থা এমনই, মার্কিন সাংবাদিক গ্রান্ট ওয়াহল টানটান উত্তেজনার মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। প্রেসবক্স থেকে দেখছিলাম, হতাশার কালো ছায়া মেসিকে ঘিরে ফেলেছে। মেসির হয়তো আশঙ্কা ছিল- পেনাল্টি শুট আউটে খেলাটা যদি গড়ায় তখন হয়তো তার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে। বিশ্বকাপ অধরাই থেকে যাবে। নেদারল্যান্ডসের ফ্রি-কিকটা ছিল অনন্য, ভিন্ন কৌশল। আর্জেন্টিনা ভাবতেই পারেনি ডাচ্‌রা চিরাচরিত নিয়ম পাল্টে বলটা থ্রো করবে। ডাচ্‌দের খেলায় ফিরে আসার জন্য দায়ী আর্জেন্টাইন কোচ স্কালোনি। কারণ তিনি দুই গোলের পর খেলাটি স্লো করতে বলেছিলেন। সুযোগটা নেয় নেদারল্যান্ডস। কিছু বাজে ঘটনাও ঘটে মাঠে, রূপ নেয় ধাক্কাধাক্কি আর হাতাহাতিতে। হলুদ কার্ডের দেখা পান মেসি নিজেও। এগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। তবে বিরক্তিকর। রেকর্ডসংখ্যক ফাউল হয়েছে এই খেলায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয়েছে রেফারি অসহায়। দু'দলই মারমুখো। যাই হোক, ১২০ মিনিট খেলাটির ভাগ্য অনির্ধারিতই থেকে গেল। যদিও বাড়তি ৩০ মিনিট বল আর্জেন্টিনার নিয়ন্ত্রণেই ছিল, কিন্তু কোনো গোল আসেনি। ৩৫ বছর বয়স্ক লিওনেল মেসির এটাই শেষ বিশ্বকাপ। কী হয়, কী হবে খেলার ভাগ্য- তা নিয়েই যত জল্পনা, হিসাবনিকাশ। পেনাল্টি শুট আউট। এটা তো এক অনিশ্চিত লড়াই। যে কেউ জিততে পারেন। স্নায়ুর খেলা, গোলকিপারের পারদর্শিতা। এই শুট আউটই অনেকগুলো খেলার ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ক্রোয়েশিয়া নতুন করে জেগে উঠেছে। বিশ্বকাপজয়ী স্পেন আগেই বিদায় নিয়েছে। জাপানিরা তো কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছেড়েছেন। মেসি অগণিত দর্শক, ভক্তদের হতাশ করেননি। আর্জেন্টাইন গোলকিপার মার্টিনেজ দুটো শট আটকে দিয়ে মেসির স্বপ্ন জিইয়ে রাখেন। এর পরের ইতিহাস তো সবার জানা। মার্টিনেজ হলেন দিনের হিরো। রেফারি যখন বিজয়ের বার্তা দিলেন তখন মার্টিনেজকে নিয়ে যেন ফুটবল খেলা হচ্ছে। মেসি এর বাইরে নন। তিনিও জড়িয়ে ধরছেন। তাকে নিয়েও আর্জেন্টাইনরা আনন্দে মেতে উঠলেন। উল্লাস চারদিকে। নেদারল্যান্ডসের প্লেয়াররা তখন ঘাসের উপরে গড়াগড়ি করছেন। মেসি তখন এগিয়ে গেলেন সান্ত্বনা দিতে। হাত বাড়ালেন কোচ লুইস ভ্যান গালের দিকেও। মিক্সডজোনে উত্তেজক পরিস্থিতি। একজন সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে মেসি অনেকটা রেগে যান। ডাচ্‌দের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি তখন ক্লান্ত। পরিস্থিতি অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে দেখা গেল আরেক দৃশ্য। সামনে এগোবার সব পথই বন্ধ। অগণিত আর্জেন্টাইন সমর্থক তখন মাঠের বাইরে আনন্দে ফেটে পড়েছেন। অনেকেই টিকিট পেয়েছিলেন। অনেকেই পাননি। যারা পাননি তাদের আনন্দই ছিল সবচাইতে বেশি। গোলের শব্দে তারা সারাক্ষণই নেচেছেন। এর যেন শেষ হয় না। মিডিয়া বাসে উঠতে পাঁচ মিনিটের পথ। সেটা পার হলাম কুড়ি মিনিটে। পথেও ট্রাফিক জ্যাম ছিল। যা সাধারণত হয় না। মেসিকে ঘিরেই আর্জেন্টাইনরা স্বপ্ন দেখছেন। ম্যারাডোনার হাতে ট্রফি যেমন ছিল মেসির হাতে তা কেমন দেখাবে। কাতার বিশ্বকাপ অনেক অঘটনের জন্ম দিয়েছে। তবে ভালো কিছু খেলা অনেকদিন বাদে দর্শক উপভোগ করেছেন। এটা বলতেই হবে, ব্রাজিল আউট হয়ে যাওয়ায় বিশ্বকাপ যেন অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। নেইমার তো ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছেন- তিনি আর দলের হয়ে খেলতে চান না। যদিও এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এরকম ঘটেই থাকে। সেমিফাইনালে কী হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়। '৮৬ বিশ্বকাপের হিরো দিয়েগো ম্যারাডোনা কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডকে বিদায় করে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি করেছিলেন। তার দেয়া দ্বিতীয় গোল ইতিহাস হয়ে রয়েছে। ববি রবসন বলেছিলেন, এটা ছিল সত্যিকার অর্থেই অলৌকিক এক গোল। মাত্র ১২ সেকেন্ডে ৬০ গজ দৌড়ে যে গোলটি করেন তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে বহু বছর। শেষ কথা, মেসির রাতে মার্টিনেজই হিরো।

দোহা, কাতারঃ

বলেছিলাম তো, ১০ই ডিসেম্বর কিচ্ছু হবেনা?

শিতাংশু গুহ

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে কারাগারে ডিভিশন দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন জানিয়েছেন যে, পল্টন নয়, শনিবার সকালে রাজধানীর গোলাপবাগ মাঠে তাঁদের 'গণসমাবেশ' হবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির অর্ধেক পরাজয় হয়ে গেছে, তারা পল্টনে সমাবেশ করতে পারেনি। আমার আগের লেখায় বলেছিলাম, ১০ই ডিসেম্বর কিচ্ছু হবেনা; আপাতত: এটি নিশ্চিত এবং মানুষ হাঁফছেড়ে বেঁচেছে। ধারণা করি, এখন বিএনপি'র সমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ। হয়তো এরপর বিএনপি'র নেতারা জেল থেকে মুক্তি পাবেন?

ইতোপূর্বে পল্টন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছিলো। ঢাকায় একজন কট্টর আওয়ামী সমর্থক-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বিএনপি পল্টনেই কেন সমাবেশ করতে চাচ্ছে? তিনি বলেছিলেন যে, বিএনপি জানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ভরার মত লোক হবেনা, তাই 'পল্টন', কারণ 'চিপা' রাস্তায় লোক কম হলেও বড় সমাবেশ মনে হবে। যাঁরা বিএনপি অফিস, মানে পল্টনের ওই' স্থানটি চেনেন, তাঁরা জানেন, কথাটি সত্য। বললাম, লোক হবেনা কেন, বিএনপি'র সভায় তো এখন প্রচুর মানুষ হচ্ছে। তিনি বললেন, 'ফখরুল সাহেব-কে রেখে তাঁর কর্মীদের পালিয়ে যাবার দৃশ্যটি দেখেছেন তো? বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। বললেন, এটাই বাস্তবতা। তদুপরি সরকার হার্ডলাইনে। হেফাজতের পরিণতি তো তাঁরা জানে!

একটি সমাবেশ নিয়ে এত হৈচৈ কেন হয়েছিলো তা বোঝা মুশকিল। জনসভা করে সরকার পতন ঘটানো যায়না, তা পাগলেও বুঝে। অথচ কিছু কিছু বক্তব্য এসেছে, যা উস্কানীমূলক। দেখেশুনে মনে হচ্ছিলো, বিদেশিরা এরসাথে জড়িয়ে পড়ছে? বিদেশিদের কথাবার্তায় বিএনপি ও বিরোধীরা শক্তি পাচ্ছিলো। সরকার 'বড়মুখ' করে কিছু বলতে পারছিলো-না, কারণ সরকারেরও গলদ আছে, পরপর দু'টি জাতীয় নির্বাচনে সরকারের 'গণতান্ত্রিক ভাবমুক্তি' ক্ষুন্ন হয়েছে, 'বিশ্বাসযোগ্যতা' কমে গেছে। বিএনপি সর্বদা ঘোলা পানিতে মাছে শিকার করতে চায়, তাই তাঁরা বিদেশীদের কাছে নালিশ করে বেড়াচ্ছিল। পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছিলো। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ 'ধোয়া তুলসী পাতা' নয়, তারাও মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, সকল মূল্যবোধকে ধ্বংস করে, মৌলবাদের সাথে আপোষ করে, ব্যাংক ডাকাত, চোর, বদমাইশদের বিচার না করে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাচ্ছে।

শুক্রবার (৯ই ডিসেম্বর ২০২২) জেনেভা থেকে ওএম-সিটি-সহ ১১টি সংগঠন বাংলাদেশকে হত্যা, গুম, নির্যাতন, জেল-জুলুম বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এরআগে জাপানী রাষ্ট্রদূত কথা বলেছেন। ঢাকাস্থ ১৫টি দেশের দূতাবাস একসাথে বিবৃতি দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কথা বলেছেন, এবং জাতিসংঘের বিশেষ রেপোটিয়ার ক্লেমেন্ট ভউল'র টুইটে যা বলেছেন, তা খুব একটা সুখপ্রদ নয়। এর প্রেক্ষিতে, বিশেষত: যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের দিকে দৃষ্টি রেখে বিদেশমন্ত্রী ড:মোমেন বলেছেন যে, এজন্যে একজন সাংবাদিক দায়ী, এবং ঐ সাংবাদিকের হোয়াইট হাউস ও জাতিসংঘে ঢোকার অনুমতি রয়েছে। মন্ত্রী আরো কিছু বলেছেন, তা নাইবা লিখলাম, তবে ক'দিন আগে জাপানী রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রদূত ভালো, তাকে কিছু দুষ্ট লোক বিভ্রান্ত করেছে। বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক হোয়াইট হাউস কভার করতেই পারেন, জাতিসংঘে তাঁর প্রবেশাধিকার থাকতেই পারে, এমনকি তিনি বিএনপি-পন্থী হতেই পারেন, কিন্তু তিনি একাই যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘকে তাঁর ইচ্ছেমত সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছেন, এটি একটু বেশি হয়ে গেলোনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী?

শুক্রবার (৯ই ডিসেম্বর ২০২২) জেনেভা থেকে ওএমসিটি-সহ ১১টি সংগঠন বাংলাদেশকে হত্যা, গুম, নির্যাতন, জেল-জুলুম বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এরআগে জাপানী রাষ্ট্রদূত কথা বলেছেন। ঢাকাস্থ ১৫টি দেশের দূতাবাস একসাথে বিবৃতি দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কথা বলেছেন, এবং জাতিসংঘের বিশেষ রেপোটিয়ার ক্লেমেন্ট ভউল'র টুইটে যা বলেছেন, তা খুব একটা সুখপ্রদ নয়।

বোঝা যায়, বিদেশিরা বাংলাদেশ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন এবং তাঁরা তা প্রকাশ্যেই জানাচ্ছেন। আমাদের কিছু নেতামন্ত্রীর কথাবার্তায় তাতে 'আগুনে ঘি ঢালা' হচ্ছে। আচ্ছা, বিদেশিদের সাথে আমাদের ফাইট করার দরকার কি? সরকার একই সাথে 'বিএনপি ও বিদেশী' দুই ফ্রন্টে যুদ্ধে নামছেন কেন? কেউ হয়তো বলতে পারেন, বিদেশিরা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে কেন? এর উত্তর হচ্ছে, আমরাই তাদের সেই সুযোগ করে দিচ্ছি। মনে আছে, বিদেশমন্ত্রী বলেছিলেন যে, 'দিলিকে অনুরোধ করেছি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখতে'? আপনি অনুরোধ করবেন, অন্যরা করবে না তা কি হয়? এটি তো সত্য, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে আওয়ালী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি অতীতে বারবার বিদেশের কাছে ধর্ণা দিয়েছে, আজো এর ধারাবাহিকতা চলছে। এর মূল কারণ, রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে পাত্তা দেয়না, দেশে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন গ্রহণযোগ্য, সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। সুতরাং, এসব চলতেই থাকবে, যদিনা দেশের রাজনীতিকদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়? # **guhasb@gmail.com**

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

নেতানিয়াহু ও উগ্রবাদী সংসদ



মোঃ বজলুর রশীদ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে পরবর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তার ডানপন্থী জোট ১২০ আসনের সংসদ বা নেসেটে ৬৪টি আসন পেয়েছে। সবাই বলছেন, এবার চরম ডানপন্থী সরকার গঠিত হবে। বিরোধী দলও উগ্র ডানপন্থীদের হাতে। ডানপন্থীদের ক্ষমতা নেতানিয়াহুর শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইহুদিবাদী ডানপন্থীদের ক্ষমতা আরো বেশি, কেননা, নেতানিয়াহুর চেয়ে আরো গোঁড়া ১২ জন উগ্র ডানপন্থী সংসদ সদস্য রয়েছে। উগ্র ডানপন্থী 'ই-সরাইল বেইতুন' দল ছয়টি আসনে জিতেছে। বেনি গ্যান্টজের পার্টিতে আরো ছয়জন ডানপন্থী উগ্র সংসদ সদস্য রয়েছেন। নতুন সংসদ সদস্যদের মধ্যে বাম শিবির ও খন্ডিত দলের ৩৬ জনের থেকে দক্ষিণপন্থী শিবিরের সংসদ সদস্যের সংখ্যা ৭৬ জন। এই হিসাব বলে দেয়, নেসেটে ডানপন্থীদের শক্তি দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। নির্বাচনে ধর্মীয় শক্তিগুলো যেভাবে জিতেছে তারা যেন কোনো রাজনৈতিক মেরুকরণ করে শক্তিশালী হয়ে নেতানিয়াহুকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে সে জন্য তিনি এবার নতুন কৌশল ও চেষ্টা চালাচ্ছেন।

নেতানিয়াহু নতুন, শক্তিশালী এবং আরো দৃঢ় চেহারায় ফিরে এলেন। তার মুখোমুখি বিরোধীরাও আরো চরম, বর্ণবাদী ধারণা ও অবস্থানের জন্য মুখোমুখি। নেতানিয়াহুর জন্য এটি অদ্ভুত কিছু নয় কারণ তার বাবা, ডানপন্থী ইহুদিবাদী ইতিহাসবিদ বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মধ্যেও উগ্র ও গোঁড়া মতবাদ কাজ করত। এই ভদ্রলোক বিগিনের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন যিনি লিকুদের প্রতিষ্ঠাতা ও ইসরাইলের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং সোশ্যালিস্ট ধারার অর্থনীতি প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিসরের শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন যেটি ইসরাইল স্বাক্ষর করেছিল মিসরের মরহুম রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতের সাথে । চুক্তি অনুযায়ী সিনাই থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হয় কিন্তু তিনি পুরো সিনাইকে ইসরাইলি ভূমি মনে করতেন। তিনি যুক্তি দেখাতেন, সিনাইয়ের তিহ পর্বতে ইসরাইলিরা মান্না ও সালওয়ার মতো আসমানি খাবার খেয়েছে, যা বিশ্বের কোনো সম্প্রদায় ভক্ষণ করতে পারেনি, গডের সাথে মুসা নবী সিনাই পর্বত থেকেই কথা বলতেন, তাই সিনাই ইসরাইলিদের। পিতার মতো পুত্রও গোঁড়া মতবাদের ওপর বড় হয়েছেন। তিনি পিতার চেয়েও কট্টর।

নেতানিয়াহুর দৃঢ় রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, ফিলিস্তিনের ভূমি সম্পূর্ণরূপে ইসরাইলি ভূমি এবং এটি ইহুদি জনগণের অধিকার। তিনি বিশ্বাস করেন, দখলদার রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে যুক্ত এবং আরব প্রতিবেশীদের অবশ্যই এ জন্য ভয় পাওয়া উচিত। তিনি জাবোতিনস্কি তত্ত্বগ্রহণ করেছেন, এই তত্ত্বের সার কথা হলো, আরবরা ইসরাইলকে গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না তারা ইসরাইলকে পরাজিত ও নির্মূল করার অসম্ভবতা বুঝতে পারবে। এই মতবাদে ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরো আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অংশ ইসরাইলের বলে বর্ণিত হয়েছে। এই উগ্র মতবাদে হাজার হাজার ইহুদি বিশ্বাসী। তেলআবিবের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব উগ্রবাদী বিষয় ও বই পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়। তা ছাড়া পৃথকভাবে প্রকান্ড জাবোতিনস্কি ইনস্টিটিউট রয়েছে তেলআবিবে যেখানে ইহুদিদের জায়নিজমের গোঁড়া মতবাদ মন ও মগজে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইনের সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় চুক্তিকে আব্রাহাম চুক্তি নামে অভিহিত করেছিলেন, যা থেকে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন- শান্তিচুক্তি ক্ষমতার যুক্তির ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিম তীর সংযুক্তি নেতানিয়াহুকে অমর করবে বলে তিনি মনে করেন।

পশ্চিম তীর জর্দান ও পূর্ব দিকে মৃৎসাগর দক্ষিণ-পশ্চিম উত্তর সীমান্তে ইসরাইল। ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাইলি সামরিক দখলদারিত্বের অধীন। এখানে ১৬৫টি ফিলিস্তিনি দ্বীপপুঞ্জে বিভক্ত যেগুলো ফিলিস্তিনী জাতীয় কর্তৃপক্ষ, পিএনএর বেসামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে থাকে। এখানে ২৩০টি ইহুদি বসতি ইসরাইলী আইনে পরিচালিত হয়। পশ্চিম তীরে রয়েছে বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রাজধানী পূর্ব-জেরুসালেম। পশ্চিম তীরের জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ সুন্নি মুসলমান, খুব অল্পসংখ্যক খ্রিষ্টান। পুরো এলাকায় শতাধিক অবৈধ সেনা আউটপোস্ট আছে। সাড়ে চার লক্ষাধিক অবৈধ ইহুদি পশ্চিম তীরে রয়েছে। পূর্ব-জেরুসালেমে আলাদাভাবে দুই লাখ ২০ হাজার ইহুদি বসবাস করছে।



ইসরাইলের ইতিহাসে নেতানিয়াহু সবচেয়ে মৌলবাদী, অতিরক্ষণশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এতে বাইডেন প্রশাসনের সাথে উত্তেজনা বাড়ছে। ইহুদি গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠী ইহুদিবাদী ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টির নেতা Bezalel Smotrich হাতে পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের প্রশাসন তুলে দেয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকান কর্মকর্তারা নেতানিয়াহুকে সর্তক করেছেন বলে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে। আমেরিকানরা বলছেন, আসলে এটি পশ্চিম তীরকে কার্যত সংযুক্তির সমতুল্য এবং এ ধরনের পদক্ষেপ জেরুসালেম-ওয়াশিংটন সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে।

জাতীয়তাবাদী ও গোঁড়া ইহুদি বা অতি-অর্থোডক্স জোটের অংশীদারের ফলে গঠিত সরকার তালমুদের আইনে পরিচালিত হবে এমন ভাবা যাচ্ছে না এবং এলজিবিট ফোরামও নিষিদ্ধ হচ্ছে না। চীনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবার ওয়াশিংটনকে অনুসরণ করা হবে। আমেরিকানরাও মরহুম মার্কিন-আমেরিকান বর্ণবাদী রাব্বি মীর কাহানের শিষ্য বেন-গাভিরের নিয়োগেও সন্তুষ্ট নয়। বেন-গাভিরকে পশ্চিম তীরে সক্রিয় সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর সরাসরি দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। নেতানিয়াহু এভাবে একটি বিশাল আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন, সম্ভবত এটি খুব দক্ষ এক রাজনীতিবিদের জন্য কঠিন নয়।

নেতানিয়াহু সংযুক্ত আরব আমিরাতের ৫১তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তেলআবিবের আমিরাত দূতাবাসে ১ ডিসেম্বরের বিশাল অভ্যর্থনায় অংশ নেন। আমিরাতি কূটনীতিকরা ইসরাইলের সাথে সমৃদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'টি চুক্তি ভঙ্গকারীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন- স্থিতাবস্থার যেকোনো পরিবর্তন যা বর্তমানে টেম্পল মাউন্টে ইহুদিদের প্রার্থনাকে নিষিদ্ধ করে (বেন-গাভির প্রত্যাখ্যান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এমন একটি নিষেধাজ্ঞা) এবং এমন পদক্ষেপ যা পশ্চিম তীরের সংযোজন ত্বরান্বিত করে।

ফিলিস্তিনীদের হত্যা ও নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনা এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা প্রমাণ করে ইসরাইলে রাজনৈতিক বাম, সেন্ট্রাল ও অতি-ডানপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। সবাই যার যার নিজস্ব উপায়ে চরমপন্থী; তারা সবাই ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সবাই জানে, তাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি সন্ত্রাসবাদ এবং জাতিগত নির্মূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা বোঝে, অধিকৃত ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর বর্ণবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে সেটি কেউ স্বীকার করে না।

প্রখ্যাত ইসরাইলি ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইলান পাপ্পে পুরো ইসরাইলি সরকারকে, ডান ও বাম উভয় ক্ষেত্রেই একে অপরের বর্ধিত অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার মতে 'পুরনো-নতুন রাজনৈতিক অভিজাতরা গত ৭৪ বছরে পূর্ববর্তী সরকারগুলো যা করেছে তা চালিয়ে যাচ্ছে।'

নেতানিয়াহু ১ ডিসেম্বর একটি জোট চুক্তি ঘোষণা করেছেন যেখানে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে চরমপন্থী-বসতি স্থাপনকারীরা রয়েছে। তারা অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণের তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ধর্মীয় জায়নবাদী পার্টির সাথে চুক্তি নেতানিয়াহুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, কারণ তিনি ১ নভেম্বরের নির্বাচনের পরে একটি সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তবে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ মিত্রদের সাথে সঙ্ঘাতের মঞ্চও তৈরি করবে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরম মিত্রও থাকছে।

এই চুক্তিতে চরমপন্থী ধর্মীয় জায়নবাদকে সংসদীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণও দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমন পরিবর্তন ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যার ফলে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ হিমায়িত অথবা খারিজ হতে পারে। ধর্মীয় জায়নবাদী পার্টির চেয়ারম্যান বেজালেল স্মোট্রিচ এই চুক্তিকে 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলে মন্তব্য করেছেন! জোট মনে করে, আগামী সরকার 'নিরাপত্তা ও শাসনব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করবে, আইনিব্যবস্থায় ঐতিহাসিক সংস্কারের প্রচার করবে, বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ করবে, ধর্মীয় জায়নবাদের চেতনায় ইহুদি পরিচয়কে শক্তিশালী করবে এবং গর্বের সাথে জায়ানিজমের পতাকা উত্তোলন করবে।'

চরমপন্থী-মৌলবাদী স্মোট্রিচ পশ্চিম তীরের বসতি আন্দোলনের একজন নেতা ও ফিলিস্তিনীরা তাদের ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের জন্য দাবি করেছে এমন অঞ্চলগুলো দখল করে ব্যাপকভাবে ইহুদি আবাসন নির্মাণের প্রবক্তা।

নেতানিয়াহু আরো দু'টি কট্টরপন্থী বা গোঁড়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে চুক্তিতে পৌঁছেছেন। ইটামার বেন-গাভির, একজন চরমপন্থী রাজনীতিবিদ, যিনি আরববিরোধী বাগাড়ম্বর এবং উসকানিমূলক স্ট্যান্টের জন্য পরিচিত, তিনি জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী হচ্ছেন এবং দেশটির পুলিশ বাহিনীর তত্ত্বাবধান করবেন।

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বলেছেন, নেতানিয়াহু 'শান্তিতে বিশ্বাস করেন না', তিনি বলেন, 'নেতানিয়াহু এমন একজন মানুষ যিনি শান্তিতে বিশ্বাস করেন না।' তবে আব্বাস বলেন, 'তার সাথে মোকাবেলা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

আব্বাস বলেন, 'ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যবহার করা সম্ভব নয়।' তিনি এখন রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহার করতে চান।

তার প্রতিদ্বন্দ্বী হামাস গ্রুপের সাথে পুনর্মিলনের বিষয়ে ফাতাহ আন্দোলনের নেতা আব্বাস বলেন, আলজেরিয়ার মধ্যস্থতায় গত নভেম্বরে যে পুনর্মিলন চুক্তি হয়েছিল, তা অর্জনের জন্য দরজা খোলা থাকবে। এসব আরো ২০ বছর আগে শেষ করা দরকার ছিল। ১৯৯৩ সালে, পিএলও ও ইসরাইল অসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যার ফলে ফিলিস্তিনিরা একধরনের নাগরিক শাসন লাভ করলেও আলোচনার ধারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হয়। ২০১৪ সালের এপ্রিলে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে আমেরিকান পৃষ্ঠপোষকতায় শান্তি আলোচনা ভেস্তে যায়, কারণ তেলআবিব বসতি স্থাপন বন্ধ করতে এবং ১৯৯৩ সালের আগে কারাবন্দী ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতেও অস্বীকার করে।

আব্বাস জানেন, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা রয়েছে যারা পুনর্মিলন অর্জন করতে চায় না, ফিলিস্তিনিদের সমস্যার সমাধানও চায় না। নেতানিয়াহু ঐতিহাসিক ইহুদিবাদী নেতাদের তালিকায় নিজের নামটি উপরে লেখানোর স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ইহুদিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বেন গুরিয়েনের মতো অমর হতে চান।

যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন ইসরাইলের অর্জনগুলোর রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। প্রতিবন্ধকগুলো একে একে ধ্বংস করার ব্লু প্রিন্ট করে তা কার্যকর করতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ইহুদি জাতীয়তাবাদকে নিশ্চিত করে এমন সংবিধান এবং আইন পরিবর্তন, বসতি স্থাপনের বৈধতা অর্জন, জেরুসালেমকে দখলদার রাষ্ট্রের একীভূত রাজধানী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরিত করা, তার সময়কালে সিরিয়ার গোলান হাইটসের সংযুক্তির স্বীকৃতি এবং কিছু আরব দেশের সাথে তার স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর। এটাও ঠিক যে, তিনিই ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যার দুর্নীতির অভিযোগ বিচার বিভাগে পাঠানো হয়েছিল এবং তার মেয়াদকালে তিনি ফৌজদারি বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তার স্ত্রীও।

নোবেলবিজয়ী মরহুম ডেসমন্ড টুটু বলেছিলেন, আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরা যেভাবে কালোদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছিল তেমনি ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের সাথে তেমন ব্যবহার করছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ইসরাইল কখনো অন্য জনগণকে নিপীড়নের মাধ্যমে প্রকৃত নিরাপত্তা পাবে না। প্রকৃত শান্তি শেষ পর্যন্ত শুধু ন্যায়বিচারের ওপর নির্মিত হতে পারে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

বিশ্বকাপ যখন ফিলিস্তিনীদের মুক্তি আন্দোলনের সুযোগ

ইশান থারুর

স্পেনের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর জয়ের পর বিজয়ী মরক্কো দল একটি পতাকা নিয়ে ছবি তুলেছে। সেটি তাদের নিজেদের লাল জমিনের ওপর সবুজ তারকাখচিত পতাকা ছিল না; এটি আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া বা লেবাননের পতাকাও ছিল না। এটি ছিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবলের মাঠে নিখিল-আরব সংহতির প্রতিফলন ঘটানো ফিলিস্তিনি পতাকা।

মরক্কোর দর্শকেরা নিজেদের পতাকার বদলে ফিলিস্তিনের পতাকা নেড়ে এমন একটি বিষয়ের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন, যা অন্য আরবদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলে পুরো টুর্নামেন্টকে চমকে দিয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত ওই ম্যাচে দর্শক গ্যালারিজুড়ে ফিলিস্তিনি প্রতীকগুলো ছিল। দশ©কদের কাঁধজুড়ে, স্কার্ফে, টি-শার্টে সবখানে প্রতীকগুলো শোভা পাচ্ছিল।

মরক্কোর রাজধানী রাবাতের বাসিন্দা মোনা আলাউবি খেলা শুরুর আগে স্টেডিয়ামের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর গায়ে ছিল মরক্কোর জাতীয় দলের টি-শার্ট। টিশার্টের ওপরে ছিল একটি ফিলিস্তিনি কাফিয়াহ (সাদা জমিনের ওপর কালো রঙের খোপ খোপ ছাপের স্কার্ফের মতো কাপড়বিশেষ। ফিলিস্তিনিরা তাঁ‡দর সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে এটি পরে থাকেন)। আমি মোনা আলাউবির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন, 'রাজনীতি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।' এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর দেশের নেতাদের ২০২০ সালে ইসরায়েলের সঙ্গে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস' নামে পরিচিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিতে সই করার বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করি কারণ আমি একজন মানুষ এবং তারা আমাদের ভাইবোন।'

এখন দেখা যাচ্ছে, কাতারের স্টেডিয়ামে ফুটবলের পাশাপাশি রাজনৈতিক উদ্বেগের বিষয়, বিশেষ করে ফিলিস্তিন ইস্যু চারদিক থেকে নেমে আসছে। কাতারের কর্তৃপক্ষ সমকামীদের রংধনু এবং ইরান সরকারের বিরোধী আইকনোগ্রাফিগুলোকে নিষিদ্ধ করলেও ফিলিস্তিনি পতাকা বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামগুলোতে হরহামেশা দেখা যাচ্ছে, মাঠে যে দলই খেলুক না কেন।

স্পেনের বিরুদ্ধে মরক্কোর জয়ের মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলাদ্দিন আয়াদ নামের একজন ফিলিস্তিনি। দোহায় একজন সাইবার নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করা ৪২ বছর বয়সী আয়াদ আমাকে বলছিলেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে যে এই আরব জাতীয়তা আমাদের সমর্থন দিচ্ছে এবং এটি পশ্চিমাদের দেখাচ্ছে যে ফিলিস্তিনিরা শেষ হয়ে যাবে না।' তিনি বলছিলেন, বিশ্বকাপ স্পষ্টতই তাঁদের সামনে তাঁদের মুক্তির দাবি তুলে ধরার সুযোগ এনে দিয়েছে।



তিউনিসিয়ার একটি ম্যাচ চলাকালে দর্শক সারি থেকে একজন হঠাৎ ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে মাঠে ঢুকে পড়েন এবং এ ঘটনার পরই মূলত স্টেডিয়ামগুলোতে 'ফিলিস্তিনকে মুক্ত করো' লেখা ব্যানার মেলে ধরে দর্শকদের স্লোগান দিতে দেখা যাচ্ছে। খেলা চলাকালে আরব দেশগুলোর ফুটবল ভক্তদের ফিলিস্তিনিদের অধিকারের জন্য এবং ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা ফিলিস্তিনিদের সাম্প্রতিক হত্যার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দেখা যাচ্ছে।

কাতার ও ইসরায়েলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক না থাকলেও ইসরায়েলি সাংবাদিকদের বিশ্বকাপের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এখন ইসরায়েলি সাংবাদিকদের দোহায় বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওগুলোতে ইসরায়েলি সাংবাদিকদের পথচারীদের তিরস্কার করতে দেখা গেছে। ইসরায়েলের ইয়েদিওত আহারোনোত পত্রিকার সাংবাদিক রাজ শেচনিকের সামনে এসে এক মরোক্কান ফুটবলপ্রেমী 'ফিলিস্তিন!' বলে চিৎকার করে তাঁকে উত্ত্যক্ত করলে তিনি ওই মরোক্কান নাগরিককে বলেছেন, 'আপনি কিন্তু শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন!'

ট্রাম্প প্রশাসনের উদ্যোগে আব্রাহাম চুক্তি নামের ওই চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েল এবং চারটি আরব রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ প্রশস্ত করেছে। দেশগুলো হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মরক্কো এবং সুদান। এর মধ্যে প্রথম তিনটি দেশেই রাজতন্ত্র জারি আছে।

‡¯ú‡নর বিরুদ্ধে মরক্কোর জয়ের মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলাদ্দিন আয়াদ নামের একজন ফিলিস্তিনি। দোহায় একজন সাইবার নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করা ৪২ বছর বয়সী আয়াদ আমাকে বলছিলেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে যে এই আরব জাতীয়তা আমাদের সমর্থন দিচ্ছে এবং এটি পশ্চিমাদের দেখাচ্ছে যে ফিলিস্তিনিরা শেষ হয়ে যাবে না।' তিনি বলছিলেন, বিশ্বকাপ স্পষ্টতই তাঁদের সামনে তাঁদের মুক্তির দাবি তুলে ধরার সুযোগ এনে দিয়েছে।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

● ইশান থারুরদ্য ওয়াশিংটন পোস্ট-এর বিদেশি ডেস্কের একজন কলামিস্ট

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সাক্ষাৎকার: অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ

সমাজে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা সহজ নয়

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শেখ রোকন ও মিজান শাজাহান

অর্থনীতিবিদ ও লেখক ড. মাহবুব উল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগে ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ১৯৭৬ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন। পাশাপাশি ১৯৯৩থেকে৯৭ মেয়াদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য এবং ২০০৩-২০০৬ মেয়াদে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বিআইডিএস, রেভিনিউ রিফর্মস কমিশন এবং উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কৌশলপত্র প্রণয়ন কমিটিতে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর, ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৯০ সালে ভারতের জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ষাটের দশকে তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক; স্বাধীনতার পর ন্যাপের রাজনীতিতে যুক্ত হন। মাহবুব উল্লাহর জন্ম ১৯৪৫ সালে, নোয়াখালীতে।

প্রশ্ন : আমরা জানি, অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ ফর আহ্ মদ সম্পর্কে আপনার নানা।

মাহবুব উল্লাহ: আমার আপন নানা মাওলানা মকবুল আহমদ। তাঁর ছোট ভাই খুরশিদ আহমদ। আর তৃতীয় জন হলেন কমরেড মুজফ্ ফর আহ্ মদ। তাঁদের আরেক ভাই শৈশবেই মারা গেছেন। মুজফ্ ফর আহ্ মদ বিয়ে করলেও অন্যদের মতো পারিবারিক জীবনযাপন করেননি। তাঁর স্ত্রী, আমাদের সেই নানির নাম ছিল হাফেজা খাতুন। সন্দ্বীপের বাড়িতে একটি ছোট ঘরে একাই থাকতেন। শৈশবে শীতের দিনে আমরা যখন বেড়াতে যেতাম, তখন দুএকজন সেই ঘরে তাঁর সঙ্গে থাকতাম। মুজফ্ ফর আহ্ মদের আসা-যাওয়া না থাকলেও স্বামীর ঘর হিসেবে তিনি সেখানেই পড়ে থাকতেন। সাধারণ জীবনযাপন করতেন।

প্রশ্ন : আপনাদের সঙ্গে মুজফ্ ফর আহ্ মদের যোগাযোগ ছিল?

মাহবুব উল্লাহ: দেশ ভাগের পর তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে এখানে থাকতে দিল না। বাধ্য হয়ে চলে গেলেন কলকাতা। সেই থেকেই তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ওখানেই ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে আফিফা খাতুন এখানেই ছিলেন। তবে মুজফ্ ফর আহ্ মদ পরিবারের সবার খোঁজখবর রাখতেন। আমাকে বেনামে চিঠিপত্র লিখতেন। তাঁর ভাষা ছিল খুবই মার্জিত। হাতের লেখাও ছিল খুব সুন্দর। মায়ের কাছ থেকে তাঁর অনেক গল্প শুনেছি। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নজরুল সন্দ্বীপেও গেছেন; নানার কাচারি ঘরে বসে গান গাইতেন। আমার মা বলতেন, নজরুল বাকশক্তি হারিয়েছেন গান গাওয়ার সময় বেশি মাথা ঝাঁকানোর কারণে।

প্রশ্ন : নানার সঙ্গে কখনও সরাসরি দেখা হয়েছে?

মাহবুব উল্লাহ: মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি নামলেন। সেখানে তাঁকে রিসিভ করার জন্য আমি উপস্থিত ছিলাম। তারপর তিনি চলে গেলেন আমার খালা, মানে তাঁর মেয়ের বাসায়। আমার সেই খালার বিয়ে হয়েছিলওছান্দসিক কব্বি আব্দুল কাদিরের সঙ্গে। বাড়ি ছিল গুলশানে; একতলা ভবন। দেখলাম, ঘরভরা মানুষ। তিনি গর্ব করে বললেন, বংশের মধ্যে একমাত্র আমিই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ধরে রেখেছি।

প্রশ্ন : আসলেই নানার প্রভাবে বামপন্থি রাজনীতিতে এসেছিলেন?

মাহবুব উল্লাহ: আমার বাবা চাইতেন, আমি সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে আমলা হই। কিন্তু বামপন্থি চিন্তাধারার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু ঢাকা কলেজে পড়ার সময় থেকেই। আমার নানা যেহেতু মুজফ্ ফর আহ্ মদ, তাই কৌতূহলটা বেশিই ছিল। এ ছাড়া বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলাম। অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. আবু মাহমুদ। তিনি ছিলেন মার্কসবাদী। তাঁরও একটা প্রভাব আছে। তিনি শ্রেণি পাঠে পুঁজিবাদী তত্ত্বকে ক্রিটিক করে বিকল্প তত্ত্ব দিতেন। এর পর তো ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হয়ে গেলাম। ততদিনে ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হয়ে গেছে। আমাদের নেতা ছিলেন রাশেদ খান মেনন।

প্রশ্ন : স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা ঘোষণা আপনার রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় অধ্যায়।

মাহবুব উল্লাহ: এই ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রেই রয়েছে। ষাটের দশকের শেষদিকে আমরা দেখলাম, বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার উঠেছে, সে জোয়ার রোধ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন থাকল- প্রকৃত স্বাধীনতা কি আসবে? আমাদের বিশ্বাস ছিল, আওয়ামী লীগের শ্রেণি-চরিত্রের কারণেই মানুষ কাঙ্ক্ষিত ফল পাবে না। তখন চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি বলত, তারা জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা চায়। কিন্তু স্বাধীনতার বিষয়টি তারা সামনে আনতে চায়নি। আমরা দেখলাম, সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিও ভাগ হয়ে গেছে। আমরা যোগাযোগ করলাম মেনন ও কাজী জাফরের সঙ্গে। তাঁরা না চাইলে সাংগঠনিকভাবে উত্থাপন করা যাবে না। দুতিন দিন পর বললেন, আপত্তি নেই। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পল্টনে আহূত জনসভায় আমি বক্তৃতা দিলাম এবং কর্মসূচি উত্থাপন করলাম। সেখানে মেনন, কাজী জাফরসহ অন্যান্য নেতা বক্তব্য রাখলেন। আমার ছোট ভাই মাহফুজ উল্লাহ প্রস্তাবটা পড়ল।



প্রশ্ন : কী প্রতিক্রিয়া হলো?

মাহবুব উল্লাহ: মজার বিষয়, ইত্তেফাক পত্রিকা উৎসাহী হয়ে আমাদেরও উস্কানিদাতা আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছিল। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে গেল। সামরিক আইনে মামলায় প্রধান অভিযোগ- পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখন্ডতা হুমকিতে ফেলা। দ্বিতীয় অভিযোগ- সামরিক আইনের সমালোচনা। এর পর আমি গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন : কীভাবে গ্রেপ্তার হলেন?

মাহবুব উল্লাহ: পল্টনের কর্মসূচির পর থেকে আমি বাসার বদলে হলে গিয়ে থাকতাম। কারণ তখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছিল সুরক্ষিত এলাকা। মার্চ মাসে চাঁদপুর অঞ্চলের নেতা বিএম কলিমুল্লাহ আমার কাছে এসে বললেন, মওলানা ভাসানীকে যেন রাজি করাই তাঁর এলাকায় একটা জনসভা করতে। আমি বললাম, মওলানা সাহেবকে পাওয়া যাবে না; আজই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাবেন। আমাদের এক কর্মী বলল, আমার গাড়ি আছে। আপনাকে দ্রুত বিমানবন্দরে নিয়ে আবার ফিরিয়ে আনতে পারব। আমি রাজি হলাম। বিমানবন্দরে মওলানা সাহেবের চারপাশে অনেক ভিড়। এর মধ্যে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কারও নামে হুলিয়া আছে কিনা। আমি বললাম, আমার নামে আছে। তিনি বললেন, এসবির লোকরা চলে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে একজন ডেকে নিজেকে ডিএসপি লোদি হিসেবে পরিচয় দিলেন। বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো। আমি বললাম, কী অভিযোগ? তিনি বললেন, গেলেই জানতে পারবেন। এর পর জিপে চড়িয়ে প্রথমে রমনা থানায়, সেখান থেকে সোজা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে গেল। গ্রেপ্তার হলাম ২১ মার্চ। সপ্তাহখানেক পর সামরিক আদালতে সামারিট্রায়াল হলো।

প্রশ্ন : বিচারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরেকটু বলুন।

মাহবুব উল্লাহ: একজন মেজর বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি দুচার কথা শুনেই রায় ঘোষণা করলেন- এক বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১৫ বেত্রদন্ড। কোর্ট দারোগা হিন্দু ভদ্রলোক বললেন, ১৫ বেত্রদন্ডে আপনার প্রাণহানি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। একটা মার্সি পিটিশন দেন। বললাম- মরলে মরে যাব; এদের কাছে মার্জনা চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু জেলে বসে পরের দিন পত্রিকায় যে সংবাদ এলো, তাতে বেত্রদন্ডের কথা ছিল না। আমি চিরকুট লিখলাম স্ত্রীর কাছে। সে একটি বিবৃতি দিল- আমার স্বামীকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে, জানানো হোক। আইএসপিআর জানিয়েছিল, তাঁকে এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। পরে শুনেছি, মেজরের রায় চূড়ান্ত অনুমোদনের সময় এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তা সংশোধন করেছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি কারাগারে থাকতেই তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো। ভেতরে থেকে কীভাবে টের পাচ্ছিলেন?

মাহবুব উল্লাহ: সংবাদপত্রে ঘটনাবলি অনুসরণ করছিলাম। ইত্তেফাক, দৈনিক পাকিস্তান, অবজারভার, ডন ও পাকিস্তান টাইমস পাওয়া যেত। এসব পত্রিকায় ছাপা হতো 'দুস্কৃতকারীরা' কোথায় কী করেছে। সেটা দেখে আমরা মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝতাম। জেল কর্মকর্তাদের কেউ কেউ খোঁজখবর দিতেন। ডেপুটি জেলার শামসুর রহমান রাজবন্দিদের পছন্দ করতেন। ১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করল। কারাগারে উৎসবের আমেজ। ডেপুটি জেলার মিষ্টি নিয়ে এলেন রাজবন্দিদের জন্য।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনারা কতজন রাজবন্দি ছিলেন?

মাহবুব উল্লাহ: সব মিলিয়ে ১৫ থেকে ২০ জন। এর মধ্যে বামপন্থি ৪-৫ জন। তেল-গ্যাস আন্দোলনের ইঞ্জিনিয়ার শহিদুল্লাহ, সরদার ফজলুল করিম ও কামরুদ্দিন আহমদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

প্রশ্ন : কারাগার থেকে বের হলেন কীভাবে?

মাহবুব উল্লাহ: জেলার নির্মল রায় ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি। যে কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীও তাঁকে হত্যা বা পদচ্যুত করেনি। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের পর তিনি বললেন– মুক্তির জন্য নতুন সরকারের অনুমোদন লাগবে। জেলের একজন কম্পাউন্ডার ছিলেন অতিউৎসাহী আওয়ামী লীগার। তিনি সারা শহর খুঁজে মুজিবনগর সরকারের কাউকে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করে জেনারেল অরোরার কাছে চলে গেলেন। অরোরা তাঁর নোটশিট থেকে একটি পৃষ্ঠা ছিঁড়ে শুধু এক লাইন লিখলেনওরিটার্ন অল প্রিজনারস ইন প্রিজন বাই দ্য মার্শাল ল অব পাকিস্তানএ কাগজটা এনে জেলারের কাছে দেওয়ার পরদিন সকাল ১০-১১টার মধ্যে পুরো কারাগার খালি। শুধু রাজবন্দি নয়; সব ফৌজদারি অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। ছাড়া পেয়ে দেখি, আমার এক খালু কোথায় যেন খবর পেয়ে জেলগেটে এসেছেন।

প্রশ্ন : একটি সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম, কারাগার থেকে বের হয়ে বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

মাহবুব উল্লাহ: ডিসেম্বরের ১৮ কি ১৯ তারিখ হবে। আমি, আমার স্ত্রী ও ছোট ভাই মাহফুজ উল্লাহ ধানমন্ডির পুরোনো ১৮ নম্বর রোডের বাড়িতে গেলাম। সেখানে একতলা বাড়িতে বেগম মুজিবকে রাখা হয়েছিল। সেখানে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাও ছিলেন। শেখ হাসিনার কোলে জয়কে দেখেছিলাম। বেগম মুজিব বললেন- বাবা, আমি তো শুনেছি, তোমাকে মেরে ফেলেছে! তুমি বেঁচে আছ! তারপর আমাদের চা-বিস্কিট দিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে এলাম। এর মধ্যে রাজনৈতিক কোনো বিষয় নেই। সামাজিক সম্পর্কের কারণে গিয়েছিলাম খোঁজ-খবর নিতে। সেটাও পরদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় সংবাদ হয়েছিল।

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলাদেশে তো আপনি ভাসানী ন্যাপে যোগ দিলেন।

মাহবুব উল্লাহ: মওলানা সাহেব যেদিন ভারত থেকে দেশে এসে পৌঁছালেন, সেদিনই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ছিলেন, কীভাবে ছিলেন? তিনি প্রথমে বলতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন- ইন্দিরা আমার স্নেহের। তাঁর বাবার সঙ্গে রাজনীতি করেছি; আমাকে কি অযত্ন করবে? অনেক খাতিরযত্ন করেছে ইত্যাদি। অনেক চাপাচাপি করার পর তিনি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বললেন- বুঝই তো, আমি ভিন্নমতের মানুষ! আমরা মূলত বোঝার চেষ্টা করছিলাম, মওলানা সাহেব ভারতে নজরবন্দিতে ছিলেন কিনা।

প্রশ্ন : পরিবার থেকে আপনাকে আবার রাজনীতিতে যোগ দিতে দিল?

মাহবুব উল্লাহ: বাবার মত ততদিনে পরিবর্তন হয়েছে। ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের সময় আমি ছাত্রনেতা; বড় বড় জনসভায় বক্তব্য দিই। শেখ সাহেব তো ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কারামুক্ত হলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি যে সংবর্ধনা সভা হয়, সেখানেও বক্তব্য দিয়েছি। আমার বাবা তখন কুমিল্লা টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। তিনি কুমিল্লা থেকে ট্রেনে ঢাকা আসছিলেন একজন সহকর্মীকে নিয়ে, চিকিৎসার জন্য। ট্রেনে উঠে দেখেন, একটি আসনও খালি নেই। ছাত্র দিয়ে ভরা; তারা ঢাকার জনসভায় যাবে। তারা গল্প করছিল, ছাত্রনেতা মাহবুব উল্লাহ কেমন বক্তব্য দেয়। এটা শুনে বাবার সহকর্মী তাঁদের বললেন, ইনি মাহবুব উল্লাহর বাবা। এ কথা শুনে সবাই আসন খালি করে দিল এবং বলল, আপনি শুয়ে যান। এই ঘটনার পর বাবা বললেন- আমি তো তার রাজনীতি পছন্দ করতাম না। এখন তো দেখি, সে ভালো কাজ করছে।

প্রশ্ন : ন্যাপ থেকে সরে এসেছিলেন কেন?

মাহবুব উল্লাহ: ১৯৭৩-৭৪ সালের দিকে মওলানা ভাসানীর কিছু বক্তব্য আমাদের বিভ্রান্ত করত। তিনি মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। আমরা রাজনৈতিক ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলাম। মুসলিম বাংলা করব- এটা কখনও চিন্তাও করিনি। তিনি ১৯৭২ সালে বলতেন, বাংলাদেশ এখনও অসম্পূর্ণ। আমাদের ১৪টা জেলা বাংলাদেশের বাইরে রয়ে গেছে। যতদিন এগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত না হবে, ততদিন সত্যিকারের বাংলাদেশ হবে না। যদিও আমরা এটা নিয়ে অত বিব্রত হতাম না। কারণ বৃহৎ বঙ্গের ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে।

প্রশ্ন : এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন?

মাহবুব উল্লাহ: আমরা ভিন্নমতের ছিলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেওয়া সময় অনুযায়ী সাক্ষাৎ করতে গেলাম সুগন্ধা ভবনে। ফরাসউদ্দিন ছিলেন তাঁর পিএস, আর রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছিলেন মুখ্য সচিব। গেটের কাছে তাঁদের অফিসে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ইন্টারকমে ডাক পড়ল। চায়ের কাপ ফেলে রেখেই গিয়ে গিয়ে দেখি একটি হলরুমে তিনি এক-দেড়শ লোক নিয়ে বসে আছেন। আমি চিন্তা করলাম, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি এত লোকের সঙ্গে বসে থাকেন, তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে মনোযোগ দেবেন কখন! আমরা কি কথা বলার পরিবেশ পাব! তবুও দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখেই তিনি বললেন- এই নেতা এসে গেছে, তোরা সব চলে যা! বিস্ময়করভাবে মুহূর্তের মধ্যেই হল খালি হয়ে গেল! তারপর আমাদের নিয়ে বসলেন বারান্দায়। সেখানে বেতের সোফা ও টেবিল পাতা। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন- হুজুর কী কয়? আমি বললাম, কী কয় তা তো আপনি নিজে দেখছেন। বাংলাদেশ অসম্পূর্ণ; ১৪টি জেলা বাইরে। শেখ সাহেব বললেন, এটা তো প্রিম্যাচিউর স্লোগান। তারপর বললেন, যেসব এলাকা বাইরে আছে, আগে ওদের দিল্লি থেকে বের হয়ে আসতে দে। তারপর আমি দেখব।

প্রশ্ন : শিক্ষকতায় এলেন কীভাবে?

মাহবুব উল্লাহ: রাজনৈতিক বিরোধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক পরীক্ষায় আমার ভালো ফল কেড়ে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস, অনেকটা জোর করে। আবেদনের সব আনুষ্ঠানিকতা তিনি নিজে সেরে দিয়েছেন। আমাকে বললেন, একটি বছর অন্তত শিক্ষকতা করেন। তারপর চাইলে ছেড়ে দিয়েন। সেখান থেকেই শিক্ষকতার মজা পেয়ে যাই।

প্রশ্ন : সমকালেই একটি নিবন্ধে আপনি মাও সে তুংকে উদ্দৃদ্ধত করেছিলেন- যেসব বুদ্ধিজীবী প্রকৃত বুলেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি, তাঁরাই চিনির আস্তরণমাখা বুলেটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। বাংলাদেশেও কি সেটাই ঘটেছে?

মাহবুব উল্লাহ: চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রসঙ্গে মাও কথাটি বলেছিলেন। চীনের বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় আমরা আরও অধম। বুদ্ধিজীবীরা জাতির সামনে ভালোমন্দ মতামত তুলে ধরবেন। পার্থক্য থাকবে আদর্শিক। কেউ লিবারেল বা মার্কসবাদী বা ইসলামপন্থি হতেই পারেন। কিন্তু আজকে নেহাত প্রাপ্তিযোগের জন্য বুদ্ধিজীবীরা যা করছেন, এসব দেখে খুব খারাপ লাগে। আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই অনেক বুদ্ধিজীবী পদ-পদবির জন্য আত্মসমর্পণ করতে থাকলেন।

প্রশ্ন : এভাবে আত্মসমর্পণের কারণ কী?

মাহবুব উল্লাহ: মূল কারণ নৈতিক স্খলন। আমাদের বুদ্ধিজীবী অনেকের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে। সমাজকে সঠিক পথে রাখতে বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকাটা পালন করতে পারতেন; বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীরা এখনও সেটা পালন করেন। আমাদের এখানে সেটা স্বাধীনতার পর থেকেই ব্যর্থ হয়েছে। এর সঙ্গে চিন্তার জগতে সংকীর্ণতা রয়েছে। আর রাজনৈতিক চাপ তো আছেই। সমাজে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটা খুব সহজ নয়। স্রোতের বিরুদ্ধে যারা সাঁতার কাটার চেষ্টা করে, তাদের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। দেখবেন, কলামে আমি যে কথা বলতে চাই; তা এখন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলি। কে এই শেষ বয়সে এসে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে মামলা খেতে যাবে?

প্রশ্ন : আপনি আত্মজীবনী লিখছেন। দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য জীবন পেরিয়ে এসে কোনো আক্ষেপ হয়?

মাহবুব উল্লাহ: আমার আক্ষেপ একটাই- যেভাবে চিন্তা করেছি, সেই বাংলাদেশটা হলো না। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে দেবে না। এ উপমহাদেশে বাংলাদেশ একটি স্বনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণতা পাক- এটা অনেক রাষ্ট্রই চাইবে না। তার সঙ্গে আমরা নিজেরা চরিত্র, চিন্তা ও চেতনার দিক থেকে দুর্বল হয়ে গেছি। আমাদের ভেতরকার যে শক্তি, সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : এই সাক্ষাৎকার যেদিন প্রকাশ হবে, সেদিন আপনার জন্মদিন। সমকালের পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা।

মাহবুব উল্লাহ: সমকালের জন্যও শুভ কামনা।

আমরা ভিন্নমতের ছিলাম, কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেওয়া সময় অনুযায়ী সাক্ষাৎ করতে গেলাম সুগন্ধা ভবনে। ফরাসউদ্দিন ছিলেন তাঁর পিএস, আর রফিকউল্লাহ চৌধুরী ছিলেন মুখ্য সচিব। গেটের কাছে তাঁদের অফিসে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ইন্টারকমে ডাক পড়ল।

বিজয়ের মাস

মুক্তিবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের ভাবনা

আগস্টের শুরুতে, জেনারেল স্যাম মানেকশ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা তাঁদের আক্রমণের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে গোপনে বিতর্ক শুরু করেন এবং বিস্তারিত যুদ্ধকৌশল তৈরি করতে থাকেন। স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো বড় রকমের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়, সীমান্তজুড়ে ফাঁড়ি স্থাপন করতে থাকে এবং 'পাল্টা নাশকতা ও পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তিমূলক পদক্ষেপ' নেওয়া শুরু করে।

(৭ পাতার পর)

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ভারতের একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে কে সিংও সাহসিকতার সঙ্গে সামরিক নকশার খসড়া তৈরি করে ফেলেন। কখন নির্দেশ আসে, সেই অপেক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে সেনাবাহিনী জুলাই নাগাদ অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, গোলাবারুদ ও অন্য সরঞ্জাম ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো শুরু করে।

আগস্টের শুরুতে, জেনারেল স্যাম মানেকশ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা তাঁদের আক্রমণের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে গোপনে বিতর্ক শুরু করেন এবং বিস্তারিত যুদ্ধকৌশল তৈরি করতে থাকেন। স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো বড় রকমের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়, সীমান্তজুড়ে ফাঁড়ি স্থাপন করতে থাকে এবং 'পাল্টা নাশকতা ও পাল্টা গুপ্তচরবৃত্তিমূলক পদক্ষেপ' নেওয়া শুরু করে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি ভারত সরকার এ সিদ্ধান্তে আসে যে শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে পাকিস্তান যদি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে না পারে, তবে ভারতকে ক্রমশ যুদ্ধের পথে এগোতে হবে। সরকারের শীর্ষস্থানীয় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিক ডি পি ধর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যদি বাঙালী বিদ্রোহীরা 'আমাদের দেশের ভেতর তাঁদের সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় লাভের নিশ্চয়তা পেয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে লড়াই শুরু করেন, তবে পরিস্থিতি পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর দিকে ঠেলে দেবে, সেই সম্ভাবনা খুবই থাকবে। এ রকম সম্ভাবনা দেখা দিলে আমাদের অকারণে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ যদি বেধেই যায়, তবে আপত্তি নেই। যুদ্ধ বাধুক, আমাদের তা এড়ানো উচিত হবে না।'

প্রবাসী সরকারের ভাবনা

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পুরোনো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মূল শক্তিকে ঘিরে একটা নিয়মিত সেনা ডিভিশন গঠন করার চেষ্টা করে। জুলাইয়ে এই অনিয়মিত ও প্রারম্ভিক পর্যায়ের সেনাদের ওপর ভরসা করে প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি একক কমান্ড সদর দপ্তর; যাদের এখন বাংলাদেশ ফোর্সেস নামে ডাকা হয়। এই বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ হন এম এ জি ওসমানী। বাংলাদেশ ফোর্সেসের অধীন পরিচালিত হয়ে স্বাধীনতাকামীরা একটা যুদ্ধপরিকল্পনা হাতে পান। কীভাবে বিদ্রোহ চালিয়ে যেতে হবে, তা এই পরিকল্পনায় উঠে আসে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ওসমানীর কর্মকর্তারা সব গেরিলাকে তাঁদের কমান্ডের অধীনে নিয়ে আসেন। সাতজন স্বাধীনতাকামী ও একজন অফিসারের সমন্বয়ে এক-একটি সেলে সংগঠিত করা হয় এই যোদ্ধাদের, যার তদারকিতে ছিলেন একজন করে রাজনৈতিক উপদেষ্টা। তাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁদের পিস্তল, রাইফেল, ছোট সাব-মেশিনগান বা হালকা মেশিনগান এবং সঙ্গে গানবোট উড়িয়ে দিতে কিছু রকেট লঞ্চার, বাংকার ও গোলাবারুদের ভান্ডারে সজ্জিত করা হবে। বেসামরিক লোকজনের পোশাক লুঙ্গি ও কুর্তা পরে তাঁরা স্থানীয় মানুষের মধ্যে মিশে যান। পরিকল্পনায় ছিল, যেখানে সম্ভব হবে সেখানে গেরিলারা তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি লড়াই করবেন। কমান্ডাররা চাইছিলেন, তাঁরা যেন 'ধারাবাহিকভাবে বড় এলাকায় সুপরিকল্পিত ও জোরালো, প্রতিদিনই বেগবান হওয়া, গেরিলা আক্রমণ' চালিয়ে যান, যার মধ্যে শত্রুপক্ষের এজেন্ট, তথ্যদাতা ও সহযোগীদের মেরে ফেলার বিষয়ও থাকবে। এটি ছিল এমন এক নিষ্ঠুর কাজ, যা খুব খারাপ কিছু ও নিপীড়নকেই ডেকে আনে। এ অবস্থায় বিদ্রোহীরা শুধু সেতু ও রেললাইন ধ্বংস করা নয়; বরং নদীবন্দর, শোধনাগার, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম ও তেলের গুদাম এবং বিমানঘাঁটিগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানান। কমান্ডাররা ধারণা করেছিলেন, এ পরিকল্পনা তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পাকিস্তানিদের 'রক্তপাত ঘটাবে ও অক্ষম' করে তুলবে। তাতে স্বাধীনতাকামীরা 'শত্রুদের শেষ নিশ্বাসটুকু কেড়ে নিতে' পারবেন। এরপর এই বিজয়ী অনিয়মিত বাহিনী 'একটা গেরিলা বাহিনী থেকে জনগণের সেনাবাহিনীতে' রূপান্তরিত হবে।

এই জোরালো পরিকল্পনার বিপরীতে বাস্তবতা ছিল বিশৃঙ্খলার। আর্চার ব্লাডের বন্ধু শহুদুল হক ত্রিপুরার একটি প্রশিক্ষণশিবিরে এক প্লাটুনের দায়িত্বে ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গর্ব করলেও তিনি বলেন, 'সব ক্ষেত্রে আধাখেঁচড়া অবস্থা দেখে আমি খুবই হতাশ হই।' তিনি বলেন, 'নেই কোনো টাকাপয়সা, গোলাবারুদ, সাজসরঞ্জাম। আমাদের শেখানোর জন্য আছেন শুধু কিছু ত্যাগী সেনা।' সেখানে কাঁঠাল ছাড়া অন্য কোনো খাবার ছিল না, যা আজও তিনি অপছন্দ করেন। বাঁশের তৈরি মঞ্চে ঘুমানোর সময় মৌসুমি ঝড়বৃষ্টিতে একরকম ভেসে যেতেন গেরিলারা।

বাংলাদেশী কমান্ডাররা, যাঁরা বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে থাকা ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার ওপর ক্ষিপ্ত ছিলেন, তাঁরা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভারতের সেনাবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) জানান। 'র'-এর প্রধান আর এন কাওয়ের কাছেও তাঁরা অভিযোগ করেন, গান্ধী সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত আসার পরও ইতিপূর্বে স্বাধীনতাকামীদের দেওয়া ভারতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অরোরার সেনারা সহায়তা করছেন না। জবাবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করে কাও বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো স্বেচ্ছাসেবকদের গেরিলা প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি।' তিনি সতর্ক করেন, ওসমানী ও অরোরার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে এবং 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে ভীষণ অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে'। কাও গান্ধীর সরকারকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী বাহিনীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশি দুই কর্মকর্তা কঠোরভাবে সতর্ক করেন, গুরুত্বপূর্ণ বর্ষা মৌসুমে ভারতের সমর্থন না বাড়লে এই গৃহযুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হবে এবং তা মানুষের দুর্দশা ডেকে আনবে। এটি আওয়ামী লীগকে উত্খাত করতে বিপ্লবীদের সহায়তা করবে, 'সে ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট চীন বামপন্থী বিপ্লবীদের স্বার্থ হাসিলের বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে'।

দিল্লিতে এই প্রতিবেদনগুলো পড়ে হাকসার ও অন্যান্য নেতার কাছে এটা পরিষ্কার যে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রক্তপাত ঘটাতে এবং আড়াল থেকে ভারতের সমর্থন পেলে ভয়াবহ রকমের ক্ষতি করতে সক্ষম। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের বাংলাদেশ থেকে হটাতে হলে ভারতের আরও সরাসরি হস্তক্ষেপ দরকার।

সূত্র: দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড আ ফরগটেন জেনোসাইড, গ্যারি জে ব্যাস, ২০১৩

গ্যারি জে ব্যাস: অধ্যাপক, পলিটিকস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি; পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী।

অনুবাদ: মো.আবু হুরাইরাহ্











চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন ও গুণীজন সম্মাননা

(শেষের পাতার পর)

পরিবারের উপস্থিতিতে বর্নাঢ্য আয়োজনে তাদের প্রিয় বিদ্যাপীঠের ৫৭তম জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানে। প্রধান অতিথি ছিলেন চবি'র বিজ্ঞান অনুষদের দুইবারের নির্বাচিত সাবেক ডীন ও পরিসংখ্যান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আব্দুল করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার (অব) জেনারেল তোফায়েল আহমেদ পিএসসি।

চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি এমলাক হেসেন ফয়সলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সভার শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. শিরিন আখতার পাঠানো ভিডিও বার্তা দেখানো ও শুনানো হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্মিত ডকুমেন্টরি প্রদর্শন করা হয়। মূল পর্ব সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশিক মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আয়োজক কমিটির কনভেনর প্রফেসর সোলায়মান আগত এলামনাই ও অতিথিদেরকে স্বাগত জানান। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব বদিউল আলম, প্রফেসর সিরাজ, হাবিবুর চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম, বদরুল হক আজাদ, সমাজ সেবক হেলাল উদ্দীন, কাজী মোবাশ্বর হাশেমী প্রমুখ।

দ্বিতীয় পর্বে কমিউনিটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য গুনীজন সম্মাননা প্রদান করা হয়: সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন- বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ও লং আইল্যান্ড ইউ-নিভার্সিটির শিক্ষক অধ্যাপক ড. শওকত আলী, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. আতাউল ওসমানী এমডি, এটর্নী মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর নুরুল ইসলাম, প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ (মরোনোত্তর), যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও লন্ডনের 'কারী এওয়ার্ড' প্রাপ্ত শেফ খলিলুর রহমান, ড. আবুল কাসেম, প্রফেসর কাজী ইসমাইল, নি-উইয়র্ক সিটি স্কুল বোর্ডের শিক্ষক শামীমা খানম শবনাজ, সমাজসেবী ইকবাল হোসেন, আব্দুর রহীম ও সামসুল ইসলাম মজনু, সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল হান্নান পান্না ও এমলাক হোসেন ফয়সল। অনুষ্ঠানে সম্মাননাপ্রাপ্তরা সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এরপর সকল এলামনাইদেরকে নিয়ে সভাপতি ও প্রধান অতিথি কেক কেটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করেন। তৃতীয় পর্বের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসের জন-প্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব ও ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা শশি গান পরিবেশন করেন। এছাড়াও চবি এলামনাই শামীমা

সহিংসতার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছে হোয়াইট হাউজ

(প্রথম পাতার পর)

সাথে আলাপকালে বলেছেন, বাংলাদেশে সহিংসতার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের চলমান ঘটন-াবলির ওপর ওয়াশিংটন খুবই ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখছে। দমন-পীড়ন, হয়রানি বা সহিংসতার কোনো ধরনের ভীতি ছাড়াই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেয়ার বাংলাদেশের জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

কিরবি বলেন, আমরা বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার এবং সহিং-সতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলো হয়রানি ও দমন-পীড়ন থেকে বিরত থাকুক। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর প্রতি হুমকি, সহিংস কর্মকাণ্ড চালানো বা সহিংসতাকে উসকে দেয়া যাতে না হয়, সে জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা মুখপাত্র সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর সহিংসতার ঘটনাগুলো পূর্ণ তদন্তের জন্যও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক সহিংসতায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন : পিটার হাস

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ঢাকায় ভীতি প্রদর্শন ও রাজনৈতিক সহিংসতার খবরে উদ্বিগ্ন। আমরা সব বাংলাদেশীকে আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সহিংসতা, হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। আমরা সরকারি কর্তৃপক্ষকে সহিংসতার এই প্রতিবেদনগুলো তদন্ত এবং মত প্রকাশের মৌলিক স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সুরক্ষার জন্য আহ্বান জানাই।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গতকাল দেয়া বার্তায় পিটার হাস এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারকারী নাগরিক সমাজের সাহসী সদস্যদের সাথে আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের তিনজন ব্যক্তিত্বকে চলতি বছর সম্মানিত করতে পেরে গর্বিত। তাদের একজন হলেন পরিবেশগত ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইকারী রিজওয়ানা হাসান, যাকে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) গত মার্চ মাসে একজন আন্তর্জাতিক সাহসী নারী (ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তরিকুল ইসলাম পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের সহ-য়তা করা ও পাচারকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য জুলাই মাসে মানবপাচারবিরোধী হিরো (এন্টি-ট্রাফিকিং ইন পারসনস হিরো) উপাধি পেয়েছেন। গত শুক্রবার রোজিনা ইসলাম দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য দুর্নীতিবিরোধী চ্যাম্পিয়ান (এন্টি-করাপসন চ্যাম্পিয়ান) সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। মানবাধিকার দিবসে আমরা তাদের ও অন্য আরো অনেকের নিবেদিত ও অনুপ্রেরণামূলক কাজ উদযাপন করছি।

রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রতিটি দেশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সোচ্চার হওয়া সরকারকে সর্বজনীন মানবাধিকারের অধীনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সব সাহসী ব্যক্তি ও তাদের পরিবারকে প্রায়ই ভয়, হুমকি, নির্বিচারে আটক, জোরপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, অনলাইনে দেয়া বক্তব্যকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এমন আইনের অধীনে অন্যায় অভিযোগ ও অন্যায্য বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। ২০২১ সালে এনজিওগুলোর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ৩০০ বেশি মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও পঞ্চাশের বেশি গণমাধ্যম কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আরো কয়েকশ' ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এই ধরনের দমন-পীড়ন যেখানেই ঘটুক না কেন, তা নিন্দনীয়।

যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ- উভয় দেশেই এখনো অনেক কাজ বাকি উল্লেখ করে পিটার হাস বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সর্বজনীন মানবাধিকারকে সমর্থন করা অব্যাহত রাখবে। আমরা স্বাধীনতাকামী ও মর্যাদার দাবিদার ব্যক্তিদের সাথে সংহতি প্রকাশের পাশাপাশি নিজ দেশে আইনের অধীনে সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালিয়ে যাবো। আমরা আমাদের নিজেদের ঘাটতিগুলো সমাধানে ও আরো ভালো কিছু করার জন্য আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করব। আমরা আশা করি, অন্য দেশগুলোও একইভাবে তাদের কাজগুলো করবে। মানবাধিকারের সর্বজনীনতার অর্থই হলো আমরা অবশ্যই নিজেদেরকেও একই মানদণ্ডের কাছে জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকব। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস আমাদেরকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের প্রত্যেকেরই মানবাধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্ব রয়েছে।

যুগপৎ আন্দোলন, সাত এমপির পদত্যাগ

(প্রথম পাতার পর)

এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ১০ দফা দাবিতে সমমনা ও সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এ আন্দোলন। ওইদিন ঢাকাসহ সব মহানগর ও জেলায় হবে গণমিছিল। এছাড়া দলের নেতাকর্মী গ্রেফতার ও হত্যার প্রতিবাদে ১৩ ডিসেম্বর সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি। সমাবেশে প্রধান অতিথি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ১০ দফা ও নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন দলীয় সাত সংসদ-সদস্য।

দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলের স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ১০ দফা উপস্থাপন করার কথা জানান ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, সমমনার পাশাপাশি সরকারবিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে এ ১০ দফা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ১০ দফা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দফা। এটা জনগণের দাবি। আমরা আশা করি, এ দাবির সঙ্গে সবাই একাত্মতা ঘোষণা করবেন। ২৪ ডিসেম্বর ১০ দফার ভিত্তিতে সারা দেশে গণমিছিল হবে। এটা হবে সমমনা দলগুলোকে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের প্রথম কর্মসূচি। আগামীতে এ ১০ দফা আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিটি কর্মসূচি আমরা যুগপৎভাবে পালন করব। সরকার বিদায়ে জনগণ ধৈর্যসহকারে এ কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাবেন-এমন আশা করে মোশাররফ বলেন-স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারকে জনগণ আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না। শেখ হাসিনাকে যত দ্রুত সম্ভব পদত্যাগ করে নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। কর্মসূচি ঘোষণাকালে উপস্থিত নেতাকর্মীরা হরতাল-অবরোধসহ কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচির দাবিতে স্লোগান দেন। এ সময় মোশাররফ বলেন, আপনারা যে কর্মসূচি চাচ্ছেন সেগুলোও সময়মতো ঘোষণা করা হবে।

এদিকে গণসমাবেশ থেকে সরকার পতনে বিএনপির ঘোষিত ১০ দফা দাবি ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে সমমনা ও সরকারবিরোধী কয়েকটি রাজনৈতিক দল। তবে ২০ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী অনেকটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। বিএনপির ঘোষিত দফা ও কর্মসূচির প্রতি সরাসরি তারা সমর্থন জানায়নি। তবে দলীয়ভাবে ১০ দফা ও ২৪ ডিসেম্বর সারা দেশে গণমিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

জ্বালানি তেল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, দলীয় কর্মসূচিতে নেতাকর্মী নিহত হওয়ার প্রতিবাদসহ কয়েকটি দাবিতে ১০ বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপি। ১২ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিভাগে গণসমাবেশের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়। সবশেষ ঢাকার গণসমাবেশ দিয়ে তা শেষ হলো। এসব কর্মসূচি পালনে নানাভাবে বাধার মুখে পড়েন নেতাকর্মীরা। সব বাধা উপেক্ষা করে প্রতিটি সমাবেশেই উপচে পড়া ভিড় ছিল।

শনিবার সকাল সোয়া ১০টায় কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে ঢাকার গণসমাবেশের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। শেষ হয় বিকাল সাড়ে ৪টায়। গণসমাবেশকে ঘিরে সায়েদাবাদ বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্কবস্থায় দেখা যায়। সাঁজোয়া যান, জলকামান, প্রিজন ভ্যানসহ বিভিন্ন যান রাখা ছিল বিভিন্ন সড়কের মোড়ে। সমাবেশকে কেন্দ্র করে পরিবহণ ধর্মঘট ঘোষণা করা না হলেও সকাল থেকে রাজধানীর সড়কে কোনো গণপরিবহণ দেখা যায়নি। ব্যক্তিগত যানও ছিল কম। শহরের বিভিন্ন মোড়ে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সতর্কাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে ও মহানগর দক্ষিণের সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনু ও উত্তরের সদস্য সচিব আমিনুল হকের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, বরকতউল্লাহ বুলু, এজেডএম জাহিদ হোসেন, আহমেদ আজম খান, কেন্দ্রীয় নেতা ফরহাদ হালিম ডোনার, মাহবুব উদ্দিন খোকন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, জয়নাল আবেদীন, আবদুস সালাম আজাদ, নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম, তাবিথ আউয়াল, সালাহউদ্দিন আহমেদ, কায়সার কামাল, মীর সরাফত আলী সপু, শিরিন সুলতানা, আবুল কালাম আজাদ, বেনজীর আহমেদ টিটু, দেওয়ান মো. সালাউদ্দিন, ডা. রফিকুল ইসলাম, মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, নজরুল ইসলাম আজাদ, কাজী আবুল বাশার, আশরাফ উদ্দিন বকুল, হুমায়ুন কবির খান, সাইফুল আলম নিরব, ইশরাক হোসেন, ওমর ফারুক শাফিন, আকরামুল হাসান, হাবিবুর রশিদ হাবিব, ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী, নরসিংদীর সদস্য সচিব মঞ্জুর এলাহী প্রমুখ। এছাড়া অঙ্গসংগঠনের মধ্যে মহিলা দলের আফরোজা আব্বাস, যুবদলের মামুন হাসান, স্বেচ্ছাসেবক দলের এসএম জিলানি, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাদেক আহমেদ খান, শ্রমিক দলের আনোয়ার হোসাইন, কৃষক দলের হাসান জাফির তুহিন, তাঁতী দলের কাজী মনিরুজ্জামান, মৎস্যজীবী দলের আবদুর রহিম, উলামা দলের মাওলানা আবুল হোসেন, ছাত্রদলের কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণ। সম্প্রতি হামলায় মারা যাওয়া সাবেক সংসদ-সদস্য শাজাহান খানের ছেলে শিপুল খান, গুম হওয়া সাজেদুল ইসলাম সুমনের বোন সানজিদা ইসলাম তুলিও এদিন বক্তব্য দেন। সমাবেশে সিনিয়র নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, আবদুল আউয়াল মিন্টু, শামসুজ্জামান দুদু, নিতাই রায় চৌধুরী, মিজানুর রহমান মিনু, আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জয়নুল আবদিন ফারুক, ভিপি জয়নাল আবেদীন, তাজমেরী এসএ ইসলাম, হাবিবুর রহমান হাবিব, এসএম ফজলুল হক, মজিবুর রহমান সারোয়ার, হাবিব উন নবী খান সোহেলসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের দমন-পীড়ন ও গণবিরোধী কার্যক্রম তুলে ধরে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, অতীতে ৯টি সমাবেশ করেছি সেগুলোতে সরকার বাধার সৃষ্টি করেছে। সবশেষ পল্টনে বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে আমাদের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে। কিন্তু সরকারের এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মানুষ নদী সাঁতরিয়ে, ভেলাতে পার হয়ে, সাইকেলে, হেঁটে তারা ওইসব সমাবেশ সফল করেছে। আজও (শনিবার) সরকার এই সমাবেশে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঢাকা বিভাগের সাধারণ মানুষ এই সমাবেশে অংশ নিয়ে সরকারের রক্তচক্ষুর জবাব দিয়েছে। জনগণ বার্তা দিয়েছে যারা গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে, তাদের নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তারা এ সরকারকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না, অনতিবিলম্বে এ সরকারের বিদায় দেখতে চায়।

তিনি বলেন, সরকার জনবিচ্ছিন্ন বলেই বিএনপির সমাবেশকে ভয় পায়। তারা বিএনপিকে কোনো সমাবেশ করতে দিতে চায় না। এরা গণতন্ত্র চায় না। স্বাধীনতার পর এই আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল কায়েম করেছিল। এখন আবারও অলিখিত বাকশাল কায়েম করা হয়েছে। ফলে যারাই আজ গণতন্ত্র চায়, ভোটের অধিকারের কথা বলে তাদের ভয় পায়।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, শেখ হাসিনা ও তার সরকার এই সমাবেশ বানচাল করতে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে। যানবাহন বন্ধ করেছে, জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। আর তারা (সরকার) বলে নয়াপল্টনের সড়কে যদি বিএনপিকে সমাবেশ করতে দেওয়া হয় তাহলে নাকি জনদুর্ভোগ হবে। অথচ ৫ দিন ধরে পল্টনের রাস্তা দিয়ে মানুষ যেতে দেয় না, গাড়ি চলে না, দোকানপাট, বিপণিবিতান, মার্কেট বন্ধ।

সিইসিকে উদ্দেশ করে গয়েশ্বর বলেন, এখনো সময় আছে আপনি মানে মানে কেটে পড়েন। রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন একটি নির্বাচন দিন। দেশের বিশিষ্টজনদের ডেকে নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার গঠন করুন।

ড. আব্দুল মঈন খান বলেন, সরকার মিথ্যা মামলা-হামলা, গুম-খুন, হুমকি-ধমকি দিয়ে এ দেশের মানুষকে দমন করে রাখতে চায়। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর কোথাও কোনো স্বৈরাচারী সরকার জোর করে ক্ষমতায় থাকতে পারে না। আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, অনেকে সমাবেশের কয়েক দিন আগে এসেছেন। অনেক কষ্ট করেছেন। দেশকে ভালোবেসে তারা এসেছেন, তাতে কারও কোনো যন্ত্রণা নেই। বুকের রক্ত দিয়ে হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনব।

ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, এত বাধার পরও সমাবেশে মানুষের ঢল নেমেছে। প্রমাণ হয়েছে, যত গুলি করেন, কোনো গুলি মানুষের কাছে গুলি না। দশটা সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা ওয়ার্মআপ করেছি। এরপর থেকে শুরু হবে রাজপথে মিছিল, সংগ্রাম।

১০ দফা দাবি ও কর্মসূচিতে বিভিন্ন দলের সমর্থন : দীর্ঘদিন পর জামায়াতের প্রকাশ্য কর্মসূচি ঘোষণা : এদিকে বিএনপি ঘোষিত ১০ দফা দাবি ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে সমমনা বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। শনিবার বিবৃতির মাধ্যমে তারা এ সমর্থন জানায়। এদের বেশিরভাগই ২০ দলীয় জোটের শরিক। দলগুলো হলো-বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর), এনপিপি, বাংলাদেশ জাতীয় দল, জাগপার একাংশ, বাংলাদেশ এলডিপি, ইসলামী ঐক্য জোট, এনডিপি, ন্যাপ-ভাসানী, মুসলিক লীগ, জমিয়াতে ওলামা ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও এবি পার্টি।

এদিকে ২০ দলীয় জোটের শরিক জামায়াতে ইসলামী বিএনপি ঘোষিত ১০ দফা দাবি ও কর্মসূচির প্রতি সরাসরি সমর্থন জানায়নি। তারা দলীয়ভাবে ১০ দফা দাবি ও নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। দেশব্যাপী যুগপৎ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শনিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এ ১০ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়েছে বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়। একইসঙ্গে এ দাবি আদায়ে ২৪ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহর ও জেলায় জেলায় গণমিছিল করবে দলটি।

তবে সাত দল নিয়ে গঠিত গণতন্ত্র মঞ্চ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এ দফা ও কর্মসূচিতে সমর্থন জানায়নি। তারা আলোচনা করে দ্রুতই সিদ্ধান্ত জানাবে। এ প্রসঙ্গে গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে বিএনপির গণসমাবেশে যোগ দেওয়ায় জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। এতে প্রমাণ হয় সরকারকে আর এক মুহূর্তও চায় না জনগণ। মানুষ ভোটাধিকার চায়। একই সঙ্গে প্রশাসন ও রাষ্ট্র সংস্কার চায়। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করতে চায়। সেই লড়াইয়ে সবাইকে যুগপৎভাবে অংশ নিতে হবে। এটাকে এখন বাস্তব রূপ দিতে হবে।

এমপিদের পদত্যাগের ঘোষণা : একাদশ জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির সংসদ-সদস্যরা। গোলাপবাগ মাঠে বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশে দলের সাতজন সংসদ-সদস্যই পদত্যাগের ঘোষণা দেন। সমাবেশে বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির সংসদ-সদস্য গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ প্রথম পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এরপর অন্য সংসদ-সদস্যরা একে একে পদত্যাগের কথা জানান। দেশের বাইরে থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের মো. হারুনুর রশীদের পক্ষে গোলাম মোহাম্মদ পদত্যাগের কথা জানান।

সংসদ-সদস্য রুমিন ফারহানা বলেন, আমরা সাতজন এমপি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদত্যাগ করেছি। এ সরকারের অবৈধ পার্লামেন্টে আমরা আর থাকতে পারি না। আমাদের একজন হারুন অর রশীদ ৭ বার এমপি ছিলেন। বিদেশে থাকায় এ সমাবেশে নেই। উনি পদত্যাগপত্রে সই করে গেছেন। উনি আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, দলের সব কর্মকান্ডের সঙ্গে আছেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের সবার পদত্যাগপত্র অলরেডি ই-মেইলে (স্পিকারের কাছে) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল (রোববার) হাতে হাতে সংসদে পৌঁছে দেব।

পদত্যাগের কারণ জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা দলের সিদ্ধান্তে সংসদে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম যেটুকু স্পেস আছে, সেটুকুকে কাজে লাগাতে। তারপরেও তারা আমাদের বক্তব্য দিতে দেয়নি, মাইক বন্ধ করে দিয়েছে। এখন এই সংসদে থাকা আর না থাকা সমান কথা।

বিএনপির সাতজন সংসদ-সদস্য হলেন-উকিল আব্দুস সাত্তার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২), হারুন অর রশীদ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩), জিএম সিরাজ (বগুড়া-৭), আমিনুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২), জাহিদুর রহমান (ঠাকুরগাঁও-৩), মোশাররফ হোসেন (বগুড়া-৪) ও রুমিন ফারহানা (সংরক্ষিত নারী আসন)।

বিজয় দিবস স্মরণে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মসূচী গৃহীত

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ সোসাইটি সহ প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। বিজয় দিবস উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। এদিকে শিল্পকলা একাডেমী ইতিমধ্যেই বিজয় দিবস উদযাপনের পাশাপাশি সংগঠনের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে।

বাংলাদেশ সোসাইটি: মহান বিজয় দিবস স্মরণে বাংলাদেশ সোসাইটির অনুষ্ঠান হবে ১৮ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় ওজনপার্কের দেশী সিনিয়র সেন্টারে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে শিশু-কিশোরদেও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাণনা প্রদান, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি সফল করতে সোসাইটির সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরীকে আহ্বায়ক, কার্যকরী সদস্য আবুল বাশার ভূইয়াকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়াকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি সফল করতে সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিপা: মহান বিজয় দিবস এবং বিপা'র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী বিজয় উৎসব ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় এবং ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে।

বাংলাদেশ জ্যামাইকাবাসী: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী জ্যামাইকাবাসী, নিউইয়র্ক এর ব্যানারে ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় হিলসাইড এভিনিউস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে ও পার্টি হলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ফ্রেন্ডস সোসাইটি অব মিশিগান: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটি অব মিশিগান আরোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ১৮ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬টায় স্থানীয় আল শাহী প্লেসে এই অনুষ্ঠান হবে।

ফিলাডেলফিয়া: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ফিলাডেলফিয়া সিটি হল প্রাঙ্গনে 'জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস' উদযাপন করা হবে। বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে।

মারতে এলে এবার হাত ভেঙে দিতে হবে

(প্রথম পাতার পর)

দিয়ে মারবে, সেই হাত ভেঙে দিতে হবে। যে হাত দিয়ে মানুষকে আগুন দিতে আসবে, সেই হাত আগুনে পোড়াতে হবে। পোড়ার যন্ত্রণাটা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। এখনো পোড়া মানুষগুলোর অবস্থা দেখলে চোখে পানি আসে। এদের কীসের ক্ষমা, এদের আর ক্ষমা নেই। তিনি আরও বলেন, বারবার আঘাত দেবে আর আমরা চুপ করে বসে থাকব, সেদিন আর নেই। এতদিন চুপ করে বসে ছিলাম। কারণ, আমরা বাংলাদেশকে একটা পর্যায়ে নিতে চেয়েছিলাম। আজ দেশের অর্জনটা হয়ে গেছে। কাজেই এখন আর দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না। বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের এক যৌথ সভায় তিনি এসব কথা বলেন। দলের সম্পাদকমন্ডলীর সঙ্গে ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সভাপতি-সম্পাদক এবং ঢাকা উত্তর-দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এ সভায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। নেতাকর্মীদের মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা-খুন, মানি লন্ডারিং-এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের শান্তিকে বিনষ্ট করতে দেওয়া হবে না। সবাই প্রস্তুত থাকবেন, কোনো মানুষের একটা ক্ষতিও যেন তারা করতে না পারে। দোকানপাট সর্বত্র বলে দেবেন তারাও যেন প্রতিবাদ করে। এর আগে বহু যন্ত্রণা দিয়েছে তারা। আমরা অনেক সহ্য করেছি। এভাবে আমার কৃষক-শ্রমিক, আমাদের নেতাকর্মী, কারও গায়ে হাত দিলে আর ক্ষমা নেই।

সরকারপ্রধান বলেন, এরা (বিএনপি) কীভাবে অত্যাচার করেছে, সেটা তুলে ধরতে হবে। বিএনপির অপকর্ম তুলে ধরতে হবে। আমাদের যেসব নেতাকর্মী বিএনপির হাতে মার খেয়েছে, তাদের বসে থাকলে চলবে না। মানুষকে জানাতে হবে ওরা কী করতে পারে, কী করে। বসে বসে আর মার খাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, অগ্নি-সন্ত্রাসীদের, স্বাধীনতাবিরোধীদের আর ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না-এটা পরিষ্কার কথা। ওরা আমাদের উৎখাত করবে? ওরা পকেট থেকে এসেছে আবার পকেটেই থাকবে। গণতন্ত্রের কথা ওদের মুখে মানায় না। এবার যেন আর কোনো বিআরটিসির বাস পোড়াতে না পারে। যেটা পোড়াতে যাবে, এখন তো সবার হাতে ক্যামেরা, ভিডিও ফুটেজ দেখে যেই হাতে আগুন দেবে, সেই হাত সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে দিতে হবে। কোনোদিন বলিনি, এখন বলব, আর মার খাওয়ার সময় নেই। তারেককে ফেরত পাঠাতে ব্রিটিশ সরকারকে বলব : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মুচলেকা দিয়ে গিয়েছিল সাজাপ্রাপ্ত আসামি। আমি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারেক জিয়াকে বাংলাদেশে ধরে এনে সাজা বাস্তবায়ন করব। আমেরিকা খুনি পালতেছে একটা। আবার কানাডা পালে আরেকটা। পাকিস্তানে আছে দুইটা। সবার কাছে বলব, এই খুনিদের ফেরত পাঠাতে হবে। আর ব্রিটিশ সরকারকে বলব তারেক জিয়াকে দেশে ফেরত পাঠাতে। কারণ, সে সাজাপ্রাপ্ত আসামি। তারা (বহির্বিশ্ব) মানবতার কথা বলে, দুর্নীতির কথা বলে, আবার সেই খুনিকে, দুর্নীতিবাজকে তাদের দেশে আশ্রয় দেয়। কাজেই তাকে বাংলাদেশের কাছে হ্যান্ডওভার করতে হবে। এই দেশে নিয়ে এসে সাজা বাস্তবায়ন করব। যেসব দেশ আমাদের দেশের গণতন্ত্রের কথা বলে, তাদের দেশের অবস্থা তো আমরা জানি। প্রতিদিন মানুষ খুন হয়, ভোটের সময় ভোট চুরি হয়েছে বলে তাদের ক্যাপিটালেও আক্রমণ হয়, পাঁচ-ছয়জন গুলি করে মারে, আর তাদের কাছ থেকে আমার গণতন্ত্রের ছবক নিতে হবে! বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানকে উদ্দেশ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, আমাকে যখন আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হলো, আমি তখনই দেশে চলে আসছি। ওর (তারেক জিয়া) বাপও (জিয়াউর রহমান) তো আমাকে ঠেকাতে পারেনি। আবার যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তখনও পারেনি। এতই নেতৃত্ব দেওয়ার শখ, দেশের বাইরে পালিয়ে থেকে কেন? ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি, সেই সুযোগে ডিজিটালি কথা বলে।

গুনে গুনে অত্যাচারের জবাব দিতে পারতাম: বিএনপির সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরপরই একেকজন বাড়ি দখল করে রাতারাতি পুকুর কেটে কলাগাছের বাগান করেছে। মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। ছয় বছরের মেয়ে থেকে শুরু করে ৬০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সেই পূর্ণিমা-ফাহিমা শুরু করে সারা দেশের কত নাম বলব-সবার চিকিৎসা করতে হয়েছে। অনেকে লজ্জায় নাম প্রকাশ করেনি। তিনি বলেন, ২০০১ সালে যে অত্যাচারটা আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর করেছে, ২০০৯-এ ক্ষমতায় আসার পর গুনে গুনে সেই অত্যাচারের জবাব দিতে পারতাম, সেই ক্ষমতা আওয়ামী লীগ রাখে। কই আমরা তো করিনি। আমরা তো তাদের ওপর এইভাবে অত্যাচার-নির্যাতন করতে যাইনি।

কত তেল আছে দেখব: আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সবাই 'আরাম-আয়েশে' ব্যবসা করছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেসব মিডিয়া এখন ধরনা দিচ্ছে, এত টেলিভিশন, এ তো আমারই দেওয়া। আমি যদি উন্মুক্ত না করে দিতাম, এত মানুষের চাকরিও হতো না, এত মানুষ ব্যবসাও করতে পারত না। আর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সে বিএনপির ব্যবসায়ীই হোক বা আওয়ামী লীগের ব্যবসায়ী হোক, সবাই কিন্তু শান্তিতে ব্যবসা করছে। তিনি বলেন, হাওয়া ভবনও আমরা খুলিনি, খাওয়া ভবনও খুলিনি। বরং ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছি। আবারও হাওয়া ভবন এলে, আরেকটা নাম দেবে। আবারও চুষে চুষে খাবে। শান্তিতে ব্যবসা করতে হবে না।

সংবাদকর্মীদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিএনপিকে যারা তেল মারছে, আমরা তাদেরও হিসাব করব। আওয়ামী লীগের সময় আরাম-আয়েশ করে ব্যবসা করে খাচ্ছে তো, কারও ব্যবসায় আমরা বাধা দিইনি। সবাইকে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা করতে দিয়েছি। তিনি বলেন, বিএনপির আমলে তো এত আরামে ব্যবসা করতে পারেনি। এই মিডিয়া একটা উলটাপালটা লিখলেই তো মারত। তারপরও এত আহ্লাদ কীসের? এত তেল মারা কীসের? আমি তো জানি না। কত তেল আছে আমি দেখব।

'ঘোটে ডাল ফোটে না': বিএনপির সরকার পতনের হুমকি উড়িয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ ভেসে আসেনি, আওয়ামী লীগ মাটি ও মানুষের সংগঠন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতের সংগঠন। ক্ষমতায় আসতে বিএনপি বিদেশি সংস্থার কাছে ধরনা দিচ্ছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কথায় কথায় অন্যদেশের প্রতি ধরনা দেয়। হ্যাঁ, একবার তারা ধরনা দিয়ে সফল হয়েছিল ২০০১-এ। এখনো ভাবছে সেটাই পারবে। বাংলায় একটা কথা আছে, 'ঘোটে ডাল ফোটে না'। আগাম ঘোটা দিলে সেই ডাল ফোটে না। এটা বোধহয় তারা জানে না। এখন আর হবে না। আমরাও জানি কী করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সময় সভায় দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান ও অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, এসএম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, সাখাওয়াত হোসেন শফিক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস প্রমুখ।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুল রহমান, সাধারণ সম্পাদক এসএম মান্নান কচি, দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমদ মন্নাফি, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, কৃষক লীগ সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ, সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেসবাউল হোসেন সাচ্চু, সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি প্রমুখ।









আর্জেন্টিনা-ক্রোয়েশিয়া ফ্রান্স-মরক্কো সেমি ফাইনালে

(প্রথম পাতার পর)

খেলায় মরক্কো পর্তুগালকে এবং অপর খেলায় ফ্রান্স ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে সেমি ফাইনালে উঠে। ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রথম সেমি ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও ক্রোয়েশিয়া এবং ১৪ ডিসেম্বর বুধবার অপর সেমি ফাইনালে ফ্রান্স ও মরক্কো একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ব্রাজিলের বিদায়, ক্রোয়েশিয়া সেমি ফাইনালে

কোয়ার্টার ফাইনালে থেমে পড়লো হট ফেভারিট ব্রাজিলের অভিযান। ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে চমক দেখালো ক্রোয়েশিয়া। শুক্রবার (৯ ডিসেম্বর) টাইব্রেকারে ব্রাজিলকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কাটে গতবারের রানার্সআপ ক্রোয়াটরা। ম্যাচের ১২০ মিনিটের খেলা শেষ হয় ১-১ গোলের সমতায়। এদিন ম্যাচের শেষটা ছিল নাটকীয়তায় ভরা। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে দারুণ গোলে ব্রাজিলকে এগিয়ে নেন নেইমার জুনিয়র। তবে নির্ধারিত সময়ের তিন মনিটি বাকি থাকতে সুন্দর এক গোল আদায় করে ক্রোয়েশিয়াকে সমতায় ফেরান ব্রুনো পেটকোভিচ। তবে আবারো ক্রোয়েশিয়ার নায়ক ডমিনিক লিভাকোভিচ। পুরো ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার অতন্দ্র প্রহরীর রূপে থাকা গোলরক্ষক শেষ ঝলকটা দেখালেন টাইব্রেকারে। এদিন ব্রাজিলের প্রথম শটই রুখে দেন তিনি। শেষে আরেক শট মিস করেন মারকিনহোস। এতে এক শট বাকি রেখেই ৪-২ ব্যবধানে জিতে যায় ক্রোয়াটরা।

মেসি-এমিলিয়ানো ঝলকে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

ফুটবল কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকায় কাল হাসছিল আর্জেন্টাইন সমর্থকে ঠাসা লুসাইল স্টেডিয়ামের গ্যালারি। এই হাসি ছড়িয়ে পরছিল তামাম দুনিয়ার আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকদের মাঝেও। তারা প্রস্তুত হচ্ছিল রঙিন উৎসবের। তখনই ১৫ মিনিটের এক ঝড়ে থেমে যায় নীল-সাদার উত্তাল ঢেউ, শুরু হয় কমলা রংয়ের উন্মাদনা। অবশেষে সমতা ভাঙার লড়াইয়ে নায়ক বনে গেলেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। প্রতিপক্ষের দুটি শট ঠেকিয়ে দলকে তুলে নিলেন কাতার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে। লুসাইল স্টেডিয়ামে শুক্রবার (৯ ডিসেম্বর) দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা ২-২ গোলের সমতায় শেষ হয়। পরে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতে উল্লাসে মাতে আর্জেন্টিনা। আগামী ১৪ই ডিসেম্বর এই লুসাইল স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ নেইমারদের বিদায় করা ক্রোয়েশিয়া।

২০০২ বিশ্বকাপ জেতার পর টানা চার আসরে নকআউট পর্বে ব্রাজিল থামে ইউরোপের চার দলের বিপক্ষে হেরে। নেইমারের রেকর্ড ছোঁয়া গোলে মনে হচ্ছিল কেটে যাচ্ছে সেই গেরো। কিন্তু লক্ষ্যে রাখা একমাত্র শটেই গোল করে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। সেখানে শেষ হাসি হাসে গতবারের রানার্সআপরা। ব্রাজিলের বিদায়ের পরই শঙ্কা জেগেছিলো আরেক লাতিন দল আর্জেন্টিনাকে নিয়ে। তবে সেই শঙ্কা উড়িয়ে মাঠের খেলায় ঝলক দেখান মেসি। নিজে এক গোল করার সঙ্গে এক অ্যাসিস্ট করেন তিনি। পরে টাইব্রেকারে আলো কাড়েন এমিলিয়ানো।

গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই শুরুর একাদশে ছিলেন আনহেল ডি মারিয়া। কিন্তু বাঁ উরুর চোটে শেষ ষোলোয় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারেননি আর্জেন্টাইন উইঙ্গার। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষেও একাদশে রাখা হয়নি এই জুভেন্টাসের ফরোয়ার্ডকে। আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি এদিন দল সাজান ৫-৩-২ ছকে। মিডফিল্ডার আলেহান্দ্রো গোমেসের জায়গায় নেওয়া হয় ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজকে। তিন সেন্টার-ব্যাকের পাশে দুই উইংব্যাক হিসেবে নামেন নাহুয়েল মোলিনা ও মার্কোস আকুনিয়া। বোঝাই যাচ্ছিল, গোল খেতে চায় না আর্জেন্টিনা। শুরুর দিকে ওইভাবে গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কোনো দলই। তবে গোলরক্ষক আন্দ্রিস নেপোর্টের ভুলে ম্যাচের ৮ মিনিটেই একটা বিপদ হতে পারত নেদারল্যান্ডসের। বক্সে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ থাকার পরেও সতীর্থকে পাস বাড়ান নেপোর্ট। আলভারেজ বলটা নিয়ন্ত্রণে নিতে না পারায় বেঁচে যায় ডাচরা। ডেনজেল ডামফ্রিস কয়েকবার চেষ্টা করেছেন আক্রমণে যেতে, তবে তাকে সামলে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডাররা। এর মধ্যেই ২২ মিনিটে মেসি একটা শট নিয়েছেন, তবে সেটা গোলমুখের ধারেকাছেও যায়নি। ৩৩ মিনিটে রদ্রিগো ডি পল শট নিয়েছেন। তবে এত দুর্বল শট ছিল সেটা, গোলরক্ষকের কষ্টই হয়নি সেটা ধরতে। মেসির জাদুকরী মুহূর্তটা আসে এরপরপরই। ডান দিক দিয়ে গড়ে ওঠা আক্রমণে বল নিয়ে এগিয়ে যান আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তারপর একটু বাঁ দিকে গিয়ে অসাধারণ এক পাস বাড়ান মোলিনার দিকে। দারুণ ফিনশিংয়ে বল জালে পাঠান মোলিনা। এটি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে মোলিনার প্রথম গোল। ম্যাচের ৬৩ মিনিটে মেসির ফ্রিকিক অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে গোল বঞ্চিত হয় আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৭২ মিনিটে বক্সের মধ্যে আকুনাকে ফেলে দেন ডামফ্রিস। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সেই পেনাল্টি থেকেই গোল করে ব্যবধান ২-০ করেন লিওনেল মেসি। এই গোলের মাধ্যমে গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতাকে ধরে ফেললেন মেসি। বিশ্ব মঞ্চে বাতিস্তুতা ও মেসির গোল সমান ১০টি করে। ৬ গোল নিয়ে এবারের বিশ্বকাপ শুরু করেছিলেন ৩৫ বছর বয়সী মেসি। আসরে পাঁচ ম্যাচে তার গোল হলো ৪টি। শেষ ষোলোয় অস্ট্রেলিয়ার জালে বল পাঠিয়ে দিয়েগো ম্যারাডোনার ৮ গোল ছাড়িয়ে যান তিনি। এবার পাশে বসলেন বাতিস্তুতার।

৮২তম মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করে নেদারল্যান্ডস। ডানদিক থেকে সতীর্থের ক্রস ১২ গজ বক্সে পেয়ে দারুণ গোলে স্কোরলাইন ২-১ করে ফেলেন ভাউট ভেগোর্স্ট। যোগকরা ১০ মিনিটের একেবারে শেষ সময়ে এক ফ্রিকিক থেকে ম্যাচে ২-২এ সমতা আনে নেদারল্যান্ডস। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে সমতা থাকলে খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার গোল করেন মেসি, পারেদেস, মন্তিয়েল, লাওতারো মার্টিনেজ। মিস করেন এনজো ফার্নান্দেজ। আর ভ্যান ডাইক আর ভার্গিসের টাইব্রেকার আটকে নায়ক বনে যান আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

ইতিহাস গড়ে সেমিফাইনালে মরক্কো, পর্তুগালের বিদায়

আল থুমামা স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়লো মরক্কো। পর্তুগালকে হারিয়ে প্রথম আফ্রিকান ও আরব দল হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে তারা। ইউসুফ আন-নাসেরির একমাত্র গোলে পর্তুগালকে ১-০তে হারিয়েছে মরক্কো।

৪২তম মিনিটে লিড নেয় মরক্কো। ইয়াহিয়া আতিয়াতুল্লাহর ক্রস থেকে হেডে পর্তুগালের জালে বল পাঠান ইউসুফ আন-নাসেরি। এই গোলের সুবাদে মরক্কোর হয়ে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি (৩) গোল করার রেকর্ড গড়েছেন সেভিয়ার তারকা নাসেরি। ৪৫তম মিনিটে ব্রুনো ফার্নান্দেজের শট প্রতিহত হয় বারে। প্রথমার্ধে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মরক্কো।

প্রথমার্ধে ৭টি শট নিয়েছে পর্তুগাল। দুটি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে মরক্কো ৫ শটের একটি লক্ষ্যে রেখেছে। সেখান থেকেই গোল। ৫১তম মিনিটে রুবেন নেভেসের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রোনালদো। তবে মরক্কোর রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না পর্তুগাল। ৮৪তম মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের বুলেট গতির শট ঠেকিয়ে দেন মরক্কোর গোলরক্ষক ইয়াসিন বুনু। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ১-০তে এগিয়ে ছিল মরক্কো। যোগকরা সময়ে প্রথম মিনিটে (৯০+১ মিনিট) রোনালদোর নিচু শট আটকে দেন বুনু। ৯৬তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন মরক্কো। কিন্তু গোলরক্ষকে একা পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি আবুলখালাল।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে ১৯৬৬ সালের পর কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি পর্তুগাল (৭ হার)।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিতে ফ্রান্স

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছলো ফ্রান্স। সেমিফাইনালে শিরোপাধারী ফ্রান্স লড়বে এবারের চমক দেখানো দল মরক্কোর সঙ্গে। গতকাল আল খোরের আল বাইত স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারায় দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা।

পল পগবার ইনজুরিতে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। তবে ২২ বছরের তরুণ অরেলিয়েন চুয়ামেনি বুঝিয়ে দিলেন কেন তাকে পগবার সঙ্গে তুলনা করা হয়। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে ১৭তম মিনিটে চুয়ামেনিকে ডি-বক্সের অনেকটা সামনে পাস বাড়ান আঁতোয়ান গ্রিজম্যান। ডান পায়ে শট নেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা চুয়ামেনি। বুলেট গতিতে বল ঠিকানা খুঁজে নেয় ইংল্যান্ডের জালে। ইংলিশ গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান অধিনায়ক হ্যারি কেইন। এতে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ওয়েইন রুনিকে স্পর্শ করেন টটেনহ্যাম হটস্পার তারকা।

ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে দুজনেরই ৫৩ গোল। রুনি ১২০ ম্যাচে এবং কেইন ৮০ ম্যাচ খেলে করেন এ কীর্তি। প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে এর আগে বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি ইংল্যান্ড (৬ হার, ২ ড্র)। অন্যদিকে, প্রথমার্ধে লিড নিয়ে এর আগে কোনো ম্যাচে হারের নজির ছিল না ফ্রান্সের (২৫ ম্যাচে ২৪ জয়, ১ ড্র)।

এদিন ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে ইংল্যান্ডের একটি আক্রমণ এবং ফিল ফোডেনের জোরাল শট রক্ষণে প্রতিহত হয়। এরপরই শুরু হয় ফ্রান্সের একের পর এক আক্রমণ। কখনও বাঁ দিক থেকে আবার কখনও ডান দিক দিয়ে। সপ্তদশ মিনিটে তেমনই এক আক্রমণে বাঁ দিক থেকে একজনকে কাটিয়ে ডান দিকে বল বাড়ান এমবাপ্পে। সতীর্থের পা ঘুরে বল পান অরলিয়া চুয়ামেনি; তবে কেউ হয়তো ভাবতে পারেননি অতদূর থেকে শট নেবেন তিনি। কিন্তু এক পলকে সামনে ফাঁকা জায়গা থেকে রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার নিলেন জোরাল শট, গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড ঝাঁপিয়েও নাগাল পেলেন না। আন্তর্জাতিক ফুটবলে চুয়ামেনির এটি দ্বিতীয় গোল।

গোল খেয়েই আক্রমণে জোর দেয় ইংল্যান্ড। ২৬তম মিনিটে ডান দিক থেকে বক্সে ঢোকার মুখে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জে হ্যারি কেইন পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে তারা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি, ভিএআরেও তেমন কিছু ধরা পড়েনি। তিন মিনিট পর কেইনের জোরাল শট একজনের গায়ে লেগে লক্ষ্যেই ছিল, ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন ফরাসি গোলরক্ষক হুগো লরিস।

বিরতি থেকে ফিরে দ্রুতই সমতায় ফেরে ইংলিশরা। ৫২তম জুড বেলিংহামের পাসে ডিবক্সের ভেতর বল পান বুকায়ো সাকা। পুরো ম্যাচে উজ্জ্বল নৈপুণ্য দেখানো সাকাকে এ সময় ফেলে দেন ফ্রান্সের গোলদাতা চুয়ামেনি। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ২০১৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে নিজে গোল করার পর নিজেদের ডি বক্সে ফাইল করে প্রতিপক্ষকে পেনাল্টি দিয়েছিলেন ইভান পেরিসিচ। এবার তেমন কিছু দেখা গেলো চুয়ামেনির বেলায়।

জোরালো স্পট কিকে গোল আদায় করেন হ্যারি কেইন। এর পর আক্রমণের ধার বাড়ে ইংলিশদের। ৭২তম মিনিটে সুযোগ নষ্ট করেন কেইন। ৭৬ মিনিটে এক প্রতিআক্রমণ থেকে অলিভিয়ের জিরুর জোরালো শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ইংলিশ গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। তবে পরের মিনিটেই কর্নার থেকে পাওয়া সুযোগে দারুণ হেডে গোল করেন জিরুই। সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল ইংল্যান্ডেরও। ৮৩তম মিনিটে নিজেদর ডি বক্সে ইংলিশ তারকা ম্যাসন মাউন্টকে ফাউল করেন ফরাসি ডিফেন্ডার থিও হার্নান্দেজকে। আবারও পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। কিন্তু এবার স্পট কিক বারের উপর দিয়ে মারেন হ্যারি কেইন।

ডা.এস এ মালেকের ইন্তেকাল

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শোক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম সদস্য, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি, সাবেক সংসদ সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক রাজনৈতিক উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা.এস এ মালেকের ইন্তেকালে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, ডা.এস এ মালেক মঙ্গলবার (৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় রাত ১১টা ১০ মিনিটে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি চার সন্তানসহ অসংখ্য স্বজন ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যাসহ শরীরের নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। খবর ইউএনএ'র।



ডা. মালেকের মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, মহান আল্লাহ পরকালে তাঁকে যেনো জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করেন।

ডা. এস এ মালেক মালেক ৬ দফা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণসহ তৎকালীন সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ফরিদপুর-১ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

জানাজা ও দাফন সম্পন্ন: এদিকে মরহুম ডা. মালেকের জানাজার নামাজ বুধবার (৭ ডিসেম্বর) বাদ যোহর রাজধানী ঢাকার কলাবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে তাঁর মরদেহ মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাজায় বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগ উপদেষ্টামন্ডলীর অন্যতম সদস্য আমির হোসেন আমু, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এম এ মোমেন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুস সোবহান গোলাপ এমপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আখতারুজ্জামান, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইয়াফেস ওসমান, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আবদুল ওয়াদুদ, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. শামসুদ্দীন ইলিয়াসসহ অনেক নেতা কর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।







VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

নিউইয়র্কে স্টেট, মহানগর উত্তর-দক্ষিন বিএনপির বিক্ষোভ

ঢাকায় গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'পুলিশী হামলা, দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার'র প্রতিবাদে নিউইয়র্কে স্টেট, মহানগর উত্তর-দক্ষিণ বিএনপি ও শ্রমিক দলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ করেছেন। গত ৭ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে ডাইভার্সিটি প্লাজায় এই কর্মসূচী নেয়া হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচীতে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মাওলানা অলিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সদস্য-সচিব সাঈদুর রহমান সাঈদ, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ)'র আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সদস্য-সচিব বদিউল আলম, উত্তরের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী, সদস্য জাফর তালুকদার, স্টেট বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক নাসিম আহমেদ, আনিসুর রহমান, হুমায়ূন কবীর, শহিদুল ইসলাম শিকদার এবং বদরুল হক আজাদ, যুগ্ম সদস্য-সচিব রিয়াজ মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সহ সভাপতি আবুল কাসেম, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার মঞ্চের সভাপতি জসিমউদ্দিন (ভিপি), যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম শাহীন সহ সিদ্দিকুর রহমান, এম এ মান্নান, মোস্তাক আহমেদ, মোফাজ্জল ভূইয়া, আবুল কালাম, মোস্তফা আহমেদ প্রমুখ অংশ নেন।

সমাবেশে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সকলকে যোগদানের আহবান জানান। কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশে বিএনপি নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার-নির্যাতনের আলোকে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়। এসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, গত ৭ ডিসেম্বর বুধবার পুলিশ বিএনপি কার্যালয়ের সামনে অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। পুলিশ বিএনপির কার্যালয়ে ঢুকে তছনছ করে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এতে দলের এক কর্মী নিহত হয়েছেন। পুলিশ দিয়ে হামলা, গুলি, গ্রেপ্তার করে গণমানুষের আন্দোলন দমন করা যাবে না।

বিএনপি'র ৭ এমপি'র পদত্যাগের ঘোষণা

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর : সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপি থেকে নির্বাচিত ৭ এমপি। গতকাল দলটির ঢাকা বিভাগীয় গণসমাবেশ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন তারা। বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচিত গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ গণসমাবেশে বলেন, সাড়ে ৩ বছর আমরা এই সংসদে ছিলাম। এই সংসদে জনগণের কথা আওয়ামী লীগ বলেনি। আওয়ামী লীগ এই সংসদকে বানিয়েছে সংসদ নেতার বন্দনার বাক্স। আমি একটি সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিতে চাই। আমরা সংসদে ৭ জন আছি; শুক্রবার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি, তারা সংসদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিলাম। এদিন গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ প্রথম পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এরপর অন্য সংসদ সদস্যরা একে একে পদত্যাগের কথা জানান।

দেশের বাইরে থাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের মো. হারুনুর রশীদের পক্ষে গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ পদত্যাগের কথা জানান। সংসদ থেকে পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ করে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, আজকে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করে পদত্যাগপত্র ই-মেইলে পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ থেকে অবৈধ সংসদে আমরা নেই। তিনি বলেন, আজ (শনিবার) অফিস বন্ধ। তাই কাল আমরা সরাসরি সেখানে পদত্যাগপত্র জমা দেবো। সংসদে আমরা জনগণের পক্ষে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বার বার আমাদের মাইক বন্ধ করে দিয়েছিল। পদত্যাগের ঘোষণা দেয়া সংসদ সদস্যরা হলেন- চাঁপাই নবাবগঞ্জ-২ আসনের মো. আমিনুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-৩ আসনের মো. হারুনুর রশীদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের আবদুস সাত্তার, বগুড়া-৪ আসনের মো. মোশাররফ হোসেন, বগুড়া-৬ আসনের গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ এবং ঠাকুরগাঁও-৩ আসনের জাহিদুর রহমান এবং সংরক্ষিত নারী অসনের সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা।



অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটিজ


বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক
ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

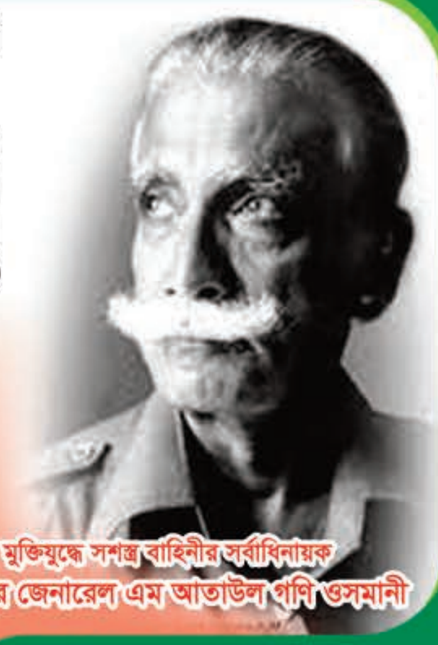
জয় বাংলা, জয় বাংলাদেশ

বিজয়ের বায়ান্ন

১৬ ডিসেম্বর ২০২২

স্থান: গুলশান ট্যারেস
Gulshan Terrace
59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377

সময়: বিকাল ৫টা - রাত ১২টা


মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
বঙ্গবীর জেনারেল এম আতাউল গণি ওসমানী


স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রধান নেতা
সিরাজুল আলম খান


বিএলএফ নেতা
কাজী আরেফ আহমেদ


বিএলএফ নেতা
আব্দুর রাজ্জাক


২ মার্চ ১৯৭১ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জয় বাংলা
বাহিনীর প্রধান ডাকসু ভিপি আসম আব্দুর রব
স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন

মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডারগণ


মেজর জিয়াউর রহমান বীর উত্তম


মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম


মেজর খালেদ মোশাররফ বীর উত্তম


মেজর কে এম শফিউল্লাহ বীর উত্তম


মেজর সি আর দত্ত বীর উত্তম


মেজর বীর শওকত আলী বীর উত্তম


উইং কমান্ডার খন্দকার বশার বীর উত্তম


মেজর নাজমুল হক বীর উত্তম


মেজর এম এ মঞ্জুর বীর উত্তম


মেজর এম এ জলিল বিএ বীর উত্তম


মেজর আবু তাহের বীর উত্তম


মেজর আবু ওসমান চৌধুরী বীর উত্তম


সাংস্কৃতিক পরিবেশনা :
রিজিয়া পারভীন, চন্দন চৌধুরী, প্রিয়া ডায়েস ও টনি ডায়েস


আহ্বায়ক
বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
Tel: 646-769-0966
Email: netlake111@gmail.com
অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব
বাংলাদেশী ইউনিভার্সিটিজ

শুধুমাত্র আমন্ত্রিত
অতিথিদের জন্য

BANGLA CDPAP

ALEGRA HOME CARE INC.

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইন্‌ক
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইন্‌ক

banglacdpap.com
alegracare.com
888-212-3237 (Toll Free)



সাহিত্য সাময়িকী

দুখু বাঙাল-এর দুটি কবিতা

কারে কয় রূপবতী, কাহারে সুন্দর

ভিখেরি হতে লজ্জা নেই, হাতপাতা ভিক্ষায় শরম।

দিতে যদি চাও কিছু রৌদ্রের বাসন ভরে দিও
ভিক্ষুক হলেও সে অন্ন লয় সোনার থালায়
আমি তো একজীবন ভিখেরি ছিলাম- কুসুমভিক্ষুক
অথচ এই পৃথিবীতে আজ বড় ফুলের আকাল
বৃষ্টির সরলতায় ডানে-বাঁয়ে যেদিকে তাকাই
বুঝে ওঠা ভার কারে কয় রূপবতী, কাহারে সুন্দর।

ভিখেরি হতে লজ্জা নেই- হাতপাতা ভিক্ষায় শরম।

ঘুরাও জাহাজ তুমি

দিকে দিকে আছড়ে পড়ে শিশুর ক্রন্দন
থমকে যায় সামুদ্রিক ঢেউ, শিশু কাঁদিতেছে
মাস্তুলে উজান পাখি, ঘুরাও জাহাজ।

ঘুরাও জাহাজ তুমি লঙ্কা অভিমুখে
তোমার জাহাজে শুধু খাদ্য নয়
ভালোবাসার জ্যোৎস্নাটাও দুগ্ধ হয়ে আছে।

রাত্রির দুয়ারে কাঁদে অভুক্ত সন্তান
ও মেঘ, দুগ্ধবতী মেঘ- মায়াবতী মেঘ
ভুলে গিয়ে অপেক্ষার বিরহী কৈলাস
তুমিও ফেরালে দিক সিংহল সমুখে!

সুবেহ সাদিক

সালেহীন সাজু

সুবেহ সাদিক। তখনো শহর জেগে উঠেনি
চারিদিকে শেষ রাত্রির সুনশান নিস্তব্ধতা
বকুল, বেলী, শিউলি কুড়াতে গিয়ে আমি কুড়িয়ে আনি
আঁজলা ভর্তি রঙ-বেরঙের সেঞ্চুরি পাতা,
ভোরের শিরশির স্নিগ্ধ বাতাসে মিশে ছিলো হিম শীতলতা।
ক্ষণিক পরেই জেগে উঠে ঘুমন্ত খেয়াঘাট

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ডেকে উঠে কয়েকটি কালো কাক
শান্ত, নিশ্চল, নিথর গাঙ্গে জোয়ার ওঠে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই জোয়ার আছড়ে পড়ে

পথে-ঘাটে, বাস স্টপ কিংবা ট্রেন স্টেশনে। ছড়িয়ে পড়ে
ডানকিন ডোনাট, স্টারবক্সের ধুমায়িত কফি কাপে
হঠাৎ চোখ আটকে যায় নিউজ স্ট্যান্ডে পত্রিকার হেড লাইনে
ইংরেজীতে লেখা ছিলো তাতে "রেড ওয়েব স্টপড"!
মুহূর্তেই উদয়ের আভা ছড়িয়ে পড়ে নীল আকাশে।

ইসটিমার

মঈনুস সুলতান

মেঘে মেঘে যখন দিগন্তের দিকে দানা মেলে জোড়া রঙধনু
শীতলক্ষ্যার জলতল থেকে সবার অগোচরে ভেসে ওঠে
শ্যাওলামাখা পেল্লায় এক প্যাডেল ঘূর্ণিত ইসটিমার-
জিওনকাঠির ছোঁয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে জলডোবা যাত্রীদের দেহমনতনু,
ডেকে শতরঞ্জি বিছিয়ে জমে তাস-পাশায় তৎপরতা বেশুমার;

চাকা ঘোরে অবিকল পুরনো দিনের বিলুপ্ত সাময়িকীতে মুদ্রিত
জজমাট গল্পের মতো-
ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভেঁপুতে শিহরিত হয় কচুরিপানার বেগুনি ফুল যত,
চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মাছ -কুমিরের পাঠশালায়
বেদে নৌকাগুলো চূর্ণিত জলের স্রোতধারা থেকে দ্রুত দূরে সরে যায় ;

রাতনিশীথে চরে আটকা পড়ে চিমনিতে বাষ্প ছড়ানো জলযান,
চোখের পলকের মতো জ্বলে নেভে অসংখ্য জিনিপোক-
অশরীরী অবয়বে শিহরণ তুলে খালাসিরা বিগত সময়ের জাগ্রিতিতে খুঁজে পরিত্রাণ,
চাঁদের একটি রেখাও আটকে থাকে ধোঁয়া ছড়ানো চিমনির ডগায়-
সামান্য দূরে- কোথায় যেন ডিগবাজি খায় শুশুক ।

জ্বর নেমেছে

এইচ বি রিতা

পড়ে যায় শরীর তার
জ্বর নেমেছে গায়ে, ভীষণ জ্বর।
সূর্য ছুঁয়ে গেছে মধ্য-আকাশ
কুয়াশায় ঢেকেছে মন
কাঁপুনি উঠে তাই শীতল প্রবাহে
বুজে আসে গোল গোল চোখ-

জ্বর নেমেছে গুঁয়ে তার; ভীষণ জ্বর।
বুকে কাঁপন পুরাতন অভ্যাসে
বিড়ালছানা মিউমিউ ডাকে
বোধ খোয়া যায় মমতার কাছে
ভীত মন তারে কোথায় রাখে-

জ্বর নেমেছে গায়ে তার; ভীষণ জ্বর।

যাযাবর রাত্রি

আলম মাহবুব

কালো রঙ্গের ওড়নাতে যাযাবর রাত্রি ওড়ে
অগ্নি রঙা চোখ জেগে থাকে
স্বপ্ন ভাঙ্গা বুকের ভেতর।

নদী জলে প্রেম-সমুদ্র
দূরে কোথাও আলো কাতর হাড়
উত্তাপ ছড়ায়।

হরিৎ পৃথিবীতে লাবণ্য পোড়ে
এটমের ফসিল দগদগে ক্ষতের আয়নায়
জটিল কুহকে দীর্ঘশ্বাসের কাহিনি
করুণ মনস্তাপ।

রিরংসার রান্নাবান্নায় মানুষতো ভাজা মাছ
হাঁটু মোড়া প্রেম নিঃশব্দে উপসংহার।

আড়ালে

অনন্য সা'দাত জয়

নিশাচর জ্যোৎস্না ভিজিয়ে দেয় অবারিত গ্রাম
রেলপথের শেষ স্টেশন
তোমার বাড়ির আঙিনা
পানকৌড়ির সিঞ্চিত ঠোঁটে পড়ে নীলাভ ছায়া

পথহারা দিকভ্রান্ত
বাউন্ডুলে পথিক হারায় পথের দিশা
স্থলপদ্ম
নতজানু সময়ের পরিক্রমা

আড়ালে যে চাঁদ দেখে তোমার কপোলের লক্ষী টোল
সে রসাতলে যাক
অতল বিতল ত্রিতল তলাতল মহাতল আর পাতালে যেয়ে
সে করুক পেত্নীর উপাসনা।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



১২ বছরের ছোট অর্জুনের সঙ্গে প্রেম নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মাইলাইকার

বিনোদন ডেস্ক: আরবাজ খানের সঙ্গে ১৭ বছরের সংসার জীবনের ইতি টেনে বলিউড ড্যান্সকুইন মালাইকা অরোরা প্রেম করছেন ১২ বছরের ছোট অর্জুনের সঙ্গে। আর এ নিয়ে সমালোচনার তীর যেন বারবার তার দিকেই ছুটে যায়। সম্প্রতি ফের সমালোচনার মুখে পড়েছেন এ অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে অর্জুনের সঙ্গে প্রেম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মালাইকা। মালাইকা বলেন, আমি শুধু বয়সে বড় নই, বরং নিজের চেয়ে কম বয়সী ব্যক্তির সঙ্গে ডেট করছি। এটি আমার সাহস। কিন্তু আমি তার জীবন খারাপ করছি না। আমি সবাইকে বলতে চাই– তার জীবন নষ্ট করছি না, অর্জুন কাপুর কোনো স্কুলগামী বাচ্চা নন, যে নিজের পড়াশোনা মন দিয়ে না করে অন্য কিছু করে বেড়াচ্ছে। আর এমনও নয় যে, আমরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ডেট করছি।

অভিনেত্রী আরও বলেন, অর্জুন এবং আমি দুজনেই অ্যাডাল্ট। সম্পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক। নিজেদের জীবনের যে কোনো সিদ্ধান্ত আমরা নিজেরাই নিতে পারি। যদি একজন বয়স্ক মানুষ একজন অল্প বয়সি মেয়েকে বিয়ে করেন, তখন তিনি ভালো খেলোয়াড়। আর এর উল্টোটা ঘটলেই, সবাই বলতে শুরু করে শুধু যৌনতার জন্য নারীটি এমন করছেন। কিন্তু কেন তখন এটিকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেন না আপনারা?

এর আগে মালাইকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও বিষয়টি অর্জুন একেবারেই অস্বীকার করেন এবং এ সম্পর্কিত প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমকর্মীদের ওপর ব্যাপক ক্ষিপ্ত হন।

হৃদয়ের খুব কাছের একজন সম্পর্কে লিখতে চাই - সুবর্ণা মুস্তাফা-

বিনোদন ডেস্ক: শোবিজের দর্শকনন্দিত তারকা সুবর্ণা মুস্তাফা। তার চোখে ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে সুন্দরী নারী হচ্ছেন মৌ। তিনি মৌকে নিয়ে শনিবার একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। সুবর্ণা স্ট্যাটাসে মৌ লিখেছেন- কাউকে তার জন্মদিন বা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানানো একটি প্রথা চালু হয়েছে। এটি খুব ভালো। আজ আমি আমার ও অনেকের হৃদয়ের খুব কাছের একজন সম্পর্কে লিখতে চাই।



মৌয়ের প্রশংসা এভাবে শুরু করেছেন সুবর্ণা মুস্তাফা, সাদিয়া ইসলাম মৌ আমাদের দেশের সুপার মডেল। আমি তাকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। আমি তার ভেতরে এবং বাইরে এই সুন্দর এক ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠতে দেখেছি। তারপর বিয়ের পর তার জীবনে একটা পর্যায় আসে যখন সে তার সন্তান, স্বামী, সংসারের দিকে মনোযোগ দেয় এবং খুব আরামে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

সুবর্ণা মুস্তাফা মৌয়ের ক্যারিয়ায় প্রসঙ্গে লিখেছেন- আমি নিশ্চিত যে তার মা তাকে সাবধানে থাকতে বলেছিলেন, আমিও তাই করেছি। আমি তাকে ক্রমাগত কাজ করতে, নাচতে, ডায়েট করতে বলেছিলাম...। তার সম্পর্কে আমি একটি দীর্ঘ গল্প সংক্ষিপ্ত করে বলতে চাই। তিনি যেভাবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, এবং আজ তার দিকে তাকান। তাহলেই বুঝতে পারবেন আজ তিনি একজন সফল অভিনেত্রী। আমার কাছে তিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তিনি যে পোশাকই পরেন তাতেই তিনি অনন্যা। যেমন- শাড়ি, বিপ্লব শাহার উদ্ভাবনী বিভিন্ন ড্রেস, যা-ই পরেন তাতে সে সবার নিঃশ্বাস কেড়ে নেয়। মুগ্ধ করে। প্রত্যেকটি পোশাকেই তাকে পরির মতো ও মায়াবী দেখায়।

মৌয়ের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে সুরর্ণা লেখেন, মৌ তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, তিনি শুধু নিজের রূপ দেখানোর জন্য সবার মাঝে নিজেকে তুলে ধরেননি। নিজেকে প্রকাশের মাধ্যমে তিনি তার প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যা তার কাজের প্রতি সবার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেজন্য তিনি আলাদা হয়ে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছেন। কেউ শত চেষ্টা করলেও একজন সাদিয়া ইসলাম মৌ হতে পারে না।

মৌকে নিয়ে এই স্ট্যাটাস দেওয়ার পর শোবিজের অনেক তারকা এটি শেয়ার করেছেন। কেউ কেউ সুবর্ণার কথার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন। মৌও স্ট্যাটাসটি দেখে ভীষণ আনন্দিত ও আপ্লুত হয়েছেন।

যে কারণে ছেলের হাতে খুন হলেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক: ভারতীয় টিভি অভিনেত্রী বীণা কাপুর নিজ ছেলের হাতে খুন হয়েছেন। তার ছেলে শচীন কাপুর সম্পত্তির জন্য মাকে বেসবল ব্যাট দিয়ে আঘাত করেন। এ আঘাতেই বীণা কাপুরের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে।



প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, সম্পত্তির জন্য বীণাকে বেসবল ব্যাট দিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেন তার ছোট ছেলে শচীন কাপুর। বীণার মৃত্যু নিশ্চিত করার পর প্লাস্টিকের ব্যাগে করে লাশ রায়গড়ের জঙ্গলের মাথেরান নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

ভারতীয় গণমাধ্যমসূত্রে জানা গেছে, ছোট ছেলে শচীন কাপুরের কাছে থাকতেন বীণা কাপুর। সম্পদ নিয়ে এ রকম কিছু ঘটতে পারে, তা আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বড় ছেলে। কয়েক দিন ধরে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে জুহু পুলিশকে জানান তিনি।

এরপরই অভিযুক্ত ছেলে শচীন কাপুরকে আটক করে বীণা কাপুরের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এখন পুলিশের হেফাজতে আছেন ৪৩ বছর বয়সী শচীন। বীণা কাপুরের খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তার পরিচালক ছোটু ওরফে লালুকুমার মন্ডলকেও (২৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা যায়, অনেক দিন ধরে প্রায় ১২ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে মা বীণা কাপুরের সঙ্গে ছোট ছেলের ঝামেলা হচ্ছিল। তার জেরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাকে হত্যা করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই নৃশংস ঘটনা প্রকাশ করেছেন বীণা কাপুরের সহ-অভিনেত্রী নীলু।এরপর থেকে বিনোদনজগতে তোলপাড় চলছে। মাকে কেউ এভাবে হত্যা করতে পারেন-তা মানতে পারছেন না সবাই।



‘পরীমনিকে ভুল প্রমাণ করতে’ বিশেষ ভিডিও বানালেন মিম!

বিনোদন ডেস্ক: গত মাসে হঠাৎ করেই নিজের স্বামী চিত্রনায়ক শরিফুল রাজ ও বিদ্যা সিনহা মিমের মধ্যে বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কের ইঙ্গিত দেন পরীমনি। এ নিয়ে মিডিয়া পাড়ায় বেশ কিছু দিন আলোচনা-সমালোচনা হয়। তবে তবে সেই সব অভিযোগই উড়িয়ে দেন মিম। এবার পরীমনির সেই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করতে বিশেষ এক ভিডিও বানালেন মিম।

জানা গেছে, সম্প্রতি কক্সবাজার সমুদ্র তীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন মিম। সেখানে গিয়ে ভিডিওটি তৈরি করেন তিনি। ভিডিওটি শুক্রবার (১০ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন নায়িকা।

ভিডিওতে দেখা গেছে, সমুদ্র তীরে বালিতে বসে নিজের ভালোবাসার মানুষের নাম আঁকছেন মিম। বালির ওপর নায়িকা লেখেন, ‘আমি তোমায় ভালোবাসি, সোনি।’ আর তা দেখেই এটা স্পষ্ট যে, তিনি স্বামী সোনি পোদ্দারের প্রেমে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত গত ৯ নভেম্বর গভীর রাতে স্বামী শরিফুল রাজের সঙ্গে চিত্রনায়িকা মিমকে জড়িয়ে স্ট্যাটাস দেন পরীমনি। একই স্ট্যাটাসে রাজ-মিম জুটির পরাণ ও দামাল ছবির পরিচালক রাফিকেও ‘দালাল’ বলে আখ্যায়িত করেন। আর মিমকে বলেন নিজের স্বামী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে।

ফেসবুকে পরীমনির এমন স্ট্যাটাস দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই মিম তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে কারও নাম উল্লেখ না করেই নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। উল্টো স্বামীর সঙ্গে ধুমধাম করে পালন করেন নিজের জন্মদিন। এরপর পরীমনি আরেকটি স্ট্যাটাস দেন মিমকে নিয়ে। সেই স্ট্যাটাসে মিমের সঙ্গে তার কথাবার্তার স্ক্রিনশটাও ফাঁস করেন।

এক পর্যায়ে পরীমনিরও মনের সব সন্দেহ দূর হয়। সেটা আন্দাজ করা যায় তার ফেসবুক পোস্ট দেখে। সম্প্রতি রাজের সঙ্গে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন নতুন সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে।

পূজার সঙ্গে প্রেম করছেন সালমান!

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডে অনেক নায়িকাকে ঘিরে প্রেমের খবর বেরিয়েছে ভাইজানখ্যাত সালমান খানের জীবনে। সঙ্গীতা বিজলানি, সোমি আলি, ঐশ্বরিয়া রাই, ক্যাটরিনা কাইফ; সালমানের প্রেমিকার তালিকা বেশ দীর্ঘ। কিন্তু ৫৬ পেরিয়ে আজও সালমান বলিউডের ‘এলিজেবল ব্যাচেলর’। শিগগির বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন এমন কোনো লক্ষণও নেই। এরইমধ্যে জনপ্রিয় অভিনেত্রী পূজা হেগড়ের সঙ্গে নাম জড়িয়ে গেছে সালমান খানের।



‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধেছেন সালমান খান ও পূজা। আলোচিত এ ছবিটি আগামী ঈদে মুক্তি পাবে। বলিউডে পূজার ‘সার্কাস’ ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে চলতি মাসেই। সেই ছবির প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত তিনি। এরইমধ্যে বেরিয়েছে সালমান ও পূজার প্রেমের গুঞ্জন। এক ব্যক্তির টুইটকে ঘিরে বেরিয়েছে এই জল্পনা। তবে সালমান বা পূজা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে সালমানের লুক প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিটির শুটিংও শেষ। তবে ছবিতে পূজার লুক এখনো প্রকাশ করা হয়নি। গুঞ্জন উঠেছে, সালমানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও ছবিতে কাজ করবেন পূজা। যদিও সে বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।



আরেকটি নতুন রেকর্ড গড়লেন রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক: মরক্কোর বিপক্ষে বদলি নেমে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড স্পর্শ করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড আগে থেকেই ছিলো। এবার সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডেও নাম লেখালেন পর্তুগাল অধিনায়ক। দোহার আল থুমামা স্টেডিয়ামে শনিবার (১০ ডিসেম্বর) বিশ্বকাপের তৃতীয় কোয়ার্টার-ফাইনালে মরক্কোর বিপক্ষে ৫১তম মিনিটে বদলি নামেন রোনালদো। তাতে স্পর্শ করেন কুয়েতের ফরোয়ার্ড বাদের আল-মুতাওয়ার ১৯৬ ম্যাচের রেকর্ড।

এবারের বিশ্বকাপে রোনালদো রেকর্ড গড়েছেন আরেকটি; ঘানার বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানের জয়ে অভিযান শুরুর ম্যাচে একটি গোল করে গড়েন প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করার রেকর্ড। রোনালদো বিশ্বকাপ শুরুর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন–বিশ্বকাপটা আপন রঙে রাঙাবেন। আর এর জন্য তিনি নিজেকে ভালোভাবে তৈরিও করে এসেছেন।

কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে কাতার আসার আগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড নিয়ে এক বোমা ফাটানো সাক্ষাৎকার দিয়ে বিতর্ক তৈরি করলেন নিজেই। এরপর দ্বিতীয় রাউন্ডে পর্তুগাল কোচের এক সিদ্ধান্তে বিশ্ববাসী অবাক হয়ে যান। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে বোকা বানিয়ে দিয়ে মাঠে নামানো হয় রামোসকে। সে থেকে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও মরক্কোর বিপক্ষে দলের তারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোকে সাইড বেঞ্চে বসিয়ে রাখে পর্তুগাল।

এরমধ্যে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধে রোনালদোকে মাঠে নামান কোচ। কিন্তু গোলের বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েও পারলেন না রোনালদো।

মোট ৫টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হয়েছে রোনালদোর। যেখানে ২২টি ম্যাচ খেলে ৮টি গোল করেছেন এই স্ট্রাইকার। আর পর্তুগাল জাতীয় দলের হয়ে ১৯৬ ম্যাচে তিনি গোল করেছেন ১১৮টি।

বিশ্বকাপে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। হয়তো এবার বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে পারবেন এমন আশাই ছিলো। কিন্তু নিজের শেষ বিশ্বকাপ খেলতে এসে চোখের জলে বিদায় নিতে হলো রোনালদোকে।

আফ্রিকার স্বপ্নসারথি সংগ্রামী হাকিমি

বিশ্বকাপে মরক্কোর সেরা সাফল্যের মুহূর্ত এনে দেওয়ার অন্যতম কারিগর আশরাফ হাকিমি। হিসাবটা ছিল এ রকম, টাইব্রেকারের শেষ শট গোলে পরিণত করতে পারলেই মরক্কো পা দেবে কোয়ার্টার ফাইনালে। এমন চাপের মুখে অনেক তারকাকেই ভেঙে পড়তে দেখা গেছে, কিন্তু হাকিমি ছিলেন শান্ত মেজাজে। মাথা ঠান্ডা রেখে 'পানেনকা' শটে স্প্যানিশ গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে গোটা মরক্কোকে আনন্দে ভাসান।



চাপের মুখে কিভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়, তা সম্ভবত নিজের জীবন থেকেই পেয়েছেন হাকিমি। তাঁর আজকের তারকা হয়ে ওঠার পেছনে আছে সংগ্রামের গল্প। ওই সংগ্রামের দিনগুলোই তাঁর জীবনে অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রতিনিয়ত কাজ করেছে। তিনি জীবনযুদ্ধে জয়ী এক সংগ্রামী তারকা। শৈশব-কৈশোর পার করেছেন অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। হাকিমিকে ফুটবলার বানাতে একটা সময় মাদ্রিদের রাস্তায় ফল বিক্রি করতেন তাঁর বাবা, আর বাসাবাড়ি পরিষ্কারের কাজ করতেন তাঁর মা। তবে অভাব-অনটন থামাতে পারেনি তাঁকে। এমন সংগ্রামের জীবন পেরিয়ে হাকিমি যখন সফলতার দেখা পেলেন, তখন কি আর শিকড় ভুলে থাকা যায়! জন্মসূত্রে হাকিমি স্প্যানিশ হলেও বেছে নিয়েছেন মরক্কো জাতীয় দলকে। শেষ ষোলোয় সেই স্পেনকে হারানোর পরই ছুটে গিয়েছিলেন গ্যালারিতে বসে থাকা মায়ের কাছে। অতীতের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে হাকিমি বলেছেন, 'আমার মা-বাবাকে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হতো। পরিবারে অভাব-অনটন ছিল অনেক। তাঁদের জীবনের মূল্যবান দিনগুলো আমার ভবিষ্যত গড়ার জন্য ব্যয় করেছেন। এখন আমি তাঁদের জন্য রোজ লড়াই করি। তাঁদের লড়াইটা বর্ণনা করার মতো শব্দ আমার কাছে নেই।'

রিয়াল মাদ্রিদ, ইন্টার মিলান, পিএসজির মতো বড় ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা কাতারে দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছেন হাকিমি। স্পেনের বিপক্ষে শুধু ওই পেনাল্টি নয়, পুরো আসরেই অসাধারণ খেলছেন ২৪ বছরের এই রাইট ব্যাক। এমন পারফরম্যান্সের পর প্রতিপক্ষের ফুটবলারের কাছ থেকেও শুনেছেন প্রশংসা। হাকিমিকে প্রশংসায় ভাসিয়ে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্স বলেছেন, 'রাইট ব্যাক পজিশনে সে অন্যতম সেরা ফুটবলার। এই ম্যাচ জিততে আমাদের সবাইকে সেরাটা দিতে হবে।'

মরক্কোর সামনে বিশ্বকাপে নতুন ইতিহাস গড়ার হাতছানি। কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগাল বাধা পেরিয়ে নতুন ইতিহাস গড়েছে তারা। সামনে সেমিফাইনাল, ফাইনাল। সেই রূপকথার গল্প লিখতে অতিমানবীয় কিছু করেই দেখাতে হবে হাকিমিদের। মরক্কো তথা পুরো আফ্রিকা মহাদেশের স্বপ্নও আবর্তিত হচ্ছে এই হাকিমিকে ঘিরেই।



আর্জেন্টিনা গোলরক্ষককে 'অতিমানব' বানিয়েছেন যে মনোবিদ

স্পোর্টস ডেস্ক: 'আমি নিজের ইচ্ছমতো চলি। আমি নিশ্চিত তুমিও তাই। আমার যদি মনে হয় তোমাকে সাহায্য করতে পারব, তাহলেই আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি' কথাটা মনোবিদ ডেভিড প্রিয়েস্টলির। যিনি বিশ্বের বড় বড় অ্যাথলেটের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ২০১৮ সালে এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎয়ে তাঁকে কথাগুলো বলেছিলেন এই মনোবিদ। খেলোয়াড়দের মনের চিকিৎসা করাতে ২০১৪ সালে আর্সেনাল তাঁকে ডেকেছিল। মার্টিনেজ তখন আর্সেনালে। ডেভিড ওসপিনা ও পিওতর চেকদের সঙ্গে অনুশীলনে বাজি ধরতেন। কে বেশি পেনাল্টি সেভ করতে পারে! মাঠের ভেতর চেকদের সঙ্গে সেই অনুশীলন আর মাঠের বাইরে প্রিয়েস্টলির সঙ্গে অনুশীলন করেই এই মার্টিনেজ এখন আর্জেন্টিনার ত্রাতা। বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে শুক্রবার রাতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টাইব্রেকারে আর্জেন্টিনার ৪-৩ ব্যবধানের জয়ের নায়ক।

পেনাল্টি শুটআউটকে বলা হয় 'লটারি'। আবার কেউ কেউ বলেন, মনের জোর থাকলে এই লটারিও জেতা সম্ভব। মার্টিনেজের এই লটারি জয়ের পেছনে প্রিয়েস্টলির অবদান কম নয়। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'লা নাসিওন' জানিয়েছে, আর্সেনালের কিংবদন্তি কোচ ওয়েঙ্গারের পরামর্শে চার বছর আগে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন প্রিয়েস্টলি। বিশ্বকাপ সামনে রেখে আর্জেন্টিনা দলও তাঁকে সাদরে টেনেছে। ফলও পাচ্ছে হাতেনাতে। সৌদি আরবের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের পর মার্টিনেজ দোষারোপ করেছেন নিজেকেই। দলকে বাঁচাতে তেমন কিছুই করতে পারেননি। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে শেষ ষোলোয় ওঠার পর দায়টা শোধ করতে চেয়েছিলেন আর্জেন্টিনা গোলকিপার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শেষ ষোলোয় তাই ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে সেই অবিশ্বাস্য সেভটা দেখা গেছে।

আর্জেন্টাইন সমর্থকেরাও হাপ ছেড়ে বেঁচেছেন। এই যে দেশের মানুষের স্বপ্নকে টিকিয়ে রাখলেন যিনি, সৌদি আরবের বিপক্ষে সেই হারের পর তাঁর নাকি রাতে ঘুম হতো না, 'ভুগেছি অনেক। ঘুমোতে পারিনি। মনোবিদের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা বলেছি। সাড়ে ৪ কোটি আর্জেন্টাইন আমার দিকে তাকিয়ে, তাদের আরও ভালো কিছু উপহার দিতে পারতাম।' শুক্রবার রাতের পর কোনো আর্জেন্টাইন বলতে পারবেন না, মার্টিনেজ তাঁর দেশকে কোনো 'উপহার' দেননি। শুক্রবার রাতের পর কেউ বলতে পারবে না, মার্টিনেজের মনে জোর নেই। চোখেমুখে যে আত্মবিশ্বাসের ঝলকানি নিয়ে তিনি প্রতিবার পোস্টের নিচে দাঁড়িয়েছেন, দুটি সেভের পরও চোখমুখ ফেটে বেরিয়ে আসার আবেগের ঢেউকে যেভাবে সংবরণ করেছেন শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত; যে কেউ বলবেন, এই মানুষটার মন ইস্পাতের মতোই দৃঢ়।

আফ্রিকার স্বপ্নসারথি সংগ্রামী হাকিমি

আজ পর্তুগাল বাধা পেরোতে পারলে নতুন ইতিহাস গড়বে মরক্কো। সেই রূপকথার গল্প লিখতে অতিমানবীয় কিছু করেই দেখাতে হবে হাকিমিদের। মরক্কো তথা পুরো আফ্রিকা মহাদেশের স্বপ্নও আবর্তিত হচ্ছে এই হাকিমিকে ঘিরেই।

মার্টিনেসের ইচ্ছাপূরণ

স্পোর্টস ডেস্ক: 'ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল আমি উঠে গিয়ে কিছু করি। সেটা তো সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত দুটি পেনাল্টি ফিরিয়ে আমি সেই কাজটি করতে পারলাম।'- আর্জেন্টিনাকে সেমিফাইনালে তোলার নায়ক এমিলিয়ানো মার্টিনেস বলছিলেন ম্যাচ শেষে। কোপা আমেরিকায় গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছিলেন। সে আসরেও সেমিফাইনালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে তিনটি শট ঠেকিয়ে নায়ক বনেছিলেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক।

আর্জেন্টিনার এবারের বিশ্বকাপ শিরোপার মিশনে এই মার্টিনেসের ওপর তাই বড় ভরসা ছিল লিওনেল মেসিদের। সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক স্বরূপে তিনি দেখা দিলেন। জয়টা আর্জেন্টাইনদেরই উৎসর্গ করেছেন ৩০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক, 'অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে মানুষের মুখে এখন হাসি নেই। কোনো একটা কিছু দিয়ে সেই হাসি যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, আমার কাছে এর চেয়ে বড় কিছু আর নেই। এই জয় তাই আর্জেন্টিনার সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্য।'

২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ম্যাচটিতেই শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের ভাগ্য পরীক্ষায় যায় আর্জেন্টিনা। তবে কোচ লিওনেল স্কালোনিও বলেছেন পোস্টের নিচে মার্টিনেস থাকায় বিশ্বাসটা ধরে রেখেছিলেন তিনিও, 'মার্টিনেস কলম্বিয়ার বিপক্ষে যা করেছিল, তাতে আমাদের বিশ্বাস ছিল যে এবারও সে কয়েকটা পেনাল্টি ফিরিয়ে দেবে।' হয়েছেও তা-ই।



ক্যালিফোর্নিয়ার পেরিস সিটিতে স্থায়ী শহীদ মিনার



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের পেরিস সিটির একটি পাবলিক হলের সম্মুখে পার্কের ভেতর নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। আসছে ২১ ফেব্রুয়ারীতে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে সেখানে প্রবাসীরা ছাড়াও এলাকার ভিনদেশীরা প্রভাত ফেরীসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। লসএঞ্জেলেস সিটি থেকে ৭১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এক সময়ের রেলওয়ের সিটি হিসেবে খ্যাত পেরিস সিটিতে সাম্প্রতিক সময়ে হাজার দশেক বাংলাদেশী সাম্প্রতিক সময়ে বসতি গড়েছেন। প্রায় সকলেই ছিলেন লসএঞ্জেলেস অথবা ওরেঞ্জ কাউন্টিতে। পেরিস সিটি নতুনভাবে গড়ে উঠার সুযোগ নিয়েছেন সকলেই।

এই সিটির মোট জনসংখ্যা ৮০ হাজারের মত। নতুন বসতি হলেও বাঙালীরা নবউদ্যমে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের পথে ধাবিত হচ্ছেন। সাথে জড়িয়ে রাখছেন বাঙালীর চিরায়ত সংস্কৃতি এবং সংগ্রামী চেতনা। সে আলোকেই পেরিস সিটিতে নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় কাঠের ফ্রেমে শহীদ মিনার তৈরী করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের কর্মসূচি চালু হয় ২০১২ সালে।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিটি লিডার মো. খলিলুর রহমান রাজু জানান, 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে ইনক' নামক একটি সংগঠনের ব্যানারে মহান শহীদ দিবস উদযাপনের কর্মসূচি সূত্রেই ২০২০ সালে সিটি মেয়র মাইকেল এম ভার্গাস সমীপে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় স্থায়ীভাবে শহীদ মিনারের জন্য। এরপরই সিটি মেয়র আমাদের আমন্ত্রণ জানান তাঁর অফিসে। আমরা ১০ জন সেখানে যাবার সময় শহীদ মিনারের একটি নমুনাও (কাঠের তৈরী শহীদ মিনার) সাথে নিয়ে যাই। তা দেখে মেয়র সম্মত হন এবং জানান, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সবকিছু করা হবে। মেয়রের আন্তরিকতার কারণে খুব দ্রুত সিদ্ধান্তটি হয় এবং গত সেপ্টেম্বরে শুরু হয় নির্মাণ কাজ। ব্যয় হয় ১,৮৭,০০০ ডলার। সিটি বিউটিফিকেশন ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। নির্মাণ কাজ শেষ হবার পর ২ ডিসেম্বর আমরা তা অবলোকন করি এবং সাথে ছিলেন লসএঞ্জেলেসের কন্সাল জেনারেল সামিয়া আঞ্জুম।

এর আগে সিটি মেয়রের আমন্ত্রনে যারা সিটি হলে গিয়েছিলেন তাদের প্রসঙ্গে রাজু জানান, সিটি মেয়রের সাথে এ নিয়ে আলোচনার সময় ছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল মাদাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ খলিলুর রহমান রাজু, বর্তমান সভাপতি শহীদ আহমেদ মিঠু, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল শাহীন, সহ-সভাপতি টিটো ইসলাম, অ্যাম্বাসেডর শওকত আলম, কনভেনর সাঈদ হিমু, জনসংযোগ সম্পাদক মোহাম্মদ বেলাল, উপদেষ্টা সাইফুর ওসমানী জিতু, ইসমাইল হোসেন এবং মোহাম্মদ আলী।

তিনি বলেন, প্রাণবন্ত আলোচনায় সকলেই অভিভূত হই মেয়রের মাতৃভাষার প্রতি টান দেখে। মেক্সিকান আমেরিকান এই মেয়র বলেন, মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামের পথ বেয়ে বাঙালীরা স্বাধীন একটি ভূখন্ড লাভ করেছেন- এটি ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বাঙালীর এই ত্যাগের কথা সকল ভাষা-ভাষী মানুষকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে ভীষণভাবে। এই শহীদ মিনার হয়ে উঠবে সেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এছাড়া, এটি পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে নির্মিত হওয়ায় ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের কৌতূহলের অবসানও ঘটাতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, নিউজার্সীর প্যাটারসন এবং টেক্সাসের হিউস্টনে ইতিপূর্বে নির্মিত হয়েছে স্থায়ী শহীদ মিনার। অপরদিকে নিউইয়র্ক সিটিতে ৩ লাখের বেশী প্রবাসী থাকলেও আজ অবধি স্থায়ী একটি শহীদ মিনারের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। মিশিগানের হেমট্রামিক সিটিতে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে এবং কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ থাকলে শীঘ্রই সে প্রত্যাশা পূরণ হবে বলে সকলে আশা করছেন।

এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলেস সিটিতে বহু বছর আগে 'লিটল বাংলাদেশ' স্থাপিত হলেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ভেতরে ভেতরে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন লসএঞ্জেলেস কমুনিটির অন্যতম নেতা কাজী মশুহুরুল হুদা।

এনাহেইম স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২১ ফেব্রুয়ারী

অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রচেষ্টায় এনাহেইম স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ক্যালেন্ডার ডে হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ১৭ নভেম্বর এনাহেইম স্কুল ডিস্ট্রিক্টের বোর্ড মিটিং এ সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর ফলে আসছে ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতি মাতৃ ভাষা দিবসেই ২৯,০০০ শিক্ষার্থী এই দিবসের ইতিহাস এবং তাৎপর্য সম্বন্ধে শিক্ষা পাবে। আল জব্বারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বোর্ড মিটিংয়ের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা হাসান মাহমুদ সংক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে এই দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বোর্ড মেম্বারদের এই দিবসকে ক্যালেন্ডার ডে হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানান। বোর্ড মিটিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সভাপতি নজরুল আলম এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়ার সভাপতি আবুল হাসনাত রায়হান উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের অক্টোবর মাসে ৬,৫০,০০০ শিক্ষার্থী সমৃদ্ধ লসএঞ্জেলেস স্কুল ডিস্ট্রিক্টও একই সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়া শাখা এই আহবান জানিয়েছিল।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:
ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142



ঘূর্ণিঝড় 'মানদৌসের' আঘাতে নিহত ৪

ঢাকা ডেস্ক: বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'মানদৌস' ভারতের তামিলনাড়ুতে আঘাত হেনেছে। এতে এ পর্যন্ত চারজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া গাছ ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। খবর আনাদোলুর।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এ ঘূর্ণিঝড় ভারতের স্থলভাগে আছড়ে পড়ে।

রাত দেড়টা নাগাদ তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরমের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে মানদৌস।

ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮৫ কিলোমিটার বেগে ভারতের তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি উপকূলে আঘাত হানে এটি। এ অবস্থায় চেন্নাই বিমানবন্দরে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

ঝড়ের প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পার্ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দোকানপাট।

তামিলনাড়ুর পুদুচেরি ও তামিলনাড়ুর শ্রীহরিকোটার মাঝামাঝি মহাবলীপুরমের উপকূলে আঘাত হানে ঝড়টি। ঝড়ের প্রভাবে এরই মধ্যে উপকূলের পানির উচ্চতা বেড়ে গেছে।

ঘূর্ণিঝড় 'মানদৌসে'র তাণ্ডবের শিকার ভারতের চেন্নাই। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে ভেঙে গেছে তিন শতাধিক গাছ। লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে মেরিনা বিচও। বেশ কিছু এলাকায় বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। ভেঙে পড়েছে দেয়াল ও বৈদ্যুতিক খুঁটি।

এ ছাড়া রাজ্যটির অন্তত ১২ জেলায় ভারি বৃষ্টিতে সৃষ্ট ভূমিধসের আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। এ অবস্থায় তামিলনাড়ুর ওই জেলাগুলোতে রেডঅ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে নানা প্রস্তুতি। স্থানীয়দের শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানিসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কাছে রাখার নির্দেশনা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পাঁচ হাজারের বেশি আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন।

দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট একটি লঘুচাপ থেকে এ ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি। শনিবার এটি ধীরে ধীরে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ল্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম গ্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

গুজরাটে ২৩০ মুসলিম প্রার্থীর মধ্যে জয়ী মাত্র একজন

ঢাকা ডেস্ক, ১১ ডিসেম্বর : ভারতের গুজরাটে ১৮২ আসনের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে এবার ৭৩টি আসনে বিভিন্ন দলের হয়ে মোট ২৩০ মুসলিম প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

কিন্তু এদের মধ্যে জামালপুর-খাদিয়া থেকে শুধু ইমরান খেদাওয়ালা নামে মাত্র একজন মুসলিম প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

১৯৮০ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে।



প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস ১৯৮০ সালের নির্বাচনে ক্ষত্রিয়, হরিজন, উপজাতি এবং মুসলমানদের কাজে লাগিয়ে সামাজিক প্রকৌশল সূত্র গ্রহণ করেছিল, যা বাস্তবায়নের পর দলের ১২ মুসলিম বিধায়ক গুজরাট বিধানসভায় পৌঁছেছিলেন।

২০১৭ সালের গুজরাট বিধানসভায় নির্বাচনে তিনজন মুসলিম বিধায়ক কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছিলেন। এই বিধায়কদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ জাভেদ পীরজাদা, গিয়াসউদ্দিন শেখ এবং ইমরান খেদাওয়ালা।

২০২২ সালের নির্বাচনে বিজেপি কোনো মুসলিমকে প্রার্থী করেনি। কংগ্রেস দল ছয়জন মুসলিমকে প্রার্থী করেছিল, কিন্তু জামালপুর-খাদিয়া থেকে শুধু ইমরান খেদাওয়ালা নির্বাচনে জয়ী হতে পেরেছেন।

ইমরান খেদাওয়ালা বিজেপি প্রার্থী ভূষণ অশোক ভাট ও 'মিম' প্রার্থী সাবির ভাই কাবলিওয়ালার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

ইমরান খেদাওয়ালা ৪৫.৮৮ শতাংশ অর্থাৎ ৫৮ হাজার ৪৮৭ ভোট পেয়েছেন। যেখানে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন ৪৪ হাজার ৮২৯ ভোট। অন্যদিকে 'মিম' প্রার্থী পেয়েছেন ১৫ হাজার ৬৭৭ ভোট।

কংগ্রেসের টিকিটে দরিয়াপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী ছিলেন গিয়াসউদ্দিন শেখ। দারিয়াপুরে ৪৬ শতাংশ মুসলিম ভোট রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গিয়াসউদ্দিন শেখ বিজেপির কৌশিক জৈনের কাছে পরাজিত হন।

কৌশিক জৈন ৪৯.০৫ শতাংশ ভোট শেয়ারের সঙ্গে ৬১ হাজার ৪৯০ ভোট পেয়েছেন। যেখানে গিয়াসউদ্দিন শেখ ৪৪.৬৭ শতাংশ ভোট শেয়ারের সঙ্গে ৫৬ হাজার ৫ ভোট পেয়েছেন।

কংগ্রেসের অন্য মুসলিম বিধায়ক যিনি এবার হেরেছেন তিনি হলেন মোরবি জেলার ওয়াঙ্কানের বিধানসভা থেকে মুহাম্মদ জাভেদ পীরজাদা। দুই প্রজন্ম ধরে ওই আসনে পীরজাদা পরিবারের আধিপত্য ছিল।

এবারের নির্বাচনে বিজেপির জিতেন্দ্র সোমানি জাভেদ পীরজাদাকে পরাজিত করেছেন। জিতেন্দ্র সোমানি ৩৯.৭৫ শতাংশ ভোট শেয়ারের সঙ্গে ৮০ হাজার ৬৭৭ ভোট পেয়েছেন, যেখানে জাভেদ পীরজাদা ২৯.৯২ শতাংশ ভোট শেয়ারের সঙ্গে ৬০ হাজার ৭২২ ভোট পেয়েছেন।

এখানে 'আম আদমি পার্টি'র বিক্রম সোরানি ২৬.৩৫ শতাংশ ভোট শেয়ারের সঙ্গে ৫৩ হাজার ৪৮৫ ভোট পেয়েছেন।

এবার আম আদমি পার্টি তিনজন মুসলিম প্রার্থী দিলেও তিনজনই পরাজিত হয়েছেন।

গুজরাটে মুসলমানদের জনসংখ্যা প্রায় ১০ শতাংশ। অধিকন্তু ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে।

জনসংখ্যা অনুযায়ী গুজরাট বিধানসভায় কমপক্ষে ১৮ জন মুসলিম বিধায়ক থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এবার গুজরাট বিধানসভায় জয়ী হয়েছেন মাত্র একজন মুসলিম প্রার্থী।



পশ্চিমাদের বেঁধে দেওয়া দামে রাশিয়ার তেল কিনবে না চীন

ঢাকা ডেস্ক, ১১ ডিসেম্বর : শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংগঠন জি-৭ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেঁধে দেওয়া মূল্যে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনবে না চীন।

গত সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জি সেভেন রাশিয়ার তেলের জন্য মূল্যসীমা নির্ধারণ করে দেয়।

এসব দেশ সিদ্ধান্ত নেয়, রাশিয়া প্রতি ব্যারেল তেল ৬০ ডলারের বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে না। এই দামের বেশি দিয়ে যদি কোনো দেশ তেল আমদানি করে তা হলে তাকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

এ ছাড়া ইউরোপের দেশগুলো বলেছে– বেশি দামে কেনা রাশিয়ার তেল যেসব জাহাজে পরিবহন করা হবে সেগুলোর ইনস্যুরেন্স দেবে না তারা।

পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা এড়াতে রাশিয়া নিজেদের ট্যাংকারে করে চীনকে এ তেল পৌঁছে দিচ্ছে।

তেল বিক্রির সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আরগুস মিডিয়া জানিয়েছে, জানুয়ারি মাসের জন্য চীন ৬৭.১১ ডলারে রাশিয়ার তেল বুকিং দিয়েছে।

চীন হচ্ছে এ মুহূর্তে রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। দেশটি এখন পর্যন্ত জি সেভেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেঁধে দিয়ে মূল্য সমান মেনে চলার কোনো অঙ্গীকার করেনি। চীনা ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাশিয়ার সঙ্গে তারা স্বাভাবিকভাবেই ব্যবসা করে যাচ্ছেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, ব্লুফিস ব্রাস, সীব্রাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফিলেস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফিলেস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেডলেস ফিলেস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফিলেস	$ 18.99
স্যাকার স্যালমন ফিলেস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফিলেস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বাংলাদেশে সহিংসতার পূর্ণাঙ্গ নিরপেক্ষ তদন্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র



ঢাকা ডেস্ক, ১১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে বড় একটি রাজনৈতিক দলের বিক্ষোভের আগে সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর সহিংসতার পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে সব পক্ষকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দপ্তর (হোয়াইট হাউজ) শুক্রবার এই আহ্বান জানায়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে। এদিকে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। খবর রয়টার্সসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল বিএনপির কর্মী-সমর্থকদের ওপর বুধবার পুলিশ গুলি চালালে একজন নিহত ও ৬০ জনের বেশি আহত হন। ভয়েস অব আমেরিকার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ঢাকায় শনিবার বিএনপির পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে গত মাসে বিএনপির কয়েক হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিক্ষোভে ১০ লাখ লোক অংশ নিতে পারে বলে দলটির নেতাকর্মীরা বলে আসছিলেন।

হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মুখপাত্র জন কিরবি বলেন, এসব ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতি 'খুব, খুবই নিবিড়ভাবে' পর্যবেক্ষণ করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের ভয়ভীতি, হুমকি, হয়রানি ও সহিংসতামুক্ত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার অধিকারের দাবি যুক্তরাষ্ট্র অব্যাহতভাবে জানিয়ে আসছে।

জন কিরবি আরও বলেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে এবং সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে বাংলাদেশের সব পক্ষের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা চাই, তারা হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকবে। কোনো দল কিংবা প্রার্থীকে হুমকি, অন্য কোনো দলের বিরুদ্ধে উসকানি বা সহিংস আচরণ করা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

এদিকে মানুষকে সমাবেশের অধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক। বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্বটি জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

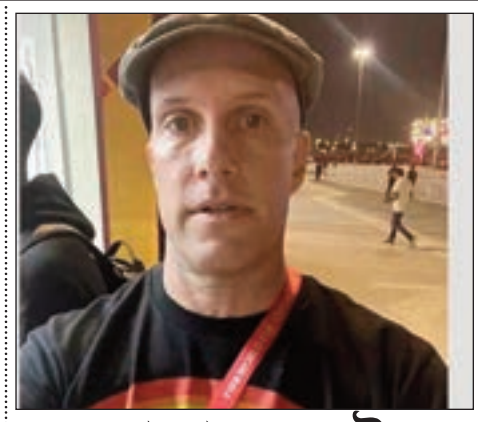
বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে দুজারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, আমরা ইতোমধ্যে ঢাকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধির মাধ্যমে জাতিসংঘের অবস্থান তুলে ধরেছি। জনগণ শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করবে, এ সুযোগ করে দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের যথাযথ আইনি অধিকার নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিরোধীদের ওপর নৃশংস হামলা-হিউম্যান রাইটস ওয়াচ:

নিজের রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিকে শেখ হাসিনা কখনো চ্যালেঞ্জের মুখে ভিত ছিলেন না। ৮০ দশকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি কয়েকবার কারাভোগ করেছেন। ১৯৯১ সালে নির্বাচন হয় এবং দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসে। কিন্তু ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পরিবর্তন ঘটে। তার সরকারের অধীনে আয়োজিত নির্বাচনে ভীতি প্রদর্শন ও প্রতারণার অভিযোগ আছে। আগামী ২০২৪ সালের নির্বাচনে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসতে শেখ হাসিনা ও তার সরকার বিরোধ দল বিএনপির রাজনৈতিক কর্মসূচি বানচাল করতে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। বৃহস্পতিবার দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, যে হাত আমাদের আঘাত করতে আসবে সেই হাত ভেঙে দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

এতে আরও বলা হয়, ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বড় ধরনের সমাবেশ করার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদের (বিএনপি) সমাবেশের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে। গণমাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, রাস্তায় কোনো ধরনের সমাবেশ সরকার বরদাশত করবে না। সংঘাত দমনের আড়ালে পুলিশ শহরের নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে, শহরের প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসায় এবং বাস ও প্রাইভেকারে তল্লাশি চালায়। তবে বিরোধী দলের সমর্থকদের ভয় দেখাতেই পুলিশ এসব করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭ ডিসেম্বর পুলিশ, আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে একজন নিহত ও ৫০ জন আহত হয়। বিএনপির সদর দপ্তরে অভিযান চালানো হয় এবং বিরোধী দলের হাজারো নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। বিরোধী দলের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার সমালোচনা করেছেন বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। 'ভীতিকর পরিবেশ' সৃষ্টির জন্যও তিনি সরকারকে অভিযুক্ত করেন। এর একদিন পর সরকার তাকে এবং দলের আরেক নেতা মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের ওপর হামলার উসকানি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। শেখ হাসিনার উচিত গণতান্ত্রিক শাসনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা, কর্তৃত্ববাদ নয়।



কাতারে সেই মার্কিন সাংবাদিককে হত্যার অভিযোগ

ঢাকা ডেস্ক:: কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ চলাকালে খ্যাতিমান মার্কিন সাংবাদিক গ্রান্ট ওয়ালের মৃত্যু নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন তার ভাই এরিক।ভাইকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

লুসাইল স্টেডিয়ামে শুক্রবার আর্জেন্টিনা-নেদারল্যান্ডসের কোয়ার্টার-ফাইনাল ম্যাচের প্রতিবেদন নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ওয়াল। পরে 'তীব্র যন্ত্রণায়' ভুগে মারা যান তিনি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী সিএনএনকে জানান, স্টেডিয়ামের প্রেস বক্স এলাকায় ৪৮ বছর বয়সী এই সাংবাদিক পড়ে গিয়েছিলেন।

তাকে সিপিআর (কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেইশন) দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি।পরে কাছাকাছি একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ওয়ালের সমকামী ভাই এরিক শনিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, রেইনবো টিশার্ট পরার জন্য তার ভাইকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তার 'সুস্থ' ভাইকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করার পাশাপাশি এর বিচার চান তিনি।

এরিক বলেন, আমার কারণেই সে বিশ্বকাপে রেইনবো টিশার্ট পরেছিল। আমি বিশ্বাস করি না, আমার ভাই মারা গেছে। আমি মনে করি, তাকে হত্যা করা হয়েছে।

নভেম্বরের শেষ দিকে ওয়াল জানিয়েছিলেন, এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে তিনি একটি রেইনবো টিশার্ট পরে কাতারের এক স্টেডিয়ামে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন, তখন 'সমলৈঙ্গিক সম্পর্ক' নিষিদ্ধ থাকা দেশটির নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে কিছুক্ষণের জন্য আটকে রেখেছিল।

ওই সময়ে তিনি জানান, আল রাইয়ানের আহমেদ বিন আলি স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ম্যাচের দিন ঘটনাটি ঘটে, বিশ্বকাপের নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ঢুকতে বাধা দেয় ও টিশার্টটি খুলে ফেলতে বলে, কিন্তু তিনি শার্ট না খুলে সেখানে বসে থাকলে পরে এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসে তাকে ভেতরে নিয়ে যান।

FAMILY DENTAL
আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।
We Do Implant & Veneers
ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে
Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
BUSINESS TAX RETURN
NON-PROFIT TAX RETURN
ACCOUNTING & BOOKKEEPING
RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
TAX RESOLUTION SPECIALIST
ISLAMIC HOME FINANCING
7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

নারী নেতৃত্বে বিশ্বে আস্থা কমছে



ঢাকা ডেস্ক,: সারা বিশ্বে বড় বড় কোম্পানির নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের সংখ্যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এ সংখ্যা বাড়লেও গবেষণায় যে চিত্র উঠে এসেছে, তা মোটেই সুখকর নয়। গবেষণা বলছে, কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাচ্ছে।

গত নভেম্বরে প্রকাশিত 'দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপ' শীর্ষক গবেষণা জরিপে নারী-পুরুষ নেতৃত্বকে কীভাবে দেখা হয়, তার তুলনামূলক একটি চিত্র পাওয়া গেছে। জরিপে বলা হয়েছে, গত বছরের তুলনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে পাবলিক পলিসি বিজনেস-বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কান্টার পাবলিক ২০১৮ সাল থেকে এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। তখন থেকেই দেখা যায়, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমতে শুরু করছে।

জি-৭-ভুক্ত কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও কম (৪৭ শতাংশ) উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহী (সিইও) হিসেবে নারী থাকায় তাঁরা বেশ আরামে কাজ করতে পেরেছেন। এর এক বছর আগেও এ হার ছিল ৫৪ শতাংশ। এখন এ দিক থেকে পুরুষেরা এগিয়ে আছেন। প্রতি ১০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন বলেছেন, কোম্পানির নারী সিইও থাকলে তাঁরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন না। নারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সারা বিশ্বে নারী রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে জনগণ। ২০২১ সালে জি-৭-ভুক্ত দেশের ৪৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, তাঁদের দেশে সরকারপ্রধান নারী থাকায় তাঁরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কিন্তু এর আগের বছর এ হার ছিল ৫২ শতাংশ।

নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় অনেকে হতাশ হয়েছেন। আবার গবেষণার এমন ফল নিয়ে শিক্ষাবিদ ও নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা নানা তত্ত্ব দিয়েছেন। তাঁরা প্রায় সবাই সতর্ক করে বলেছেন, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরে আস্থার ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে।

প্রথাগত স্থিতাবস্থা

সিইও হিসেবে নারীদের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। কিছু বিশেষজ্ঞ যুক্তি দিয়েছেন, বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করোনা মহামারির কারণে প্রতিষ্ঠানের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। আর এ পরিবর্তন লিঙ্গবৈষম্যের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেটসের ব্যবসন কলেজের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিষয়ের অধ্যাপক ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, করোনা মহামারির কারণে অনেক নারী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সন্তান লালন-পালন ও ঘরের কাজে ফিরে গেছেন। এতে পুরোনো প্রথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যা নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারানোয় প্রভাব ফেলছে। এতে নারীদের প্রতি পক্ষপাত সামাজিকভাবে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে।

ডানা গ্রিনবার্গ, ম্যাসাচুসেটসের ব্যবসন কলেজের অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিষয়ের অধ্যাপক

ডানা গ্রিনবার্গ বলেন, 'আমরা হয়তো একটি অর্থনৈতিক মন্দার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এটা খুব ভয়ের একটি সময়। ভয় আমাদের সেই নিরাপদের দিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে, যা আমাদের ঐতিহ্যগতভাবে শেখানো হয়েছে। আর এমন সময় যখন নেতৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রসঙ্গ আসে।'

১৪ হাজার মানুষের অংশগ্রহণে কান্টার পাবলিক সমীক্ষার বৈশ্বিক তথ্য, রিকজাভিক গোবাল ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও উইমেন পলিটিক্যাল লিডারস নেটওয়ার্কের যৌথ এক জরিপেও দেখা গেছে, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

কিছু দেশের বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার রাজনৈতিক কারণও থাকতে পারে। কান্টার পাবলিকের গোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'যদি আপনি একটি জাতীয় সংলাপে নারীদের নিজস্ব স্বাস্থ্যসেবার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করতে যান, তাহলে এর থেকে আর আপনি কী আশা করতে পারেন?'

দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থ–এই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম।

গত জুনে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে গর্ভপাতের অধিকার দেওয়া প্রায় পাঁচ দশকের পুরোনো একটি আইন বাতিল করে রায় দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ করে মিশেল বলেন, নারীদের প্রজনন অধিকারের মতো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে যখন জনসমক্ষে প্রশ্ন করা হয়, তখন এটাই প্রমাণ হয়, তাঁর নিজের জীবনে যেকোনো কিছু করার অধিকার নেই।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নারীদের আচরণ নিয়ে নানা মন্তব্য করে বিতর্কিত হয়েছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নারীদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করার প্রবণতা বেড়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইনে নারীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যের হার গত পাঁচ বছরে বেড়েছে।

ব্রিটিশ লেখক ও গবেষক লরা বেটস তাঁর ২০২০ সালে প্রকাশিত 'মেন হু হেইট উইমেন' বইয়ে লিখেছেন, অনলাইনে বিষয়বস্তুর এমন প্রাধান্য নারীর প্রতি সহিংসতামূলক বা নারীর প্রতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে। এসব বিষয় দৈনন্দিন জীবনে যৌন সংস্কৃতির দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করে।

২০২১ সালে মার্কিন সেনাদের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় শিক্ষাবিদ কাইলিন হান্টার ও এমা জুয়েন দেখেছেন, যুদ্ধের জন্য দৈহিক সামর্থ্য ও নারীদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়ী।

যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা হোপ নট হেইটের ২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স্কদের তুলনায় তরুণ প্রজন্মের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বেশি। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া তরুণদের অর্ধেক বলেছেন, নারীবাদ বিষয়টি এখন 'অনেক দূরে' চলে গেছে বলে তাঁরা অনুভব করেন।

তবে দ্য রিকজাভিক ইনডেক্স ফর লিডারশিপের তথ্য বলছে, জাপান, জার্মানিসহ বেশ কিছু দেশে বয়স্কদের তুলনায় তরুণেরা কম প্রগতিশীল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অর্থ–এই তরুণদের নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখার সম্ভাবনা অনেক কম।

সংস্কৃতির অংশ

নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার আরেকটি তত্ত্ব হলো ক্ষমতার কেন্দ্রে অনেক বেশি নারী থাকায় নারীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব আগের চেয়ে বেড়েছে।

বিশ্বের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সিইও ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ক্যাটালিস্টের ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার নির্বাহী পরিচালক অ্যালিসন জিমারম্যান বলেন, ঐতিহাসিকভাবে কর্মক্ষেত্র ও সরকার মূলত পুরুষের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এ সংস্কৃতিও পুরুষেরা তৈরি করেছে। সংস্কৃতি বা আদর্শের ব্যতিক্রম যেকোনো কিছুতে মানুষের আস্থা কম।

২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে।

২০২০ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকার প্রতি তিন পুরুষের একজন বিশ্বাস করেন, সমাজে লিঙ্গসমতার কারণে নারীদের যে লাভ হয়েছে, তা মূলত পুরুষের কারণেই হয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক সেসিলিয়া হিউনজাং মো পৃথক এক গবেষণায় এমন তথ্য পেয়েছেন। সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আপনি যদি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অন্যান্য গোষ্ঠী আপনাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আপনাদের থেকে ভালো কাজ করছে, তাহলে ধরে নেবেন, আপনি অন্যান্য গোষ্ঠীর ওপর অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেছেন।'

নারী নেতৃত্ব নিয়ে কাজ করা মার্কিন প্রতিষ্ঠান হাউ উইমেন লিডের সভাপতি ও সিইও জুলি কাস্ত্রো আব্রামস বলেন, সমাজ কীভাবে নারী নেতাদের দেখে, সেটা একটা বিষয়। তিনি আরও বলেন, 'আমরা নারীদের ভিলেন হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। নেতৃত্বের পর্যায়ে যখন আরও বেশি নারী আসেন, তখন সেই আচরণ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কারণ, এত দিন আমরা যা জেনে-শিখে এসেছি, নেতৃত্বে থাকা একজন নারী তা উল্টে দেয়। মানুষ নারীদের ব্যর্থ দেখতে পছন্দ করে।'

জুলি কাস্ত্রো আব্রামস আরও বলেন, ক্ষমতায় থেকে যখন একজন নারী ব্যর্থ হন, তখন কেন নেতৃত্বে নারী থাকা উচিত নয়, এ বিষয় তাঁকে চারপাশ থেকে বোঝানো হয়। মার্কিন নির্বাচনে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে হিলারি ক্লিনটন হেরে গেলেন, তখন অনেক গণমাধ্যম প্রশ্ন তুলেছিল, আমেরিকা সত্যিই নারী প্রেসিডেন্টের জন্য প্রস্তুত কি না।

মার্কিন জনহিতৈষী গবেষণা সংস্থা দ্য রকফেলার ফাউন্ডেশন ২০১৬ সালে একটি গবেষণা করে। এতে দেখা গেছে, কোনো নারী সিইওর কোম্পানি সমস্যায় পড়লে সে জন্য ওই নারীকেই দায়ী করা হয়। পুরুষ সিইওর ক্ষেত্রে এমনটা করা হয় না। যত বেশি নারী সফলভাবে নেতৃত্বে থাকবেন, তত বেশি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সমালোচনা করা হয়।

সম্প্রতি রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তির বিষয়ে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে থেরানোস নামের মার্কিন বায়োটেকনোলজি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এলিজাবেথ হোমসকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এলিজাবেথ নারী বলেই তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করা হয়েছে। কারণ, অন্য টেক স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের সিইওরা অন্যায় করেও এমন সাজার মুখোমুখি হননি।

আমরা নারীদের ভিলেন হিসেবে দেখতে পছন্দ করি। এটা আমাদের সংস্কৃতির অংশ। নেতৃত্বের পর্যায়ে যখন আরও বেশি নারী আসেন, তখন সেই আচরণ বেরিয়ে আসতে শুরু করে। কারণ, এত দিন আমরা যা জেনে-শিখে এসেছি, নেতৃত্বে থাকা একজন নারী তা উল্টে দেয়। মানুষ নারীদের ব্যর্থ দেখতে পছন্দ করে।'

জুলি কাস্ত্রো আব্রামস, হাউ উইমেন লিডের সভাপতি ও সিইও

গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বা ব্যর্থতা দেখা দেয়, তখন সেখানে নারী সিইও নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিষয়টি 'গাস ক্লিফ' নামে পরিচিত। গত অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় রিটেইল চেইন স্টোর বেড বাথ অ্যান্ড বিয়ন্ডের স্টকের দাম কমে যাওয়ায় সেখানে একজন নারী সিইও নিয়োগ দেওয়া হয়। লস অ্যাঞ্জেলেসে মানুষ দীর্ঘদিন গৃহহীন সমস্যা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। শেষমেশ সম্প্রতি তাঁরা নারী মেয়র হিসেবে কারেন বাসকে নির্বাচিত করেন। আর 'গাস ক্লিফ' ধারণার উদাহরণ হলেন যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। দেশটির নড়বড়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পরে পদত্যাগও করেন। এসব ব্যর্থতার ঘটনায় নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আরও কমে যায়।

আশা বেঁধে রাখি

অনেক কর্মক্ষেত্র ও সংস্কৃতিতে লিঙ্গবৈষম্য বা পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে আছে। এর সমাধান এক দিনে হবে না। তবে আশার কথা যাচ্ছে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে গতি ধীর হলেও নারী নেতৃত্ব ক্রমশ বাড়ছে। আর নারী নেতৃত্বের প্রতি আস্থাও ধীরে ধীরে বাড়বে।

কান্টার পাবলিকের গোবাল সিইও মিশেল হ্যারিসন বলেন, 'সর্বশেষ তথ্য সত্যিই হতাশাজনক। তবে আমি আশাবাদী হওয়ার উপায় খুঁজে পেতে কাজ করে যাচ্ছি।'

মিশেল হ্যারিসন আরও বলেন, 'এটা কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের ব্যক্তির ভূমিকার বিষয় নয়। নারী বা পুরুষ নেতৃত্ব ঠিক করার বিষয়ও এটি নয়। এটি মূলত আমাদের সমাজের ভেতরে থাকা নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের বিষয়। কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা সম্ভব হবে না।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও আর্থসামাজিক কারণ সম্ভবত ভবিষ্যতে এ বিশ্বাসের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

বিবিসি ও কান্টার পাবলিক থেকে ভাষান্তর সুজন সুপাস্থ।





পান করুন কুসুম গরম পানি

(শেষের পাতার পর)

এ ছাড়া গরম পানি পানে আরো কিছু শারীরিক উপকার পাওয়া যায় ।

কুসুম গরম পানি পান করলে শরীর বিষমুক্ত থাকে । পিরিয়ডের ব্যথায় আরাম পেতে কুসুম গরম পানি পান করতে পারেন । এই সময় গরম পানি পান করলে জমাট বাঁধা রক্ত ভেঙে সহজে বের হয়ে যায় । ফলে ব্যথা কমে । কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা শিথিল করতে কুসুম গরম পানি পানে উপকার পাওয়া যায় । গরম পানি শরীরের প্রতিটি স্নায়ুকে সচল রাখে ও গিঁটে ব্যথাসহ শরীরের বিভিন্ন ব্যথা দূর করে । অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে কুসুম গরম পানি ।

কুসুম গরম পানি ত্বককে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে । সর্দি ও নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি পেতে কুসুম গরম পানি পান করলে উপকার পাওয়া যায় ।







Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ভাসানী ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি গঠিত

আলী ইমাম সভাপতি মঈনুদ্দীন নাসের সেক্রেটারী

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী ইমাম-কে সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসেরকে সাধারণ সম্পাদক করে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ-এর নির্বাহী কমিটির ঘোষনা করা হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর রোববার নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের সাধারণ





সভায় নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ হোসেন খান ও কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ খন্দকার উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শক্রমে কমিটি ঘোষণা করলে উপস্থিত সকলে তাতে সম্মতি দান করেন। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হচ্ছেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি সাঈদ তারেক, সহ-সভাপতি, কাজী ফৌজিয়া, সহকারি সাধারণ সম্পাদক- ইমরান আনসারী।

নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার অনুরোধ জানান। ফাউন্ডেশনের বিদায়ী সভাপতি সৈয়দ টিপু সুলতান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় বিগত দিনে ভাসানী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সহযোগিতা করায় সদস্যদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

দিনাজপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র ২০২৩-২০২৪ সালের নব নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ১৭৮-৩৬ ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেক্স, জ্যাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

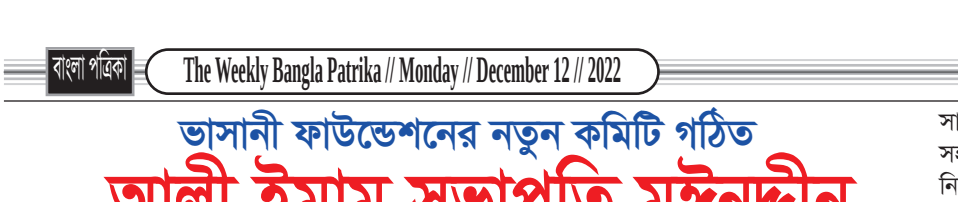
হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

গর্ব-অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম

(শেষের পাতার পর)

ক্ষমতাদর্পীরা কোথায়? কোথায় অহংকারীরা? তারপর তিনি জমিনকে ভাঁজ করবেন অতপর বাম হাতে নিবেন, তারপর বলবেন, আমিই রাজা, ক্ষমতাদর্পীরা কোথায়? কোথায় অহংকারীরা? (মুসলিম)

সুতরাং অহংকার করবেন না। অহংকার একমাত্র আল্লাহর অধিকার। মানুষ কখনো অহংকার করতে পারে না। যদি কেহ অহংকার করে তবে সে যেনো আল্লাহর অধিকার নিয়ে টানাটানি করে। মনে রাখবেন, অহংকার শয়তানের কাজ। কারণ অহংকার পৃথিবীর প্রথম গুনাহ্। আর এটি প্রথম সংঘটিত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কীট ইবলিশ কর্তৃক। অহংকারের মাধ্যমেই শয়তান সর্বপ্রথম গুনাহর খাতায় নাম লিখিয়েছিল এবং এটিই সর্বপ্রথম আল্লাহর হুকুমকে মানতে অবাধ্য করেছিল। সুরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম ঃ আদমকে সেজদা কর। সকলেই সেজদা করলো। কেবল ইবলিশ করলো না। সে অস্বীকার ও অহংকার করলো। সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" সুরা আরাফে বলা হয়েছেঃ ইবলিশ বললো "আমি তার চেয়ে উত্তম, আপনি আমাকে আগুন থেকে এবং তাকে (আদমকে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ তার মধ্যে বর্ণবাদের অহংকার ও বিদ্বেষ দাঁনা বেধে উঠেছিল। ফলে সে-ই পৃথিবীর প্রথম নিকৃষ্ট কীট, যে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করলো এবং তাঁর লানত নিয়ে কিয়ামত তক্ তাকে বেঁচে থাকতে হবে। যুগে যুগে এ তাগুতের অনুসারীরাই অহংকারী ছিল। এদের কেউ কেউ ক্ষমতার দাপটে, কেউ বা আবার ধন-দৌলতের আধিক্যে অহংকারী ছিল। এদের মধ্যে ফিরাউন ও কারুন অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা এ সব অহংকারীদের ধ্বংস করে দেন। এ ছাড়াও আল কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংসের কারন সমুহের মধ্যে অহংকার একটি অন্যতম কারণ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের ওপর আমার আযাব অকস্মাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাতের বেলায় অথবা দিনের বেলা যখন তারা বিশ্রামরত ছিল। আর যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোন কথাই ছিল না যে, 'সত্যিই আমরা জালেম ছিলাম'।"(সুরা আল আরাফ ৪-৫) এখানে জালেম মানে অহংকারী ছিল।

কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য আয়াতে গর্ব-অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম ও পরিণতির কথা বিবৃত হয়েছে এবং অত্যন্ত কঠিণ ভাষায় হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইমাম আয্যাহাবী (রঃ) তাঁর 'কিতাবুল কাবায়ির' এ এটিকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অহংকার শুধুমাত্র একটি কবীরা গুনাহই নয় বরং এটি আরো অনেক কবীরা গুনাহের জন্মদাতা। কারণ এটি মানুষকে সত্য উপলব্ধিতে বাঁধা দেয় এবং তাদেরকে অন্ধকারের যাত্রী বানায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।"(সুরা নাহলঃ২২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ" কোন প্রকার অধিকার ছাড়াই যারা পৃথিবীতে অহংকার করে বেড়ায়, শীঘ্রই আমার নিদর্শনসমুহ থেকে আমি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবো। তারা আমার কোন নিদর্শন দেখলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না। তাদের সামনে যদি সোজা পথ এসে যায় তাহলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। আর যদি বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে তার ওপর চলতে আরম্ভ করবে।"(সুরা আ'রাফঃ১৪৬)

অহংকার মানে নিজেকে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ট জ্ঞান করা, অন্যদেরকে নিজের তুলনা ক্ষুদ্র ও অধম জ্ঞান করতঃ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে ঔদ্যত প্রকাশ করে তাঁর অবাধ্য হওয়া ও আদেশ অমান্য করা-এ সবই অহংকারের লক্ষণ ও তার আওতাভুক্ত। (কবীরা গুনাহ-ইমাম আয্যাহাবী রঃ) অহংকার গোপন ও প্রকাশ্য দুই ধরনের হয়ে থাকে। গোপণ অহংকার মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় আর প্রকাশ্য অহংকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। গোপন অহংকারী নিজেকে অন্য সব অহংকারী চেয়েও নিজেকে বড় মনে করে। এটা তার ধারণায় বদ্ধমুল হয়, অবশেষে এটি তার বিশ্বাসে পরিণত হয়। ফলে নিজেকে খুব সম্মানিত মনে করে এবং এক সময় তা তার বাস্তব চরিত্রে প্রকাশ পেতে শুরু করে। গোপণ অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, তাদের কাছে আসা যুক্তি প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমুহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে তাদের অন্তর অহংকারে ভরা। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে তারা তার ধারেও ঘেঁষতে পারবে না।"(সুরা মুমিনঃ৫৬) এদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" এ ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন।"(সুরা মুমিনঃ৩৫) প্রকাশ্য অহংকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" অহংকার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং যমীনে গর্বসহকারে পদচারনা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারীকে পছন্দ করেন না। চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর।"(সুরা লোকমানঃ১৮-১৯) "পৃথিবীতে দাম্ভিকতা সহকারে চল না। নিশ্চয়ই তুমি পদঘাতে ভূপৃষ্ঠ বিদির্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়।"(বণী ইসরাঈলঃ৩৭-৩৮)

অহংকারীর শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াত ছাড়াও আরো একাধিক আয়াতে কঠিণ বর্ণনা রয়েছে। অহংকারী সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা: এর অসংখ্য হাদীসও রয়েছে। রাসুল স: বলেছেন:"অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে কিয়ামতের দিন ক্ষুদ্র কণার আকৃতিতে ওঠানো হবে। লোকেরা তাদেরকে পায়ের তলায় পিষ্ট করবে এবং চারদিক থেকে তাদের ওপর কেবল লাঞ্ছনা ও অপমানই আসতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের বোলাস নামক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মাথার ওপর আগুন জ্বলতে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামবাসীর মলমুত্র, ঘাম, কাশি ইত্যাদি খেতে দেয়া হবে।"(সুনানে নাসায়ী, জামে আত তিরমিযি) রাসুল স: আরো বলেন ঃ "যার অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।(সহীহ মুসলিম)

গর্ব-অহংকার মুলতঃ আল্লাহর অধিকার। মানুষ কিসের জোড়ে বা বলে অহংকার করবে? যেখানে সামান্য একটি ব্যাঙ লাফ দিলেও সে ভয়ে দৌড়ে পালাতে শুরু করে। আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী। তার মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাকে পিতার পৃষ্টদেশ থেকে নেমে আসা সামান্য এক ফোটা পানি থেকে বা সামান্য একটি শুক্র কীট থেকে তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর অহংকার করার কোন অধিকার নাই। আশরাফুল মাখলুখাত বলে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সমস্ত সৃষ্টিকে তাঁর অধীন করে দিয়েছেন এবং তাকে সৃষ্টি সেরা মর্যাদা দিয়েছেন বটে। তথাপি সকল সৃষ্টির কাছে সে সামান্যই একটি দূর্বল প্রাণী। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:" অহংকার আমার পোশাক। এ পোশাক যে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"(সহীহ মুসলিম)

অথচ এ অহংকারই আজ বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। যথা বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ, জাতীয়তা ও সম্পদের প্রাচুর্য্যের ওপর ভর করে অহংকার আমাদের মাতিয়ে তুলেছে। যদিও এগুলো আল্লাহরই সৃষ্টি। তথাপি এ গুলো কোন মর্যাদার মানদন্ড বা কোন মাপকাঠি নয়। বরং এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন যাতে মানুষ পরস্পরকে চিনতে পারে।

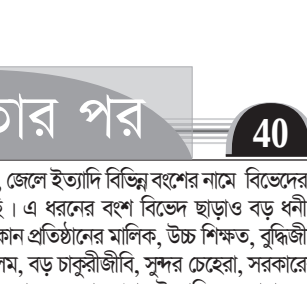
অহংকারীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো: সে নিজে যা পছন্দ করে, অন্যকে তা পছন্দ করতে দেয় না। সাধারণতঃ সে হিংসা-বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়। কোন উপদেশকারীর উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। বরং উল্টো তার ঠাট্টা-বিদ্রুপে স্বীকার হয়। শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষাও সে গ্রহণ করে না। মানুষের সাথে কথা বলা ও চলার সময় হিংসা-বিদ্বেষ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও গর্ব-অহংকারের ভাব প্রকাশ করে। নেতৃত্বের কথা বা আদেশের কোন পরোয়া বা ভ্রুক্ষেপই করে না। মনে হয় এ গুলো তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয় বা সে তার চেয়েও বেশী বা আরো ভালো জানে। অন্যের কথা শোনার চেয়ে সে-ই শুধু বলতে চায়। প্রথমে কথা বলা, নেতৃত্ব ও মান-সম্মান না পেলে অসন্তুষ্ট হয়।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অহংকার আজ বিভিন্নভাবে আবর্তিত হচ্ছে। হিন্দুদের 'ব্রাহ্মণ-শুদ্র' সম্পর্কের মত আমরাও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সৈয়দ, মীর, ভূঁইয়া,খান,চৌধুরী, মোড়ল, দাই-ধোপা, কামার, কুমার, জেলে ইত্যাদি বিভিন্ন বংশের নামে বিভেদের পাহাড় দাড় করিয়েছি। এ ধরনের বংশ বিভেদ ছাড়াও বড় ধনী, মিল-ইন্ডাষ্ট্রিজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক, উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি, বড় বুযর্গ বা আলেম, বড় চাকুরীজীবি, সুন্দর চেহেরা, সরকারের মন্ত্রী, কোন দলের নেতা ও সরকার প্রধান ইত্যাদির ছত্রছায়ায় অহংকার আমাদেরকে আজ মহামারির মতো সংক্রমিত করেছে। অহংকারের এ ভেদনীতি ও বর্ণাশ্রম কিছু লোক ও গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কিছু লোককে লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করেছে। বড় জ্ঞানী বা ইসলামী স্কলার বলে লোক সমাজে পরিচিত, অথচ তার মধ্যেও এ রোগের লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। দেশ বিখ্যাত আলেম, ইসলামী দলের প্রধান অথচ অন্য আলেম বা ইসলামী দলকে অজ্ঞ বলে ফতোয়া আওড়ান। সন্তান উচ্চ শিক্ষিত, তাই পিতার অবাধ্য। স্ত্রী অনেক সুন্দরী তাই স্বামীর অবাধ্য। অনেক টাকা-পয়সার মালিক তাই গরীব তার কাছে ভিড়তে পারে না। তার বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠানে ধনী লোকেরাই দাওয়াত পায়, রাসুল একে নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করেছেন। বড় ধনী, মিল-ইন্ডাষ্ট্রিজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক, তার অধীনস্ত কর্মচারী, শ্রমিক ও মুজুরকে মানুষই মনে করে না। তাদের সুখ-দুঃখের খবর না নিয়ে পশুর মতো ২৪ ঘন্টা খাটায়। কোন দলের নেতা, সরকারী আমলা-মন্ত্রী বা সরকার প্রধান মানুষের উপর জুলুম করে। হাদীসে বলা হয়েছে, অহংকারের কারণে যে ব্যক্তি ফুলে-ফেঁপে যায় এবং চাল-চলনে এর প্রভাব দেখা যায়, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

অহংকারীগণ শিক্ষা গ্রহণ করুন:-

* ধনী অহংকারীগণ: যারা ধন-সম্পদের আধিক্যের কারণে অহংকার তাদেরকে ধনী কারুনের সাথে আল্লাহর আচরণ থেকে শিক্ষা নিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ" আমি তাকে সহ তার ঘরবাড়ী মাটির নীচে চাপা দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করার জন্য আর কেউ এগিয়ে আসেনি এবং সে বিজয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সুরা কাসাস ঃ ৮১)
* শাসক অহংকারীগণ: অহংকারী শাসক, মন্ত্রী, আমলা ও বিভিন্ন দলের প্রধানদের উচিত ফিরাউন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ এ ক্ষমতাধর অহংকারী শাসককে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।

সর্বোপুরি অহংকার থেকে বাঁচতে হলে নিয়মিত কুরআন ও হাদীস বুঝে পড়তে হবে। বিশেষ করে অহংকার বিরোধী এবং অহংকারীর শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত ও রাসুলের হাদীসগুলো বার বার পড়তে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পৃথিবীর প্রথম গুনাহ ও ইবলিশের প্রথম অপরাধের হোতা অহংকার থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বিচ্ছেদ নয়, টিজার প্রকাশ করলেন

(শেষের পাতার পর)

শোয়েব মালিকের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই সরগরম অনলাইন। কিছুদিন আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে সানিয়া-শোয়েব বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন। পাকিস্তানী মডেল আয়েশা ওমরের সঙ্গে শোয়েব মালিকের সম্পর্কের কারণে তাদের সংসার ভাঙছে, এমন খবরই ওঠে এসেছে অনেক প্রতিবেদনে। তবে বিচ্ছেদ গুজবের মধ্যেই কিছুদিন আগে নিজেদের নতুন 'শো' আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারত ও পাকিস্তানের দুই ক্রীড়াবিদ ও জনপ্রিয় দম্পতি সানিয়া মির্জা ও শোয়েব মালিক।

শোয়ের নাম 'দ্য মির্জা মালিক শো'। এবার শো'টির একটি টিজার প্রকাশ করলেন শোয়েব মালিক। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে টিজারটি শেয়ার করে শোয়েব লিখেছেন, "শীঘ্রই আসছে 'দ্য মির্জা মালিক শো'। উর্দুফ্লিক্সের সাথে থাকুন।"

টিজারটি প্রকাশ হওয়ামাত্র ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে অনলাইনে। ভক্ত অনুরাগীরা মন্তব্য করে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তারকা জুটিকে। একজন মন্তব্য করে লিখেছেন, "যারা ভাবছেন যে তারা বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।" এই দম্পতির একজন ভক্ত মন্তব্য করেছেন, "বিদ্বেষীদের জন্য এটি একটি বড় চড়! তোমাদের দেখে খুব খুশি লাগছে"। অপর একজন মন্তব্য করেছেন, "আর অপেক্ষা করতে পারছি না।" তবে নেটিজেনরাও বসে নেই। তারাও নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করছে টিজারটিতে। একজন নেটিজেন মন্তব্য করেছেন "তারা নিশ্চিত আলাদা হয়েছে। তারা তাদের পোস্টে একে অপরকে আর ট্যাগ করে না। আমি মনে করি তারা তাদের শোয়ের জন্য বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করতে পারছে না।"

এর আগে বিবাহবিচ্ছেদের খবরে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শোয়েব মালিক একটি নিউজ পোর্টালকে বলেছিলেন যে এটি তাদের ব্যক্তিগত বিষয় এবং তাদের একা ছেড়ে দেওয়া উচিত। তিনি আরো বলেছিলেন যে সানিয়া এবং তিনি তাদের বিচ্ছেদ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। তবে পাকিস্তানী অনেক মিডিয়ার ধারণা, এই দম্পতি তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণা করতে পারছেন না কারণ তারা আইনি সমস্যার সম্মুখীন হবেন। বেশ কয়েকটি পেশাদার কাজের সাথে তারা জড়িত আছেন, যেগুলো বিচ্ছেদের ফলে তাদের হাতছাড়া হবে। যার মধ্যে 'দ্য মির্জা মালিক শো'টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২০১০ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ভারতের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা ও পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিক। তাঁদের সংসারে একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। সূত্র: টাইমস অফ ইন্ডিয়া

ডেমোক্র্যাট সিনেটরের দল

(শেষের পাতার পর)

শিবিরে যোগ দেবেন না, একজন স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। গত নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা সংক্ষিপ্তভাবে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ জিতেছে। সূত্র দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস। তাই কোনো সিনেটর দল ত্যাগ করলে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি চাপে পড়বে। যাহোক কমলা হ্যারিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি ভোট থাকায়, ডেমোক্র্যাটরা আপাতত সিনেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত সিনেটর কিরস্টেন জানান, ভঙ্গুর দলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

টুইটারে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তিনি বলেছেন, 'এখন থেকে আমি একজন স্বাধীন বিধায়ক হিসেবে স্বাধীনভাবে আমার দায়িত্ব পালন করব। এর মাধ্যমে আমি দেখাতে চাই যে আমি সবসময় কে ছিলাম এবং একই সাথে অ্যারিজোনা কী। কারো নির্দেশে নয়, এখন থেকে দেশ ও আমার রাষ্ট্রের জন্য যা যা ঠিক তাই করব।' কিরস্টেন অ্যারিজোনা রিপাবলিক নামে একটি সংবাদপত্রের মতামত কলামে প্রস্থান সম্পর্কে লিখেছেন। সেখানে তিনি জানান, জাতীয় দলগুলোর কট্টর পক্ষপাতমূলক অবস্থানের কারণে দেশের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে। তিনি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের সাথেই কাজ করতে চান। তবে ৪৬ বছর বয়সী সিনেটর কিরস্টেন অবশ্য জানাননি ২০২৪ সালের নির্বাচনে তিনি অংশ নেবেন কি না। এ ছাড়াও তিনি সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের নেতা চাক শুমারকে দল ছাড়ার কথা বলেছিলেন কি না, তা বলেননি। তবে আমেরিকান সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, তিনি তার দল ছাড়ার বিষয়টি হোয়াইট হাউজে জানিয়েছেন। গত ৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়ার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে ভারমন্ট অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও মেইন অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত সিনেটর অ্যাঙ্গাস কিংয়ের দলে যোগ দিলেন কিরস্টেন। তার সাথে এখন স্বতন্ত্র সিনেটের তিন সদস্য রয়েছেন।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বিএনপি ঢাকায়, সিলেটে রাজপথে আওয়ামী লীগ

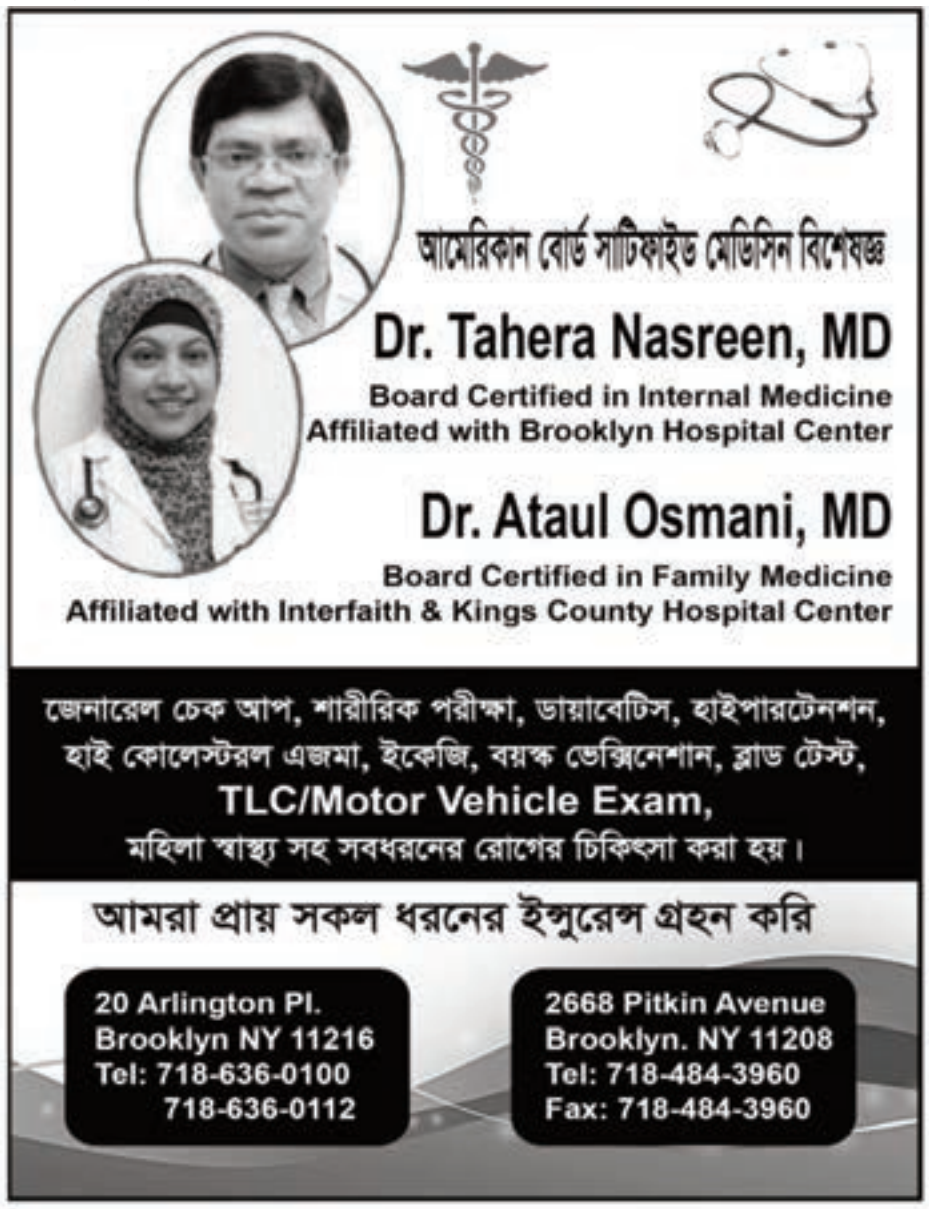
সিলেট, ১১ ডিসেম্বর : গণসমাবেশে যোগ দিতে সিলেট বিএনপি'র নেতারা অবস্থান করছেন ঢাকায়। নেতাদের প্রায় সবাই শুক্রবার সকালের মধ্যে সিলেট ছেড়েছেন। ঢাকার গোলাপবাগের গণসমাবেশস্থলে সিলেট বিএনপি'র নেতাদের ছিল সরব উপস্থিতি। ফলে গতকাল সিলেটের রাজপথে বিএনপি'র নেতাদের উপস্থিতি ছিল না। তবে রাজপথ দখলে ছিল আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের। দিনভর তারা রাজপথে শোডাউন দিয়েছে। পুলিশও ছিল সতর্ক। নগরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের টহলও জোরদার ছিল। রাজপথ দখলে থাকা আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের দাবি; সহিংসতা কিংবা বিশৃঙ্খলার জবাব দিতে তারা রাজপথে অবস্থানে ছিলেন। সিলেট বিএনপি'র নেতারা জানিয়েছেন, ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের ঘটনার পর রাজপথে ছিলেন বিএনপি নেতারা।

নগরীতে জেলা, মহানগর বিএনপি'র নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালনে সরব ছিলেন। নয়াপল্টনের ঘটনার পর তারা দল বেঁধে ঢাকায় চলে গেছেন। এবং গতকাল নয়াপল্টনের গণসমাবেশে সিলেট বিভাগের নেতারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ সুযোগে নৈরাজ্য ঠেকাতে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে রাজপথে থাকার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ কারণে সকাল থেকে স্থানে স্থানে বসে দিন পার করেন নেতারা। নগরে পুলিশের টহলও ছিল জোরদার। বিশেষ করে নগরীর বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। অন্তত ১০টি পয়েন্টে পুলিশ এই কার্যক্রম চালায়। পুলিশ জানিয়েছে, নাশকতা ঠেকাতে এ তল্লাশি চালানো হয়। সকাল থেকে সিলেট-৩ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান হাবিবের নেতৃত্বে নগরীর প্রবেশমুখ চণ্ডিপুলে অবস্থান কর্মসূচি ও সমাবেশ করেছে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগ। দুপুরে চণ্ডিপুলে সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তারা বলেন, ঢাকায় বেআইনি সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপি সারা দেশে নাশকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে। তারা ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে এবং সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তাই এসব প্রতিরোধে আমরা মাঠে রয়েছি। চণ্ডিপুলস্থ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিলেট-৩ আসনের সংসদ সসদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মতিউর রহমান মতি, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল আলম, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শামীম আহমদ, সহ-সভাপতি মাসুক উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, রাজ্জাক হোসেন, আজির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলফাজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নেছার আলী, তোয়াজিদুল হক তুহিন, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট আলী আহমদ, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ধর্ম সম্পাদক ইসমাইল আলী বাচ্চু, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাসুক আহমদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক জালাল উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সকাল থেকে মাঠে ছিলেন সিলেট জেলা যুবলীগের সভাপতি ও ওসমানীনগর উপজেলা চেয়ারম্যান শামীম আহমদ চেয়ারম্যান। তার নেতৃত্বে নগরের উত্তর অংশের প্রবেশ পথ সুরমা মার্কেট এলাকায় সিলেট জেলা যুবলীগের নেতারা অবস্থান নেন। বিকাল পর্যন্ত তারা ওখানে অবস্থান করেন। এ সময় জেলা যুবলীগ সভাপতি জানিয়েছেন, রাজপথকে কেউ অস্থিতিশীল করতে চাইলে দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে। সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি ও সাধারণ সম্পাদক মুসফিক জায়গীরদারের নেতৃত্বে আম্বরখানা দর্শন দেউড়ী থেকে মিছিল বের হয়ে নগরীর কোর্ট পয়েন্টে এসে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। সিলেট মহানগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের যে জায়গায় নিয়ে গেছেন বিএনপি-জামায়াতকে সেটা ধ্বংস করতে দেয়া হবে না।

সাধারণ সম্পাদক মুশফিক জায়গীরদার বলেন, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতেই বিএনপি-জামায়াত পরিকল্পিতভাবে সহিংসতা করছে। তিনি বলেন, সকল ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সিলেট মহানগর যুবলীগের সকল নেতাকর্মী সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সিলেট মহানগর যুবলীগ ও ২৭টি ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।







বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩
ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

মেইন শেফ আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি রেষ্টুরেন্টে আকর্ষণীয় বেতনে কাজ করার জন্য মেইন শেফ ও তান্দুরী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-২২৮-৯১৪১ (ওনার)
ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
ডি-০৫/১২

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯
ডি-০৫/১২

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮। অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত ডিভোর্সি শিক্ষিত পাত্রের, নামাজি ভদ্র ৩৫+ উর্ধ্ব পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৭১৮-৩০০-৯৯০৮ (সরাসরি)। ডি-০৫/১২

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

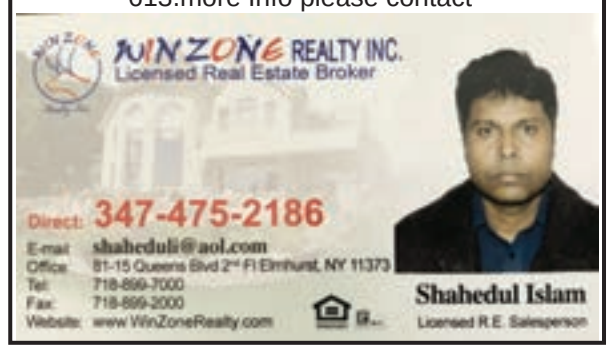
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444









কনস্যুলেটের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

মহাসমাবেশের সমর্থনে নিউইয়র্কে কনস্যুলেট অফিসের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে নিউইয়র্ক সিটির নরদান বুলেভার্ডস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সামনে তাৎক্ষনিক এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

এতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক সহ সভাপতি আলহাজ সোলায়মান ভূইয়া, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে বিএনপি ছাড়াও যুবদল, শ্রমিকদল, জাসাস, মহিলা দল সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী শ্লোগান দেন। সমাবেশ থেকে বক্তারা সরকারের কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা, ঢাকায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের উপর হামলা ও গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান এবং ১০ ডিসেম্বরের সমাবেশের সফলতা কামনা করেন।

প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিক্ষোভ সমাবেশে উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে শামসুল ইসলাম মজনু, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, আলহাজ বাবর উদ্দিন, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, আবদুস সবুর, শরীফ লস্কর, এবাদ চৌধুরী, আবুল কাশেম, মোশারফ সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, সহ সভাপতি আতিকুল হক আহাদ, যুবদল নেতা সাইফুল ইসলাম, সাইফুর খান হারুন, শেখ হায়দার আলী প্রমুখ সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘের সামনে ষ্টেট বিএনপি'র বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির ব্যানারে দলীয় নেতা-কর্মীরা জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। শুক্রবার (৯ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটানস্থ জাতিসংঘ ভবনের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে জাতিসংঘ ভবনে মহাসচিব বরাবর স্মারকলীপি পেশ করা হয় বওে দলীয় সূত্রে জানানো হয়।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার, দেশে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি, গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবীতে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান। সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাঈদের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি আলী ইমাম শিকদার, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, প্রাক্তন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির (উত্তর) আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির (দক্ষিণ) আহবায়ক হাবিবুন রহমান সেলিম রেজা, যুগ্ম আহবায়ক ইমরান শাহ রন, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) সদস্য সচিব বদিউল আলম, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, স্টেট বিএনপির নাসিম আহমদ, আনিসুর রহমান, শহিদুল হক শিকদার, মহানগর উত্তরের সিনিয়র নেতা ড. নুরুল আমিন পলাশ, জাফর তালুকদার, যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ গৌছুল হোসেন, শাহীন চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, লিয়াকত আলী, ফুল মিয়া, নাসির উদ্দিন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম শাহীন, মোস্তাক আহমেদ, মোফাজ্জল ভূইয়া, আবুল কালাম, মোস্তফা আহমেদ, মোহাম্মদ সুলায়মান, মৎস্যজীবী দল যুগ্ম আহবায়ক সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকী উল্লাস, দুলাল রহমান, কাওসার হোসেন, তোজাম্মেল হক, ফয়েজ আহমদ প্রমুখ।

সভায় মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল বলেন, দেশের প্রত্যেকটি বিভাগীয় সফল সমাবেশ মাফিয়া সরকারের কম্পনের কারন হয়েছে, তাই দিশেহারা হয়ে সরকার বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী বানচাল করতে চাচ্ছে। বক্তারা বাংলাদেশের আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান, গণতন্ত্রের মা তিনবারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে

(শেষের পাতার পর)

দিনগুলোতে কনভেনশন বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য, করোনা মহামারীর জন্য তিন বছর পর এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জ্যাসকহন হাইটসের একটি পর্টি হলে গত ৫ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মুনা নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুনা'র ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ও মুনা কনভেনশন-২০২৩ এর চেয়ারম্যান আরমান চৌধুরী সিপিএ। এসময় উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ। মুনা'র মজলিশ শুরা মেম্বার এম, এম, মাওলা সুজন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

মুনা'র মজলিশ শুরার অন্যতম মেম্বার আব্দুল্লাহ আল আরিফ-এর সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। এরপর হামদ-নাত ও ইসলামের আলোকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাফাত রহমান এবং কবিতা পাঠ করেন নাসির উদ্দিন ও আবুল বাসার।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আরমান চৌধুরী বলেন, মুনা ৩ বছর বিরতির পর আগামী ১৮, ১৯ ও ২০ আগষ্ট ২০২৩ ফিলাডেলফিয়াস্থ পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে বিশাল কনভেনশন আয়োজন করতে যাচ্ছে। এই কনভেনশন মুসলিম জীবনে বিশেষ করে বাংলাদেশী আমেরিকান পরিবারের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। মুনা আমেরিকার একটি দাওয়াতি ও সামাজিক সংগঠন। মানুষের ব্যক্তিগত নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লহ'র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত। মুনা সংগঠনটি ১৯৯০ সালে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে কর্পোরেশনভুক্ত করা হয়। বর্তমানে মুনা আমেরিকার ৪০ এর অধিক রাজ্যে কর্মতৎপরতা পরিচালনা করছে। মুসলমানদের প্রাত্যহিক সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকান্ড এবং জাতীয় নাগরিক জীবনে ভূমিকা পালনের নিমিত্তে সংগঠিত করতে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাতে করে এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে মানবতার সেবা করে যেতে পারে।

আরমান চৌধুরী বলেন, এবারের কনভেনশনে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় এবং থিম নির্ধারণ করা হয়েছে 'আল-কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি'। অর্থাৎ আল-কোরআন পথ নির্দেশ করে গোটা মানব জাতিকে। কল্যাণকর ও নির্ভুল পথ পরিদর্শন করে পথভ্রষ্ট দিকহারা মানবতাকে। এটা বিজ্ঞানময়। এটা অলৌকিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি। এটা একজন বিশ্বাসী মানুষের বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র শাশ্বত চ্যালেঞ্জিং বিধান। এটি শুধু মুসলিম তথা ইসলামে বিশ্বাসীদের জন্য নয়। এটা গোটা মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান। এই মহাগ্রন্থের কল্যাণকর পতাকা প্রতিটি হৃদয়ে, প্রতিটি ঘরে। মুনা এই বিশ্বাস ধারণ করেই এবারের কনভেনশনে মূল কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে।

গংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মুনা নিজের সদস্য ও অন্যান্য মুসলিমদেরকে নিয়ে এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করে দিতে চায় যাতে তারা অন্য ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন ভাষাভাষী বর্ণ ও গোত্রের জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীদের সাথে পারস্পরিক সংলাপে নিয়োজিত হতে পারে। যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বোঝাপড়া, সামাজিক প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো যায়। মুনা মনে করে- এ প্রক্রিয়ায় সমাজের সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। এবারের কনভেনশন এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, মুনা একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হলেও রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন নয়। মুনা চায় রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে নাগরিকগণ সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করুক এবং এর ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে সুচারু সিস্টেম বহাল থাকুক। মুনা চায় বিশ্বকে নেতৃত্ব দানকারী এই যুক্তরাষ্ট্রের জনশক্তি এবং অন্যান্য নাগরিকগণ বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করে চলুক যাতে করে তাদের কথা শোনা হবে এবং তাদের অধিকার রক্ষা করা যাবে। তাদেরকে বৈষম্যের রাজনৈতিক জীবনের এক প্রান্তে ঠেলে দিয়ে উপেক্ষা করা হবে না। মুনা চায়, বাংলাদেশী-আমেরিকানরা কর্মতৎপরতায় বেশি বেশি করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করুক। সাথে সাথে বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে বাঁচাতে চায়। প্রতিটি বাংলা ভাষাভাষী অভিভাবক তাদের সন্তানকে মুনা ইয়ুথ এবং ইয়ং সিস্টার অফ মুনার সাথে সম্পৃক্ত করুক। মুনা চায় বাংলাদেশী আমেরিকানদের আমেরিকার মূলধারার মুসলিম স্কলার ও নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। এবারের সম্মেলনে দিকনির্দেশনা সম্বলিত আলোচনা রাখবেন বিশ্ব বিখ্যাত সুপরিচিত অভিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ। এবারের ইংরেজি আলোচকদের সাথে সাথে থাকবেন বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত বাংলা ভাষার ইসলামিক স্কলারগণ।

সম্মেলনে প্রতিবারের মতো এবারও রয়েছে তরুণ ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা 'ইয়ুথ কনভেনশন এবং ইয়ং সিস্টার্স কনভেনশন'। আল-কোরআনের অনুসারে কল্যাণকর জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপর প্যারালাল প্রোগ্রাম রয়েছে। কনভেনশনের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে আলোচনা ছাড়া থাকবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

যৌথ সভা রোববার (১১ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলায়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক সানি মোল্লা। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া মুনাজাত করেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা হাজী শামসুল ইসলাম। এরপর সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধওে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সানি মোল্লা। পরবর্তীতে সভায় উপস্থিত সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সভার আলোচ্য সুচি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

এরপর সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক পদে পুন: নির্বাচত এবং কোষাধ্যক্ষ আখতার বাবুল প্রবাসী নরসিংদী সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি এবং সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল হাওলাদার বাগেরহাট সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সভায় ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. টমাস দুলু রায়, ছদরুন নূর, মস্তফা কামাল, অধ্যাপক হুসনে আরা বেগম, অধ্যাপক শাহাদৎ হোসেন, সৈয়দ আতিকুল ইসলাম ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বাংলাদেশের বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন সহ আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচী বিষয় ছাড়াও সাংগঠনিক বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রোনালদোর আবেগঘন পোস্ট

(শেষের পাতার পর)

রোনালদো। পর্তুগিজ মহাতারকার ছোঁয়া হলো না বিশ্বকাপ। তার চোখের জল আবেগাপুত করেছে সবাইকে। সেই পরাজয়ের ২৪ ঘণ্টা পর রোববার (১১ ডিসেম্বর) সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন পোস্ট দিলেন সিআরসেভেন।

তিনি লিখেছেন, 'পর্তুগালের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা ছিল আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন। সৌভাগ্যবশত আমি পর্তুগালের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিরোপা জিতেছি, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল, দেশের নাম বিশ্বের সর্বোচ্চ জায়গায় লেখানো। আমি এর জন্য লড়াই করেছি। এই স্বপ্নের জন্য আমি কঠোর সংগ্রাম করেছি।'

'১৬ বছরের বেশি সময় ধরে আমি পাঁচটি বিশ্বকাপে গোল করেছি। সব সময় বিখ্যাত খেলোয়াড়দের পাশে থেকে এবং লক্ষ লক্ষ পর্তুগিজের সমর্থনে আমি আমার সবটুকু দিয়েছি। আমি কখনোই লড়াইয়ের দিক থেকে মুখ ফেরাইনি এবং আমি কখনোই স্বপ্ন দেখা থামাইনি। দুঃখজনকভাবে গতকাল (শনিবার) সেই স্বপ্নের ইতি ঘটেছে।'

'এটা প্রতিক্রিয়া নয়, আমি শুধু আপনাদের সকলকে জানাতে চাই যে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক কিছু লেখা হয়েছে, অনেক অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু পর্তুগালের প্রতি আমার আত্মনিবেদন একমুহূর্তের জন্যও থেমে যায়নি। আমি একই উদ্দেশ্যের জন্য সব সময় লড়াই করে গেছি এবং কখনোই আমার সতীর্থদের থেকে, দেশের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।'

'আপাতত বেশি কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ পর্তুগাল। ধন্যবাদ কাতার। স্বপ্নটি ভালো ছিল, যতক্ষণ এটি টিকে ছিল..... এখন আশা করছি সময়ই সবচেয়ে ভালো পরামর্শক এবং সবাইকে বলে দেয় কখন ইতি টানতে হবে।'

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক জেনোসাইড ও প্রতিরোধ দিবস পালিত



নিউইয়র্ক: জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন, ইউএএস নিউইয়র্ক ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংস্থা, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ জেনোসাইড ভিকটিমদের স্মরণ, জেনোসাইড অপরাধ সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরী, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা, একাত্তুরের বাঙালী জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় এবং জেনোসাইড প্রতিরোধে কাজ করে আসছে। সংগঠনের উদ্যোগে গত ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার আন্তর্জাতিক জেনোসাইড স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবসের ৭ম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে জেনোসাইডে নিহতদের স্মরণ এবং জেনোসাইড প্রতিরোধের প্রত্যয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচির মধ্যে ছিলো: বাঙালী জেনোসাইড স্বীকৃতির উদ্দেশ্যে 'বিশেষ কর্মসূচি' শুরু উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন, বাংলাদেশসহ বিশ্বময় ঘটে যাওয়া সকল জেনোসাইডে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জলন, জেনোসাইড উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শন, '৭১ জেনোসাইড স্বীকৃতি বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভা। সংবাদ সম্মেলনসহ সকল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম।

আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, ইঞ্জিনিয়ার মোহম্মদ আলী সিদ্দিকী, এডভোকেট শাহ মোঃ বখতিয়ার আলী, রমেশ চন্দ্র নাথ, কামরুল আলম হিরা, বদিউজ্জামান পান্না, জালালউদ্দিন জলিল, অধ্যাপিকা মমতাজ শাহনাজ, একে চৌধুরী, খঃ জাহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, নুতন প্রজন্মের শুভ রহমান প্রমুখ। সভায় বিশেষজনদের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায়, ডা. মাসুদুল হাসান, কণ্ঠশিল্পী রেজা রহমান ও কণ্ঠশিল্পী জলি কর প্রমুখ উপস্থিত ছিল।

অনুষ্ঠানের ড. প্রদীপ রঞ্জন কর বলেন, একাত্তরের ৯ মাসে বাংলাদেশে যে নৃসংশতা ও বর্বরতা সংগঠিত ঘটেছে তা যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক, তা 'জেনোসাইড' হিসেবেই চিহ্নিত হবে, তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী যে জেনোসাইড চালিয়েছিল তার নির্মম সাক্ষীও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে যার বিষদ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মিডিয়া প্রকাশিত এত সব মতামত ও প্রতিবেদনের পরও একাত্তুরের এতবড় জেনোসাইড আজও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেনি! জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যে শক্তিশালী উদ্যোগ আমাদের নেওয়া দরকার ছিল। আমরা তা নিতে পারি নি। বিশ্ব সম্প্রদায়ও চরম অবহেলা দেখিছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই অনীহা ও ব্যর্থতার ফলে বিশ্বে একের পর এক জেনোসাইড অব্যাহত রয়েছে। যার সর্বশেষ সংযোজন মিয়ানমারের সামরিক জান্তা কর্তৃক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর চলমান নির্যাতন, হত্যা ও ধর্ষণ যা জেনোসাইড এর শামিল। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ জেনোসাইড কনভেনশনে জেনোসাইড শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার পর ঘোষণায় বলা হয় 'নো মোর জেনোসাইড'।

তিনি বলেন, একান্ন বছর পর ১৯৭১ সালের বাঙালী জেনোসাইড বিশ্বের অন্যতম সবচেয়ে নৃশংস জেনোসাইড, যা প্রায় বিস্মৃত ছিল, তা ইউএস কংগ্রেসে স্বীকৃতি পেতে উপস্থাপিত হয়েছে। এটাকে ইতিবাচক বিবেচনায় নিয়ে সামনে এগুতে চাই। আমরা 'দি জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন, ইউএসএ' ব্যানারে দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে কাজ করে আসছি। আমরা দুই ইউএস কংগ্রেসম্যানের H.RES. 1430, ১১৭তম কংগ্রেস, ২য় অধিবেশনে বিলটি উপস্থাপন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। সংশোধন স্বপক্ষে ইউএস কংগ্রেসে এই বিলটি পাসের জন্য এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে 'একাত্তুরের বাঙালী জেনোসাইডের সারাংশ সম্বলিত একটি ডকুমেন্ট' এর কপি ইউএস কংগ্রেসের ৪৩৫ জন সদস্য বরাবর পাঠিয়ে তাঁদের একাত্তুরের বাঙালী জেনোসাইড সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেওয়া প্রচেস্টা গ্রহন। এই 'ডকুমেন্ট' যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি অফ স্টেট ও অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর পাঠানো যাতে একাত্তুরের বাঙালী জেনোসাইড স্বীকৃতি ও যুক্তরাষ্ট্রে পলাতক থাকা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর খুনি সাজাপ্রাপ্ত রাশেদ চৌধুরী ও সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী আশারাফুজ্জামান খানকে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে।

কনস্যাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ এবং ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর সাবজনীন মানবাধিকার সনদ গৃহীত হওয়ার পাশাপাশি জাতিসংঘ প্রনয়ন করে জেনোসাইড কনভেনশন। এই কনভেনশন জেনোসাইড সজ্ঞায়িত হয় এবং জেনোসাইড শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত হয়। জেনোসাইড সজ্ঞায়িত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার ৬৭ বছর পর জাতিসংঘ ২০১৫ সনে ৬৯ তম সাধারণ অধিবেশনে ৯ ডিসেম্বরকে স্বীকৃতি দিল আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস হিসেবে। গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধে ঘোষিত এই আন্তর্জাতিক দিবসটি এমনই এক দিনে ধার্য্য করা হয়েছে যে দিনটিতে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘে গণহত্যা প্রতিরোধ এবং শাস্তি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গৃহীত হয়েছিল। তাই বিশেষ এই দিনটির এই দ্বৈত তাৎপর্য রয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারো জেনোসাইড '৭১ ফাউন্ডেশন, ইউএসএ জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবসে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত সকল জেনোসাইডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান। তিনি আরো বলেন- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের চালানো জেনোসাইড বড় গণহত্যা। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই নিউইয়র্ক টাইমস শিরোনাম করেছিল, 'রক্তই যদি কোনো জাতির স্বাধীনতা অর্জনের মূল্য বলে বিবেচিত হয়, তবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই অনেক বেশি মূল্য দিয়ে দিয়েছে।' কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আজ পর্যন্ত এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া চরম নরকযজ্ঞের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হয়নি। এ জেনোসাইড স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য কাজ চলছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন- এ জেনোসাইডের একদিন স্বীকৃতি হবেই। তিনি বলেন, জেনোসাইড স্বীকৃতি অর্জনে বিশ্বে যে সব দেশে জেনোসাইড সংঘটিত হয়েছে সে সব দেশের কনসাল জেনারেলদের সমন্বয়ে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 12 // 2022

বাংলাদেশে সহিংসতার পূর্ণ তদন্ত চায় যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা : সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। শুক্রবার মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি 'অত্যন্ত নিবিড়ভাবে' পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে বিরোধী দল যখন বড় সমাবেশের আয়োজন করছে তখনই এমন বার্তা দিলো যুক্তরাষ্ট্র। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। খবরে বলা হয়, জন কিরবি বাংলাদেশের সকল পক্ষকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার রাজধানী ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের সময় একজন নিহত এবং ৬০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এদিকে ভয়েস অফ আমেরিকা জানিয়েছে, শনিবার ঢাকায় বিএনপি যে মহাসমাবেশের আয়োজন করেছে, তার পূর্বে গত এক মাসে হাজার হাজার বিএনপি সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা দাবী, অন্যথায় আইনী ব্যবস্থা

(শেষের পাতার পর)

আব্দুল হাই জিয়ার বিরুদ্ধে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ কর্তৃক আনিত 'তথা কথিত ২ লাখ ডলার' অর্থ আত্মসাত দাবীর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এই অভিযোগের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। মরহুম জিয়ার স্ত্রী, লীগ অব আমেরিকার সভাপতি শাহিদা হাই এক সংবাদ সম্মেলনে 'তথা কথিত' অর্থ আত্মসাতের চ্যালেঞ্জ করেন এবং তা প্রমানিত হলে তিনি তার স্বামীর সকল অর্থ রেফত দেবেন। আর অভিযোগ প্রমান করতে না পারলে মোহাম্মদ হানিফকে চট্টগ্রামবাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় তিনি মোহাম্মদ হানিফের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান।

মরহুম জিয়া পরিবার ও সচেতন চট্টগ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শুক্রবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে মরহুম জিয়া হাই এর পুত্র ইশফাক বিন হাই ও কন্যা মুন হাই ছাড়াও চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম এ জাফর, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আশ্রাব আলী লিটন, সাবেক কোষাধ্যক্ষ মতিউর রহমান প্রমুখ মরহুম জিয়া হাই'র পক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং কথিত অভিযোগের নিন্দা জানান। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সাবেক কর্মকর্তারা মরহুম জিয়া হাই এর পক্ষে ডকুমেন্ট তুলে ধরে বলেন, তিনি সংগঠনের কোন অর্থ আত্মসাৎ করেননি বরং নিজের পকেটের অর্থ সমিতির জন্য ব্যয় করে দৃষ্টান্তস্থাপন করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লীগ অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি এমাদ চৌধুরী সহ চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক কর্মকর্তা ও কয়েকজন প্রবাসী চট্টগ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মরহুম আব্দুল হাই জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলনে শাহিদা হাই লিখিত ব্যক্তব্য নিম্নরূপঃ

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের কারনটা এইটা যে আমি আব্দুল হাই জিয়ার ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দাওয়াত করার লক্ষ্যে আমার মেয়ে 'মুন হাই' তার বাবার জন্য একটি ইনভাইটেশন কার্ড (দাওয়াত পত্র) তৈরি করে। যেটাতে লিখা ছিল 'দোয়া মাহফিল ফর আব্দুল হাই জিয়'। সেই ইনভাইটেশন কার্ডটি আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের কাছে পাঠিয়েছি এর মধ্যে জিয়া'র কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আশ্রাফ আলি খান লিটন এবং কোষাধ্যক্ষ মতিউর রহমান এর কাছেও পাঠিয়েছি। ওরা দু'জনেই ফেসবুক-এ ইনভাইটেশন কার্ডটি পোষ্ট করেন। মতিউর রহমানের জিয়ার সেই দোয়া মাহফিলের পোষ্টের প্রথম কমেন্ট জনাব মোহাম্মদ হানিফের।

'This guy stolen about 200.00 thousand dollars from Chittagong association but we don't know where is the money is?'

একজন চট্টগ্রাম সমিতির সম্মানিত ব্যক্তি জনাব মোহাম্মদ হানিফ যাকে এক সময় চট্টগ্রামবাসী সম্মান করতেন, তার চেয়েও ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশী সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতো জিয়া, ওনার সাথে ভালো মন্দ সব কিছুই শেয়ার করতেন। এক সময় চট্টগ্রামবাসী ও চট্টগ্রাম সমিতির সিনিয়র উপদেষ্টাদের পুর্ণ সমর্থনেই আব্দুল হাই জিয়া সভাপতি হয়েছিলেন। ওদের মধ্যে জনাব হানিফ সাহেবও ছিলেন।



কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে আপনাদের বলতে হচ্ছে জনাব হানিফ সাহেব আমার স্বামী মরহুম আব্দুল হাই জিয়ার বিরুদ্ধে ফেসবুক সোস্যাল মিডিয়ায় যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন বা মিথ্যা অপপ্রচার করেছেন, আমার মতে তা সম্পূর্ন বানোয়াট। ফেসবুক এর এই কমেন্ট দেখেই অনেকেই আমাকে এবং আমার ছেলেদের ফোন দিচ্ছিল। আমি কোরান খতম নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বিধায় ফেসবুক এর কমেন্ট আমার চোখে পড়েনি। এই কমেন্টটা দেখে এবং পড়ে আমি এবং আমার ছেলে-মেয়ে সহ সবাই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। দোয়া মাহফিলের পোষ্টের উপরে এ কেমন কমেন্ট? আমরা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি এবং আমার মেয়ে মুন ট্রমা পজিশন (troma position) এ গিয়েছে, কারন মুন তার বাবার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল। মুনও যখন শুনল এবং নিজের চোখে দেখল এই রকম একটা ষ্টেটমেন্ট ফেসবুক এ দেওয়া হয়েছে। মুন ভীষনভাবে ভেঙে পড়েছে এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। যেখানে আমার ঘরে এমনিই শোকের জোয়ার বইয়ে যাচ্ছে। যেখানে আমি আমার স্বামী এবং ছেলে-মেয়ে তাদের বাবা হারানোর শোকে ব্যতিত সেখানে ফেসবুক এ জনাব হানিফ সাহেবের এমন মিথ্যা ষ্টেটমেন্ট!

আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই জনাব হানিফ সাহেব যদি প্রমান করতে পারেন আমার স্বামী ২০০.০০ হাজার ডলার আত্মসাত করেছে তাহলে সেই টাকা আমি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমরা যারা মুসলমান ধর্ম বিশ্বাস করি, জানাযার সময় আমরা আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সবার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, মৃত ব্যক্তির কাছে যদি টাকা-পয়সা লেনদেন থাকে তাহলে পরিবারের পক্ষ থেকে দিয়ে দিব। আমার ছেলেরা জানাযার সময় মেসেজটা উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে দিয়েছিল। তখন টাকা পাবে সেই রকম কোনো প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হানিফ সাহেব কেন, কি স্বার্থে এবং কার স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উনি আজকে আমার স্বামীর মৃত্যুর দুই বছরের পর এই কথাগুলো বলছেন, আবার কমেন্টটা মুছেও ফেলেছেন। এখন আমি আবারও জোর দিয়ে বলতে চাই- উনি যদি প্রমান করতে পারেন আমার স্বামী আত্মসাত করেছে আমি সেই টাকা দিতে বাধ্য থাকবো। আর যদি প্রমান করতে না পারেন তাহলে আপনাদের সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে চট্টগ্রামবাসীর কাছে নিঃশর্ত্ব ক্ষমা চাইবেন। এটাই আমাদের দাবী। আর যদি হানিফ সাহেব সেটা থেকে বিচ্যুত থাকেন তাহলে এইটা আইনের দেশ, আইনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল, আমরা আইনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব। যেহেতু উনি আমাদেরকে সামাজিকভাবে, বিশেষ করে আমার সন্তানদেরকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছে। আমার মেয়ে মানষিকভাবে বিপর্যস্ত।

মিসেস শাহিদা হাই লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন যে, ২০২০ সালের ৭ ডিসেম্বর মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আব্দুল হাই জিয়া আমার হাতেই মাথা রেখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যান। জিয়ার আকস্মিক মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও বেদনাদায়ক। মরহুম আব্দুল হাই জিয়া চট্টগ্রাম সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। ৩ বছর অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। করোনা কালীন সময়ে পরিবারের মায়া মমতা ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সমিতির উদ্যোগে আত্মমানবতার সেবাই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। কভিডে আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরন করেছেন তাদের দাফন, সৎকার এবং তাদের পরিবারকে বিভিন্ন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আব্দুল হাই জিয়া'র যখন সমিতিতে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন ওর কমিটিতে কিছু টাকা জমা ছিল। আবার যখন সমিতিতে ইলেকশন হওয়ার সময় আসলো ঠিক তখন-ই বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ কভিড হানা দিল। ইলেকশনের প্ল্যান আর সমিতি করতে পারে নি। এরপর থেকেই জিয়াকে বিভিন্ন ভাবে মেন্টাল প্রেসার দেওয়া হয়েছিল। সমিতির টাকাটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। জিয়ার কথা ছিল- আমার কাছে যেই টাকা আছে, এই টাকা আমার নয়, সমগ্র চট্টগ্রামবাসীর। যারাই চাইবে তাদেরকে আমি এই টাকা (চট্টগ্রাম বাসীর সম্পদ) বুঝিয়ে দিতে পারি না। ইলেকশনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে যেই কমিটি আসবে আমি তাদেরকেই সব বুঝিয়ে দিব। সেই সুযোগ আল্লাহপাক 'জিয়া'কে দেয় নি।

চট্টগ্রাম সমিতির জন্ম লগ্ন থেকে আব্দুল হাই জিয়ার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত- আব্দুল হাই জিয়া চট্টগ্রাম সমিতিতে এক ইতিহাসের সাক্ষর হয়ে থাকবেন আশা রাখি। কেন না এই পর্যন্ত কোনো সভাপতি মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সমিতির টাকা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া হয় নি। একমাত্র 'জিয়া' মরিয়া হয়েছিল টাকা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আশায় ছিল একটি নতুন কমিটি আসবে, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে, তাদেরকেই সব কিছু বুঝিয়ে দিবেন। আমি এবং সমগ্র চট্টলাবাসী গর্বের সাথে বলতে পারি, চট্টগ্রাম সমিতি ভবন পেইড অফ হয়েছে 'আব্দুল হাই জিয়া'র টাকাতে।

আরেকটা কথা সব সময় কানে আসতো যে 'জিয়া' নাকি আমার নামে সমিতির টাকা ট্রান্সফার করেছে? চ্যালেঞ্জ! প্রমান করতে পারলে তিন ডাবল টাকা ফেরত দেবো। এটা কেমন ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার হতে পারে। আমি কি আইনের সাহায্য নিতে পারি? কেন না?

আমি বতর্মান বাংলাদেশ লীগ অফ আমেরিকার সভাপতি। এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটি পুরো বাংলাদেশকে প্রেজেন্ট করে। এটা কোনো আঞ্চলিক সংগঠন নয়। এই মিথ্যাচারে আমার সংগঠনের রেপুটেশন ক্ষুন্ন হতে পারে যা আমি কখনোই মেনে নেবো না।

মিসেস শাহিদা হাই বলেন, সেদিন জিয়া আর আমি এক সাথেই ছিলাম। নরমালি সে বিজনেজ একাউন্টে টাকা জমা দিতে গিয়েছিল। জমা দেওয়ার পর ষ্টেটমেন্ট নিয়ে দেখে জিয়ার একাউন্টে যেটা জমা দিয়েছে, সে টাকা ছাড়া কোনো টাকা নেই। একাউন্ট ফ্রড। তখন সে আরেকটা বিজনেস একাউন্ট চেক করল সেটাও ফ্রড। তখন সে সত্যি ভয় পেয়েছিল। 'ওহ মাই গড' আমার নামতো সমিতির একাউন্টেও আছে। সমিতির টাকার কোনো অসুবিধা হলে আমি শেষ। আমার মানসম্মান সব যাবে। তখন সমিতির একাউন্ট থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জিয়ার নাম তুলে নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন। জিয়ার একাউন্ট ফ্রড হয়েছে তাতে তার কোনো মাথা ব্যাথা ছিল না। মাথা ব্যাথা ছিল সমিতির টাকা চট্টগ্রামবাসীর টাকা, কিভাবে সিকিউর করবে। সমিতির একাউন্ট ফ্রড হলে সে কি জবাব দেবে চট্টগ্রামবাসীকে।

Santander bank এ বসেই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী লিটন এবং কোষাধ্যক্ষ মতিউর রহমানকে ফোন দেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ব্যাংকে চলে আস, আমার দু'টা বিজনেস একাউন্ট ফ্রড হয়েছে। সেক্রেটারী লিটন করোনায় আক্রান্ত হওয়াতে সে আসতে পারে নি, কোষাধ্যক্ষ মতিউর এসেছিল। সেক্রেটারী লিটন আসতে না পারাতে জিয়া একা মতিউরের নামে একাউন্ট না খুলে বিশ্বাসের জায়গা থেকে আমার আর মতিউরের নামে জয়েন্ট একাউন্ট খুলে দেন। শুধু সমিতির টাকা সিকিউর করার জন্য এই একাউন্ট খুলেছে। জয়েন্ট একাউন্টের জন্য কোনো চেক বুক এবং ডেভিড কার্ড অর্ডার করা হয় নি। ঐ একাউন্টে কোনো ধরনের উইথড্রো ছিল না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হানিফ সাহেব সব জানেন। জিয়া 'এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড' হানিফ সাহেবের সাথে শেয়ার করেছেন।

আজ আমি চট্টগ্রামবাসীকে জানাতে চাই জিয়া কেন জনাব হানিফকে সমিতির ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান থেকে বহিস্কার করেছিলেনঃ

জিয়া সমিতি ভবনের সম্পূর্ন মেনেজমেন্টের দায়িত্ব জনাব হানিফকে দিয়েছিল। হানিফ সাহেব তার অপব্যবহার করেছেন। নিজের লোক দিয়ে কাজ করাতেন এবং ৫ ডলারের বিল ৫০ ডলার করতেন। যেমন- সমিতির ৬টা ভাড়াটিয়াদের লিজ এক্সটেনশন করতে লাগবে সর্বোচ্চ ৩০ ডলার। কিন্তু উনি বিল করেছেন ২,৭০০ ডলার। যা নাকি চোখে পড়ার মতো। জিয়াকে বাধ্য করে ২,৭০০ ডলার নিয়েছিল। তাও ক্যাশ দিতে হবে, উনি চেক নেবেন না। সব সময় উনি ক্যাশ পছন্দ করতেন। আর জিয়া সমিতির হিসাব নিকাশের সুবিধার্থে চেক দিতেই পছন্দ করতেন। চেক উনি কখনো জনাবা রেহেনা হানিফের নামে জমা করতেন, কখনো নিজের নামে, কখনো অন্য কোম্পানির নামে। ২৭০০ ডলারের চেকটি উনি American property rights এর নামে জমা করেন। জনাব হানিফ উল্লেখ করেন ল'ইয়ার ফি। যাদেও বাড়ী আছে এবং ভাড়া দেন আপনারা জানেন একটেনশন করতে কত লাগে। জনাব হানিফ সাহেবের অপব্যবহার জিয়া যখন বুঝতে পেরেছে, তখন সভাপতি হিসেবে সব কিছু নিজে বুঝে নেন। হানিফ সাহেবের অপকর্মের জন্যই আব্দুল হাই জিয়া চট্টগ্রাম সমিতির ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান থেকে বহিস্কার করেন।

কেন জিয়ার বিরুদ্ধে জনাব হানিফের এই অপপ্রচার। কিছুই না বহিস্কার করার জন্যই জিয়ার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অপপ্রচার।











সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির নতুন কমিটি গঠিত

টিপুকে সভাপতি, রুবেল সাধারণ সম্পাদক, মান্না কোষাধ্যক্ষ

নিউইয়র্ক: সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর রোববার ব্রঙ্কসের মামুন টিউটোরিয়ালে অনুষ্ঠিত সভায় সমিতির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এস এম জলিল এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু।

সভায় আগামী ২০২৩-২০২৫ সালের নতুন কমিটি করার লক্ষ্যে একাধিক নাম প্রস্তাব আকারে উঠার পর উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে 'সিলেকশন কমিটি' সব কিছু পর্যালোচনা করে ঐক্যমতে পৌঁছেন এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপুকে সভাপতি, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোতাহার রুবেলকে সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মান্না মুনতাসিরকে পুনরায় কোষাধ্যক্ষ হিসাবে ঘোষনা করেন।

সিলেকশন কমিটিতে ছিলেন উপদেষ্টা ছদরুন নুর, তোফায়েল চৌধুরী, আব্দুস শহীদ, আপ্তাব আলী, নুরুল হোসাইন, আমিনুল হক চুন্নু এবং বিদায়ী সভাপতি এস এম জলিল।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ছদরুন নুর, তোফায়েল চৌধুরী, আব্দুস শহীদ, আফতাব আলী, নূর হোসাইন, মাওলানা আবুল কাশেম এহিয়া, আমিনুল হক চুন্নু, মোহাম্মদ মনির উদ্দিন, আবু সালেহ চৌধুরী, ইমতিয়াজ আহমাদ বেলাল, মান্না মুনতাসির, ফয়ছল আহমেদ, কাজিরুল ইসলাম শিপন, জিয়াউল আহমেদ জামিল, মোতাহার রুবেল, হুমায়ুন কবির সোহেল, আব্দুল আজিজ, শামীম আহমেদ, মোহাম্মদ আলী রাজা, এডভোকেট আলা উদ্দিন, জামাল আহমেদ, আবু শাকের, দিনারুল ইসলাম প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

ঢাকায় পুলিশী হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে

কনস্যুলেটের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র বিক্ষোভ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ ঢাকায় বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি হামলা, ভাংচুর, দলীয় মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতা-কর্মীদেরকে গণ গ্রেফতার, ছাত্রদল কর্মী হত্যা, বিএনপি অফিসে বোমা নাটক ও সকল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবং ঢাকায় ১০ ডিসেম্বরের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জাতিসংঘের সামনে ষ্টেট বিএনপি'র বিক্ষোভ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'পুলিশী হামলা, কেন্দ্রীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুর ইসলাম আলমগীর সহ দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিউইয়র্ক ষ্টেট এবং সিটি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্কে চবি এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন ও গুণীজন সম্মাননা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যারয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপায় নিউইয়র্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন ও গুনীজ দের সম্মাননা-২০২২ প্রদান করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে শতাধিক এলামনাই ও তাদের (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

মরহুম জিয়ার বিরুদ্ধে মোহাম্মদ হানিফের ২ লাখ ডলার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

শাহিদা হাই'র চ্যালেঞ্জ প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা দাবী, অন্যথায় আইনী ব্যবস্থা



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী এবং চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি মরহুম (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

গর্ব-অহংকারের ভয়াবহ পরিণাম

জাফর আহমাদ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা: তেকে বর্ণিত। কিয়ামতের দিন আল্লাহ আকাশকে ভাঁজ বা গুটিয়ে নিবেন, তারপর তিনি ডান হাতে নিবেন. তারপর বলবেন.আমিই রাজা, (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

খেলার খবর

রোনালদোর আবেগঘন পোস্ট

স্পোর্টস ডেস্কঃ মরক্কোর কাছে হেরে পর্তুগালের বিশ্বকাপ শেষ হয়ে গেছে। অশ্রুসজল চোখে ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ নিউইয়র্কের অন্যতম স্বনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির নবনির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

মুনা'র তিনব্যাপী কনভেনশন ১৮-২০ আগস্ট ২০২৩

ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মুসলিম উম্মাহ নর্থ অফ আমেরিকা (মুনা) আগামী বছর কনভেনশন-এর আয়োজন করছে। 'আল-কোরআন গাইডেন্স ফর হিউম্যানিটি' মূল থি নিয়ে ২০২৩ সালের ১৮-২০ আগষ্ট যথাক্রমে শুক্র, শনি ও রোববার পেনসিলভেনিয়া কনভেনশন সেন্টারে তিনদিনব্যাপী মুনা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য প্রাথমিক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

ডেমোক্র্যাট সিনেটরের দল ছাড়ার ইঙ্গিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ ইউএস কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের সদস্য কিরস্টেন সিনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সিনেটর নির্বাচিত হওয়ার চার বছর পর তিনি এ ইঙ্গিত দেন। তবে কিরস্টেন জানান, তিনি বিরোধী রিপাবলিকান (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সভা ১২ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৫টায় (বাদ মাগরিব) ওজনপার্কের দেশী সিনিয়র সেন্টারে) (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

হেলথ টিপস

পান করুন কুসুম গরম পানি

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনে এক থেকে দুই গ্লাস কুসুম গরম পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। কুসুম গরম পানি পানে হজমক্ষমতা ও রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

বিচ্ছেদ নয়, টিজার প্রকাশ করলেন শোয়েব মালিক

বিনোদন ডেস্কঃ ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা ও পাকিস্তানী সাবেক ক্রিকেটার (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন



জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com